দুনিয়ার মজদুর এক হও

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

ভি. আই. লেনিন

(টীকা ও ব্যক্তি পরিচিতি সহ)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ . ডিসেম্বর ১৯৫৭

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
নির্মল কুমার দাস
এড ও প্রিণ্ট
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

প্রচ্ছদ শ্রীগণেশ বসু

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম [রুশ] সংস্করণের ভূমিকা	১
দ্বিতীয় [রুশ] সংস্করণের ভূমিকা	৩
প্রথম অধ্যায় : শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র	৫-২৫
১। রাষ্ট্র—শ্রেণী-বিরোধ সমাধানের অসম্ভাব্যতার ফল	৫
২। সশস্ত্র লোকের বিশেষ প্রতিষ্ঠান, জেলখানা, ইত্যাদি	৯
৩। রাষ্ট্র—নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র	১২
৪। রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ' ও সশস্ত্র বিপ্লব	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা	২৬-৪১
১। বিপ্লবের প্রাক্কালে	২৬
২। বিপ্লবের ফলাফল	৩১
৩। ১৮৫২ সালে মার্ক্‌স্ প্রশ্নটি এইভাবে উত্থাপন করেন	৩৮
তৃতীয় অধ্যায় : ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা : মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ	৪২-৬৬
১। কমিউনার্ডদের বীরত্ব কোথায় ?	৪২
২। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান কী দিয়া পূরণ হইবে ?	৪৭
৩। পার্লামেণ্টী প্রথার বিলোপ	৫২
৪। জাতীয় ঐক্যের সংগঠন	৫৯
৫। পরোপজীবী রাষ্ট্রের বিলোপ	৬৩
চতুর্থ অধ্যায় : এঙ্গেল্‌সের পরিপূরক ব্যাখ্যা	৬৭-৯৭
১। 'বাসস্থানের সমস্যা'	৬৭

২। নৈরাজ্যবাদীদের সহিত বিতর্ক ৭০
৩। বেবেল-কে লেখা পত্র ৭৫
৪। এরফুর্ট কর্মসূচীর খসড়ার সমালোচনা ৭৯
৫। মার্ক্‌সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের ১৮৯১ সালের ভূমিকা ৮৭
৬। গণতন্ত্র অতিক্রমণের বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্ ৯৪

পঞ্চম অধ্যায় : রাষ্ট্রের ক্রম-বিলোপের অর্থনৈতিক ভিত্তি ৯৮-১১৯
১। মার্ক্‌স্ যেরূপে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করিয়াছেন ৯৮
২। পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণ ১০১
৩। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় ১০৭
৪। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায় ১১১

ষষ্ঠ অধ্যায় : সুবিধাবাদীদের হাতে মার্ক্‌সবাদের অপব্যাখ্যা ১২০-৪০
১। নৈরাজ্যবাদীদের সহিত প্লেখানভের বাদানুবাদ ১২০
২। সুবিধাবাদীদের সহিত কাউট্‌স্কির বিতর্ক ১২২
৩। পান্নেকুকের সহিত কাউট্‌স্কির বিতর্ক ১৩০

সপ্তম অধ্যায় : ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ১৪১
প্রথম [রুশ] সংস্করণের পরিশিষ্ট ১৪১

বাংলা সংস্করণের পরিশিষ্ট
১। টীকা ১৪৩-৯৩
২। ব্যক্তি-পরিচিতি ১৯৪-২১৪

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

মার্ক্‌সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব

ও

বিপ্লবে মজুর শ্রেণীর কর্তব্য

প্রথম [রুশ] সংস্করণের ভূমিকা

তত্ত্বের ক্ষেত্রে ও ব্যাবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, উভয়ত্রই রাষ্ট্রের প্রশ্ন বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র অধিকতর দ্রুত ও তীব্র বেগে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তর লাভ করিতেছে। সর্বশক্তিমান্ পুঁজিদার সঙ্ঘগুলির সহিত রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশই অধিকতর ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে; মেহনতী জনগণের উপর এই রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক বীভৎস উৎপীড়ন ক্রমশই আরও বীভৎস হইয়া উঠিতেছে। উন্নত দেশগুলি—এখানে আমরা দেশের ভিতরকার কথা বলিতেছি—মজুরদের কারাগারে পরিণত হইতেছে, যেখানে তাহাদের সামরিক বন্দীর ন্যায় পরিশ্রম করিতে হয়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অভূতপূর্ব দুর্দশা ও বিভীষিকার ফলে জনগণের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাদের বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। একটা আন্তর্জাতিক মজুর-বিপ্লব স্পষ্টতই পাকাইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রের সহিত এই বিপ্লবের কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্নও তাই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে সুবিধাবাদের[১] উপাদানগুলি একসঙ্গে জড়ো হইবার ফলে, সারা দুনিয়ার সরকারি সোশালিস্ট দলগুলির মধ্যে সোশাল-শভিনিস্ট* প্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই প্রবণতা—মুখে সমাজতন্ত্র আর কাজে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ—(রুশিয়াতে প্লেখানভ, পোত্রেসভ, ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়া, রুবানোভিচ্, এবং সামান্য প্রচ্ছন্ন ভাবে ৎসেরেতেলি, চের্নভ প্রভৃতি; জর্মানিতে শাইদেমান, লেগীন, ডেভিড প্রভৃতি; ফ্রান্স ও বেলজিয়মে রেনোদেল, গেদ,

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।—অ।

* সোশাল-শভিনিস্ট: "যাহারা কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু কাজে উগ্র জাতীয়তাবাদী, যাহারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে 'জাতীয় দেশরক্ষা'র পক্ষপাতী" (লেনিন)।—অ।

ভান্দের্ভেল্দে ; ইংলণ্ডে হাইণ্ডমান ও ফেবিয়ান্‌রা * ; ইত্যাদি ইত্যাদি[২])— 'সমাজতন্ত্রে'র এই 'নেতা'দের এই-যে প্রবণতা মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ হইল এই যে, ইহারা শুধু 'তাহাদের' জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের সহিতই নয়, 'তাহাদের' রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিতও হীন-ভাবে গোলামের মতো নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে ; কারণ, তথাকথিত বৃহৎ শক্তিগুলির অধিকাংশ-ই দীর্ঘকাল যাবৎ কতকগুলি ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিকে শোষণ করিতেছে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এই ধরনের লুটের-মাল ভাগাভাগির যুদ্ধ। সাধারণ-ভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর, বিশেষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব হইতে মেহনতী জনগণের মুক্তির সংগ্রাম 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে সুবিধাবাদিসুলভ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত অসম্ভব।

প্রথমে আমরা রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষা আলোচনা করিব ; তাঁহাদের শিক্ষার যে-সব দিক সুবিধাবাদীরা বিকৃত করিয়াছে অথবা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, বিশেষ-ভাবে সেই-সব দিকের পূর্ণ আলোচনা আমরা করিব। তারপর, যাহারা মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষা বিকৃত করিয়াছে, তাহাদের মুখ্য প্রতিনিধি কার্ল কাউট্‌স্কির মতামত বিশেষ-ভাবে বিশ্লেষণ করিব ; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের[৩] (১৮৮৯-১৯১৪) নেতা রূপে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত এই কার্ল কাউট্‌স্কি বর্তমান যুদ্ধের সময়ে অতি-করুণ রাজনৈতিক দেউলিয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সর্বশেষে, প্রধানত ১৯০৫ সালের এবং বিশেষ-ভাবে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিপ্লবের বিকাশের প্রথম স্তর (১৯১৭ সালের আগস্ট মাসের প্রারম্ভে) স্পষ্টতই সম্পূর্ণ হইতেছে ; কিন্তু সাধারণ-ভাবে ইহা-ই বলিতে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে যে-সব সমাজতান্ত্রিক মজুর-বিপ্লব[৪] ঘটিতে যাইতেছে, এই বিপ্লবকে সেই বিপ্লব-শৃঙ্খলের

* খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে হানিবলের আক্রমণের বিরুদ্ধে, রোমের অধিনায়ক কুইন্তস্ ফাবিয়ুস্ মাক্সিমুস্ (Quintus Fabius Maximus), সর্বতোভাবে সম্মুখ-যুদ্ধ এড়াইয়া, কালহরণের কৌশল অবলম্বনে শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত ও প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। এই-প্রকার কৌশল বা নীতি বুঝাইতে, ব্যক্তি-নাম 'ফাবিয়ুস' (Fabius) হইতে লাতীন ভাষায় 'ফাবিয়ানুস্' (Fabianus) বিশেষণ-পদ গঠিত হয়। ইহা-ই 'ফাবিয়ান্' বা 'ফেবিয়ান্' শব্দের মূল। সিড্‌নে ওয়েব, জর্জ বার্নাড শ' প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের লইয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে 'ফেবিয়ান্ সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমশ সংস্কারের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া।—অ।

একটি গ্রন্থিরূপে বিচার করিলেই ইহার সমগ্রতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে ; সুতরাং রাষ্ট্রের সহিত সমাজতান্ত্রিক মজুর-বিপ্লবের সম্পর্ক কী, এই প্রশ্ন যে কেবল ব্যাবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা-ই নয়, আজিকার দিনের এক জরুরি সমস্যা হিসাবেও প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ; অদূর ভবিষ্যতেই পুঁজিতন্ত্রের জোয়াল হইতে মুক্তি লাভের জন্য জনগণকে কী করিতে হইবে, আজিকার দিনের জরুরি সমস্যা হইল জনগণের নিকট সেই কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা।

আগস্ট, ১৯১৭ গ্রন্থকার

দ্বিতীয় [রুশ] সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় অপরিবর্তিত রূপে প্রকাশ হইতেছে, কেবল দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অংশ যোগ করা হইয়াছে।

মস্কো

ডিসেম্বর ১৭, ১৯১৮ গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র

১। রাষ্ট্র—শ্রেণী-বিরোধ সমাধানের অসম্ভাব্যতার ফল

বর্তমান কালে মার্ক্‌সের মতবাদের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে, মুক্তিসংগ্রামরত নিপীড়িত শ্রেণীদের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও নেতাদের মতবাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের গতিপথে প্রায়শ তাহা-ই ঘটিয়াছে। মহান্ বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণীরা নির্মমভাবে তাঁহাদের নির্যাতন করে, তাঁহাদের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ-দুষ্ট বৈরিতা ও হিংস্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নির্বিচারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান চালায়। মৃত্যুর পরে এইসব বিপ্লবীকে নিরীহ দেব-বিগ্রহে পরিণত করিবার, সাধু সিদ্ধপুরুষ রূপে গণ্য করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে ; নিপীড়িত শ্রেণীদের 'সান্ত্বনা'র জন্য এবং তাহাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই-সব বিপ্লবীর নামের সহিত একটা জৌলুস জুড়িয়া দেওয়া হয় ; সেই-সঙ্গে তাঁহাদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছাঁটিয়া দিয়া তাহাকে নির্বীর্য খেলো করা হয়, তাহার বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণতা ভোঁতা করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমান কালে বুর্জোয়ারা এবং মজুর-আন্দোলনের অন্তর্গত সুবিধাবাদীরা মার্ক্‌সবাদ 'সংশোধনে'র কাজে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। তাহারা মার্ক্‌সীয় শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মকেই পরিহার করে, মুছিয়া ফেলে ও বিকৃত করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট যতটুকু গ্রহণযোগ্য হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, ততটুকু-ই মাত্র ইহারা প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরে ও জোর গলায় তাহার প্রশংসা করে। সব সোসাল-শভিনিস্ট-ই* আজকাল মার্ক্‌সবাদী—ঠাট্টা নয়! জর্মানির বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা,-যাঁহারা মাত্র গতকালও মার্ক্‌সবাদ উচ্ছেদের কাজে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারাই আজকাল 'জাতীয়-জর্মান' মার্ক্‌সের কথা ঘন-ঘন বলিতেছেন ; আর, যে মজুর-ইউনিয়ন-গুলিকে একটা পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ † পরিচালনার স্বার্থে এমন চমৎকার সংগঠিত

* পৃঃ ১, পদটীকা দ্রষ্টব্য।—অ।

† অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ; লেনিন এই বই লেখেন ১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, যুদ্ধ তখনও চলিতেছে।— অ।

দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের মতে, মার্ক্‌স-ই নাকি সেই মজুর-ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন!

এই রকম অবস্থায়, যখন ব্যাপক-ভাবে মার্ক্‌সবাদের বিকৃতি চলিতেছে, তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌সের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। এই জন্য মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনা হইতে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইবে। অবশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির ফলে গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, এবং সাধারণের পক্ষে সহজপাঠ্য হইবে না; কিন্তু তথাপি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের † উদ্ভাবকদের সমগ্র মতামত ও সেই মতামতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠক যাহাতে স্বাধীন ভাবে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন, এবং বর্তমান কাউট্‌স্কিপন্থীদের হাতে সেই-সব মতামতের যে-বিকৃতি ঘটিতেছে কাগজে-কলমে তাহা যাহাতে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হয়, সেই জন্য মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনায় রাষ্ট্রের কথা যেখানে আছে সেই সমস্ত অংশ-ই, অন্তত সর্বাপেক্ষা সার অংশগুলি যথাসম্ভব পুরাপুরি অবশ্যই উদ্ধৃত করিতে হইবে।

'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'-নামক এঙ্গেল্‌সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ লইয়াই শুরু করা যাক, ১৮৯৪ সালে ষ্টুট্‌গার্টে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল জর্মান ভাষা হইতে উদ্ধৃত অংশ তরজমা করিয়া লইতে হইবে; কারণ, রুশ ভাষায় এই গ্রন্থের বহু তরজমা থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই সে-সব তরজমা অসম্পূর্ণ, অথবা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত-সার দিতে গিয়া বলিয়াছেন: "অতএব রাষ্ট্র বাহির হইতে সমাজের উপর আরোপিত একটি শক্তি কোনও ক্রমেই নয়; হেগেল বলিতেন, রাষ্ট্র 'নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ', রাষ্ট্র 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তব রূপ'; কিন্তু রাষ্ট্র তেমন কিছু নয়, বরং সমাজের বিকাশের বিশেষ কোনও স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মানেই সমাজ সমাধানের অতীত একটা স্ববিরোধিতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে; ইহার অর্থ, মীমাংসার অতীত এক দ্বন্দ্বে সমাজ দীর্ণ, যে-দ্বন্দ্ব নিরাকরণে সমাজ অক্ষম। বিভিন্ন শ্রেণী, যাহাদের অর্থনৈতিক

† মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ যে দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, তাহাকেই বলা হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' অথবা এক কথায় 'মার্ক্‌সবাদ'।—অ।

স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী, তাহারা-ই হইতেছে সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি যাহাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহারই জন্য এমন একটি শক্তির প্রয়োজন ঘটে যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; শ্রেণী-সংঘাতকে প্রশমিত করিয়া 'শৃঙ্খলা'র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা-ই হইল যাহার উদ্দেশ্য; এই শক্তি সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াও নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমশ সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়; এই শক্তি-ই হইতেছে রাষ্ট্র।" (পৃঃ ১৭৭-৭৮, ষষ্ঠ জর্মান সংস্করণ)*

রাষ্ট্রের অর্থ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কী, সে-সম্পর্কে মার্ক্‌সীয় তত্ত্বের মূল ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বিশদ-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণী-বিরোধ সমাধানের **অসম্ভবপরতার** ফল ও অভিব্যক্তি। যখন যেখানে ও যে-অনুপাতে শ্রেণী-বিরোধ বাস্তবে সমাধান করিতে পারা যায় না, তখন সেই অবস্থায় ও সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অপর দিক হইতে ইহাও বলা চলে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব-ই প্রমাণ করে যে, শ্রেণী-বিরোধ মীমাংসার অতীত।

ঠিক এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টির ব্যাপারেই মার্ক্‌সবাদকে বিকৃত করা হয়, বিকৃত করা হয় প্রধানত দুই দিক হইতে।

এক দিকে, বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, বিশেষ-ভাবে খুদে-বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, যেখানে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম আছে কেবল সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান, অবিসংবাদিত তথ্যের চাপে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, তাহারা মার্ক্‌সকে এমন-ভাবে 'শোধন' করে যাহাতে মনে হইবে যে, রাষ্ট্র হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে **আপস-নিষ্পত্তি** ঘটাইবার একটি যন্ত্র বিশেষ। মার্ক্‌সের মতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি যদি সম্ভব-ই হইত, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্ভব-ই হইত না, রাষ্ট্র স্বকীয় অস্তিত্ব-ই বজায় রাখিতে পারিত না। কিন্তু খুদে-বুর্জোয়া এবং পণ্ডিতমূর্খ অধ্যাপক ও প্রচারকদের মতে, রাষ্ট্রশক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়—তাঁহারা প্রায়ই সদভিপ্রায়ে মার্ক্‌সের উক্তির দোহাই পাড়িয়া তাঁহাদের এই মত জাহির করেন! মার্ক্‌সের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে

* 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', ইংরেজি সংস্করণ, নবম অধ্যায়।— অ।

শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করিবার যন্ত্র; যে-'শৃঙ্খলা' শ্রেণীসংঘর্ষকে প্রশমিত করিয়া এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে, সেই কায়েমী 'শৃঙ্খলা' প্রবর্তন করা-ই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু খুদে-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে, শৃঙ্খলার অর্থ হইতেছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করা নয়; তাঁহাদের মতে, শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রশমিত করার অর্থ হইতেছে নিপীড়িত শ্রেণীদের খুশী করা, উৎপীড়কদের উৎখাত করার সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি হইতে নিপীড়িত শ্রেণীদের বঞ্চিত করা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে* যখন রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও ভূমিকার প্রশ্ন একটি ব্যবহারিক প্রশ্ন হিসাবে বিরাট আকারে দেখা দেয় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সেই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তখন সঙ্গে-সঙ্গেই, সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি † ও মেন্‌শেভিক্‌রা‡ সকলেই 'রাষ্ট্র' বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে "আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়", খুদে-বুর্জোয়াদের এই মতবাদের কবলে সম্পূর্ণরূপে ঢলিয়া পড়ে। এই উভয় দলের রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ খুদে-বুর্জোয়াদের 'আপস-নিষ্পত্তি'র এই নোংরা তত্ত্বে একেবারে ভরপুর। খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এই কথাটি কখনও বুঝিতে পারিবে না যে, রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসন-যন্ত্র, যে-শ্রেণী তাহার প্রতিপক্ষের (তাহার বিরুদ্ধ শ্রেণীর) সহিত আপস-নিষ্পত্তিতে আসিতে পারে না। আমাদের সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌রা যে আদবেই সোসালিস্ট নয় (আমরা বল্‌শেভিকরা এই কথা বারবার বলিয়া আসিতেছি), সোসালিস্ট-ঘেঁষা বুলি আওড়াইতে অভ্যস্ত খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তাহার অন্যতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ হইতেছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা।

অন্য দিকে 'কাউট্‌স্কিপন্থীরা' যেভাবে মার্ক্‌সকে বিকৃত করে, তাহা আরও

* ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রুশিয়াতে বিপ্লব, যখন ৎসারের পতন হয় এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়।—অ।

† ৎসারের আমলে রুশিয়ার একটি দল। সচ্ছল কৃষকদের উচ্চ স্তরের লোকেরাই এই দলের সমর্থন ও পোষকতা করিত। 'কুলাক' শ্রেণীর সংগতিসম্পন্ন কৃষকদের স্বার্থ লইয়া এই দল ব্যস্ত থাকিত। বুর্জোয়াদের পাছদোহারি গাহিয়া মজুর শ্রেণী ও গ্রামের গরিবদের স্বার্থের বিরোধিতা করাই ছিল এই দলের ভূমিকা। নভেম্বর-বিপ্লবের সময়ে ও পরে এই দল ঘোর প্রতিবিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করে। কেরেন্‌স্কি ছিলেন এই দলের অন্যতম নেতা।—অ।

সূক্ষ্ম ধরনের। রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আপসে মীমাংসা করা যায় না—'তত্ত্বের দিক হইতে' তাহারা একথা অস্বীকার করে না ; কিন্তু যে-বিষয়টি তাহারা ভুলিয়া যায় বা উপেক্ষা করে, তাহা হইল এই : মীমাংসার অতীত যে শ্রেণী-বিরোধ, তাহারই ফলে যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়া থাকে, রাষ্ট্র যদি সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক শক্তি হয় যে-শক্তি **'সমাজ হইতে নিজেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে'**, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একটা সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয় ; শুধু তাহা-ই নয়—শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির যে-যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে এই 'বিচ্ছেদ' মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই যন্ত্রের **ধ্বংস ব্যতিরেকেও** নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা পরে দেখিব যে, বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যা ঐতিহাসিক দিক হইতে মূর্ত রূপে বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্স্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তত্ত্বের দিক হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রকট। কাউট্স্কি যে ঠিক এই সিদ্ধান্ত-ই 'বিস্মৃত হইয়াছেন' ও বিকৃত করিয়াছেন, আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা তাহা বিশদ-ভাবে দেখাইব।

২। সশস্ত্র লোকের বিশেষ প্রতিষ্ঠান, জেলখানা ইত্যাদি

এঙ্গেল্স্ লিখিয়াছেন :

"পুরাতন **গোষ্ঠীভিত্তিক** [উপজাতিক বা কৌলিক] সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রের প্রথম পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রাষ্ট্র তাহার প্রজাদের **আঞ্চলিক ভিত্তিতে** ভাগ করে।..."*

আমাদের কাছে এই রকম বিভাগ 'স্বাভাবিক' বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কৌলিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের পুরাতন কাঠামোর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিবার পরেই এই ধরনের বিভাগ দেখা দিয়াছে।

"[রাষ্ট্রের] দ্বিতীয়-বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হইল একটা **সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্রের** প্রতিষ্ঠা ; এই শক্তি সশস্ত্র স্বয়ং-সংগঠিত জনগণের সহিত সাক্ষাৎভাবে আর একাত্ম নয়। এই বিশেষ সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার পর হইতে জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হইয়া পড়ে।...প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এইরূপ সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্র

* 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', নবম অধ্যায়।—অ।

রহিয়াছে ; ইহা সশস্ত্র লোক লইয়া গঠিত তো বটেই—উপরন্তু, জেলখানা ও সর্ববিধ জবরদস্তিকর প্রতিষ্ঠান ও অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে ইহার সহিত জুড়িয়া আছে ; গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে এই সব কিছুই ছিল অজ্ঞাত।…"*

যে-'শক্তি' রাষ্ট্র নামে অভিহিত, সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াও যে-শক্তি নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে ও ক্রমে-ক্রমে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে—এঙ্গেল্‌স্ সেই শক্তির ধারণা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শক্তির মুখ্য উপাদান কী? সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী লইয়া এই শক্তি গঠিত ; যাহাদের আওতায় আছে জেলখানা, ইত্যাদি।

সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী—এই কথা আমরা ন্যায়ত বলিতে পারি, কারণ সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্র, যাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য, সশস্ত্র জনসাধারণের সহিত, জনসাধারণের 'স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনে'র সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে একাত্ম নয়।

মহান্ বিপ্লবী চিন্তানায়কদের ন্যায় এঙ্গেল্‌স্ ঠিক সেই বিষয়টি সম্পর্কেই শ্রেণী-সচেতন মজুরদের অবহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যে-বিষয়টিকে আধুনিক পণ্ডিতমূর্খেরা প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া প্রায় মনেই করে না, মনে করে ইহা নেহাত-ই সাধারণ একটা ব্যাপার, মনে করে যে দীর্ঘকালীন ও উপরন্তু জমাট-বাঁধা সংস্কারের কল্যাণে ইহা পূতপবিত্র রূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। স্থায়ী ফৌজ ও পুলিস হইতেছে রাষ্ট্রশক্তির প্রধান উপকরণ। অন্য রকম হইতে পারে কি?

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ইওরোপের বেশির ভাগ লোককে উদ্দেশ্য করিয়া এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছিলেন ; ইহারা একটাও বিরাট বিপ্লব নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করে নাই বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া জীবন কাটায় নাই, এহেন লোকেদের দৃষ্টিতে অন্য রকম কিছু হইতে পারে না। ইহারা আদৌ বুঝিতেই পারে না, এই 'জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' বলিতে কী বুঝায়। সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, সশস্ত্র লোকের এইরূপ বিশেষ বাহিনী (পুলিস ও স্থায়ী ফৌজ) গঠনের প্রয়োজন কোথা হইতে আসিল—এই প্রশ্ন তুলিলে পশ্চিম ইওরোপ ও রুশিয়ার পণ্ডিতমূর্খেরা স্পেন্সার বা মিখাইলেভ্‌স্কির নিকট হইতে ধার-করা কতকগুলো বুলি কপচায়, সামাজিক জীবনের জটিলতা বৃত্তির বিভিন্নতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের দোহাই দেয়।

এইরূপ দোহাই দেওয়াটা মনে হইবে 'বিজ্ঞান সম্মত' ; কিন্তু ইহার দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টি, অর্থাৎ সমাজ এমন পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীতে

* পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নবম অধ্যায়—স

বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি অসম্ভব, এই সত্যটি চাপা দিয়া সাধারণ লোককে ফলত ঘুম পাড়াইয়াই রাখা হয়। এই-প্রকার বিভাগ না ঘটিলে, 'জন সাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' গড়িয়া উঠা সম্ভব হইত ; যষ্টিধারী বানরযূথের অথবা আদিম মানুষের সংগঠনের বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের আদিম সংগঠনের সহিত জটিলতা উন্নত কর্মকৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, এই সংগঠন গড়িয়া উঠা সম্ভব হইত।

এইরূপ সংগঠন এখন অসম্ভব ; কারণ, সভ্যতার যুগে সমাজ পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি সত্যই অসম্ভব ; এই পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রেণীরা 'স্বয়ংক্রিয়' ভাবে সশস্ত্র হইলে, তাহাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম বাধিয়া যাইবে। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী রূপে একটি বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হয় ; এবং শাসক শ্রেণী তাহার খিদমতগার সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনীকে কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে এবং নিপীড়িত শ্রেণীও কিভাবে ঐ ধরনের এমন একটা নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পায় যে-সংগঠন শোষকের বদলে শোষিতদের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে সক্ষম—প্রত্যেক বিপ্লব-ই রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া সুস্পষ্টরূপে আমাদের তাহা দেখাইয়া দেয়।

সশস্ত্র লোকের 'বিশেষ' বাহিনী এবং 'জনসাধারণের স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন'—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী সে-প্রশ্ন প্রত্যেক বড়ো-বড়ো বিপ্লবের সময়েই দেখা দেয়, দেখা দেয় ব্যবহারিক ভাবে, সুস্পষ্টরূপে ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে ; উপরোক্ত আলোচনায় এঙ্গেল্‌স্ তত্ত্বের দিক হইতে সেই প্রশ্ন-ই উত্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপীয় ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার মূর্ত নিদর্শন কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব।

এঙ্গেল্‌সের নিবন্ধে ফিরিয়া আসা যাক। তিনি দেখাইয়াছেন, কখনও-কখনও, যেমন উত্তর-আমেরিকার অনেক জায়গাতে, এই সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্র দুর্বল (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিরল একটি ব্যতিক্রমের কথা এঙ্গেল্‌সের মনে হইয়াছে, এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদের আগের যুগের উত্তর-আমেরিকায় এমন অনেক জায়গার কথা বলিয়াছেন যেখানে স্বাধীন ঔপনিবেশিকদেরই প্রাধান্য ছিল) ; কিন্তু সাধারণত এই শক্তি অধিকতর সবল হইতে প্রয়াস পায় :

"রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিরোধ যত তীব্র হইয়া উঠে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহা ততই

বলবত্তর হইতে থাকে। বর্তমান কালের ইউরোপের দিকে তাকালেই যথেষ্ট; এখানে শ্রেণী-বিরোধ ও রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্রকে এমন একটা চরম অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে, ইহা সমগ্র সমাজকে, এমন কি, খোদ রাষ্ট্রকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।"*

বিগত শতকের শেষ দশকের প্রথম দিকে এঙ্গেল্‌স্ ইহা লিখিয়াছিলেন; তাঁহার সর্বশেষ ভূমিকার তারিখ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন। সাম্রাজ্যতন্ত্র বলিতে বুঝায় ব্যবসায়-সঙ্ঘের ['ট্রাস্টে'র] পূর্ণ আধিপত্য, বড়ো-বড়ো ব্যাঙ্কের সর্বশক্তিমত্তা, ব্যাপক আকারে ঔপনিবেশিক নীতি, ইত্যাদি, সাম্রাজ্যতন্ত্রমুখী এই গতিবেগ ফ্রান্সে তখন সবে শুরু হইয়াছে, উত্তর-আমেরিয়া ও জর্মানিতে তখন ইহা আরও দুর্বল। সেই সময় হইতে 'রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বিরাট আকারে বাড়িয়া গিয়াছে—বিশেষ-ভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে, যখন এই-সব "রাজ্যজয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী"র অর্থাৎ বড়ো-বড়ো পররাজ্যগ্রাসী শক্তির মধ্যে সারা দুনিয়া ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। তারপর হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌবহর অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, লুটের-মাল ভাগাভাগির জন্য ১৯১৪-১৯১৭ সালে ইংলণ্ড ও জর্মানির মধ্যে পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লোভপরায়ণ রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজের সমস্ত শক্তিকে 'গ্রাস করিতে-করিতে' একটা পূর্ণ বিপর্যয়-ই আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৯১ সালেই এঙ্গেল্‌স্ 'রাজ্যজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা'কে বড়ো-বড়ো শক্তির বৈদেশিক নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৪-১৭ সালে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুগুণ তীব্রতর হইয়া একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী নীচ জঙ্গী জাতীয়তা-বাদীরা এমন সময়েও 'পিতৃভূমি রক্ষা', 'প্রজাতন্ত্র ও বিপ্লবকে রক্ষা' ইত্যাদি বুলি কপ্‌চাইয়া 'তাহাদের নিজেদের' বুর্জোয়া শ্রেণীর পররাজ্যগ্রাসী নীতি সমর্থন করে!†

৩। রাষ্ট্র—নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র

সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত একটি বিশেষ সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর ধার্য করা ও রাষ্ট্রের তরফে ঋণ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

* ঐ।—অ।

† লেনিন এখানে কাউট্‌স্কি, শাইদেমান, ভান্দের্ভেল্‌দে, পোত্রেসভ, ৎসেরেতেলি প্রমুখ 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের উল্লেখ ক'রতেছেন।— অ।

"সার্বজনিক-দণ্ড-যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব থাকাতে এবং কর আদায় করার অধিকার থাকার দরুন, রাজপুরুষেরা সমাজের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সমাজেরই যন্ত্ররূপে বিহার করে। গোষ্ঠীভিত্তিক [কৌলিক] সংগঠনের মুখপাত্রেরা যেরূপ সহজ স্বতঃপ্রণোদিত সম্মানের অধিকারী ছিল, এমন-কি সেই রকম শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিলেও এই-সব রাষ্ট্রীয় কর্মচারী সন্তুষ্ট নয়…" *

রাজপুরুষেরা যে পবিত্র এবং তাহাদের নির্দেশ যে লঙ্ঘন করা চলিবে না, সে-সম্পর্কে বিশেষ-বিশেষ আইন তৈরি হয়। "গোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিনিধির তুলনায় একজন 'খুদে পুলিস কর্মচারী'রও বেশি 'কর্তৃত্ব' আছে; কিন্তু এমন-কি গোষ্ঠীর সর্দারও যে স্বতঃপ্রণোদিত ও অবিসংবাদিত সম্মানের অধিকারী, কোনও সভ্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়কের পক্ষেও তা ঈর্ষার বস্তু।' †

রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্র হিসাবে রাজপুরুষদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগের কথা এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মুখ্য বিষয়টি এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে; যাহার জোরে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, তাহা কী? ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউন[৬] কিভাবে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটি কার্যত সমাধান করিয়াছিল, এবং ১৯১২ সালে কাওট্স্কি প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয়ে থাকিয়া কিভাবে প্রশ্নটি নমোনমঃ করিয়া এড়াইয়া গিয়াছিলেন—তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

"যেহেতু শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করিয়া রাখার প্রয়োজন হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু আবার যেহেতু শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য হইতেই ইহার উৎপত্তি, সুতরাং ইহা-ই স্বাভাবিক যে রাষ্ট্র হইবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীর, আর্থিক দিক হইতে যে শ্রেণী মাতব্বর, তাহার নিজস্ব রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই শ্রেণী রাজনীতির ক্ষেত্রেও মাতব্বর শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করিবার ও দাবাইয়া রাখিবার নূতন-নূতন উপায় আয়ত্ত করে।" ‡

প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গোলাম ও ভূমিদাসদের শোষণ করিবার যন্ত্র ছিল; সেইরূপ,

"আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হইতেছে মজুরিজীবী শ্রমিকদের শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতিদের এক যন্ত্র। ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য

* 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', নবম অধ্যায়।—অ।

† ঐ।—অ। ‡ ঐ।—অ।

কখনও-কখনও দেখা গিয়াছে যে, দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি পারস্পরিক শক্তির দিক হইতে সাম্যাবস্থার এত কাছাকাছি আসিয়া উপনীত হয় যে রাষ্ট্রশক্তি তখন বাহ্যত মধ্যস্থের কাজ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং সেই সময়ের জন্য রাষ্ট্রশক্তি উভয় শ্রেণী সম্পর্কেই একটা স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করে।" *

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র[৭], প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যে নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত ও লুই বোনাপার্তের শাসন[৮], এবং জর্মানিতে বিস্‌মার্কের শাসন[৯] ইহার নিদর্শন।

এই-সঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বের দৌলতে সোভিয়েতগুলি যখন **ইতিপূর্বেই** শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে[১০] এবং বুর্জোয়ারা যখনও পর্যন্ত এতটা শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই যে সোভিয়েতগুলিকে তাহারা সরাসরি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, সেই সময়ে বিপ্লবী মজুর-শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বর্তমান কেরেন্‌স্কি-সরকারও প্রজাতান্ত্রিক রুশিয়াতে ঐরূপ ভূমিকা-ই অভিনয় করিতেছে।[১১]

এঙ্গেল্‌স্ বলিতেছেন : প্রথমত 'রাজপুরুষদের সরাসরি কিনিয়া লইয়া' (যেমন আমেরিকাতে), এবং দ্বিতীয়ত 'ফাটকা-বাজারের সহিত গভর্নমেণ্টের মেলবন্ধন করিয়া' (যেমন ফ্রান্সে ও আমেরিকাতে)—এই দুই উপায়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে† 'ধনদৌলত পরোক্ষে কিন্তু আরও কার্যকর ভাবে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করে।' ‡

বর্তমান সময়ে, সাম্রাজ্যতন্ত্র ও ব্যাঙ্কের আধিপত্যের ফলে, সর্বপ্রকারের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই ধনদৌলতের সর্বশক্তিমত্তা রক্ষা ও জাহির করার এই দুইটি উপায় অসাধারণ সুন্দর কলাকৌশলে 'পরিণত' হইয়াছে। রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে (বলা যাইতে পারে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিক্ প্রমুখ 'সোসালিস্ট'দের মিলনের[১২] মধুচন্দ্রিকার সময়েই), পুঁজিপতিদের সংযত করিবার

* ঐ।—অ।

† গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র॥ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রূপ। সর্বজনীন ভোটাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা; সংবাদপত্রের, সভা-সমিতির, দল-গঠনের স্বাধীনতা; শ্রমিকের ধর্মঘট করার অধিকার; আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকারের স্বীকৃতি; সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত বিধান-সভার সার্বভৌম ক্ষমতা; —এইগুলি হইতেছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।—অ।

‡ 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', নবম অধ্যায়—অ।

তাহাদের দস্যুবৃত্তিতে ও মিলিটারি কনট্রাক্ট মারফত রাজকোষ লুণ্ঠনে বাধা দিবার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় যে-সব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, মিঃ পাল্‌চিন্‌স্কি যদি সেই-সব প্রস্তাবের প্রত্যেকটির-ই বিরোধিতা করিয়া থাকেন এবং পরে তাঁহার পদত্যাগের পর (অবশ্য তাঁহার মতো আর-এক পাল্‌চিন্‌স্কি সেই পদ পূরণ করিয়াছেন) বার্ষিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার রুবল বেতনের এক 'মোলায়েম' চাকুরি দিয়া পুঁজিপতিরা যদি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আমরা কী বলিব? সাক্ষাৎ ঘুষ, না, পরোক্ষ ঘুষ? পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসায়-সঙ্ঘের সহিত গভর্নমেণ্টের চুক্তি, না, 'নিছক' মৈত্রীর সম্পর্ক? চের্নভ, ৎসেরেতেলি, আভ্‌ক্সেন্ত্যেভ, স্কোবেলেভ প্রভৃতি কী ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন? যে-সব কোটিপতি রাজকোষ লুট করিয়াছে, ইঁহারা কি তাহাদের 'সাক্ষাৎ' সহযোগী, না, পরোক্ষ দোসর মাত্র?

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'ধনদৌলতে'র সর্বশক্তিমত্তা যে অধিকতর **নিরাপদ** তাহার কারণ, ধনতন্ত্রের ত্রুটিযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামোর উপর ইহা নির্ভর করে না। ধনতন্ত্রের যথাসম্ভব প্রকৃষ্টতম রাজনৈতিক কাঠামো হইতেছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।* সুতরাং (পাল্‌চিন্‌স্কি, চের্নভ, ৎসেরেতেলি প্রভৃতির সাহায্যে) ধনশক্তি যখন একবার এই প্রকৃষ্ট কাঠামোর কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে এত দৃঢ় ও নিশ্চিত ভাবে তাহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা দল সংক্রান্ত যে-কোনও পরিবর্তন-ই ঘটুক না কেন, তাহার ফলে ধনশক্তির সে-প্রতিষ্ঠা আদৌ টলে না।

আমাদের ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারকে এঙ্গেল্‌স্ বেশ সুনির্দিষ্টভাবেই বুর্জোয়া শাসনের একটি উপকরণ বলিয়াছেন। জর্মান সোসাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিচার করিয়া এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার "মজুর-শ্রেণীর প্রবীণতার লক্ষণ; আধুনিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার ইহা ছাড়া কিছু হইতে পারে না এবং কখনও হইবেও না"। †

আমাদের সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিক প্রমুখ খুদেবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এবং তাহাদের যমজ ভাই পশ্চিম-ইওরোপের সোসাল-শভিনিস্ট ও সুবিধাবাদীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার হইতে 'আরও অনেক' কিছু আশা করে।

* ঐ।—অ।

† ঐ।—অ।

'আজিকার দিনে রাষ্ট্রে' সর্বজনীন ভোটাধিকার মেহনতী জনগণের সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা প্রকাশ করিতে ও সে-ইচ্ছা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে সত্য-সত্যই সক্ষম---এই ভ্রান্ত ধারণা তাহারা নিজেরা পোষণ করে, জনসাধারণের মনের মধ্যেও সঞ্চার করে।

এখানে আমরা এই ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখমাত্র করিতেছি যে 'সরকারি' (অর্থাৎ সুবিধাবাদী) সোসালিস্ট দলগুলি তাহাদের প্রচারকার্যে ও আন্দোলনে এঙ্গেল্‌সের অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট উক্তিটি প্রতি পদে বিকৃত করে। 'আজিকার দিনের' রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের মতামত পরে যখন আরও আলোচনা করিব, তখন আমরা এই ধারণার সমস্ত ভুলভ্রান্তি বিশদ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থে নিজের মতামতের সারমর্ম নিম্নলিখিত কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

"সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শাশ্বত কালের নয়, এমন সমাজও ছিল যেখানে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না, যেখানে রাষ্ট্র ছাড়াই কাজকর্ম পরিচালিত হইত। অর্থনৈতিক বিকাশের বিশেষ এক স্তরে সমাজ যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী রূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই বিভাগের কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমরা এখন উৎপাদনের বিকাশের এমন একটি স্তরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি যে-স্তরে এই বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব শুধু অনাবশ্যক-ই হইয়া পড়িবে না, উৎপাদনের সাক্ষাৎ অন্তরায়ও হইয়া উঠিবে। পূর্ববর্তী এক স্তরে যেমন অবশ্যম্ভাবী রূপে এই-সব শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে ইহাদের বিলোপও ঘটিবে। তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রও অবশ্যম্ভাবী রূপে লোপ পাইবে। যে-সমাজ সমস্ত উৎপাদককে স্বাধীন ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নূতন-ভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবে, সে-সমাজ গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাহার তৎকালীন যথাস্থানেই পাঠাইয়া দিবে : পুরাবস্তুর যাদুঘরে, চরখা ও ব্রঞ্জের কুঠারের পাশে।"*

সমসাময়িক সোসাল-ডেমোক্রাটদের প্রচার-সাহিত্যে এই অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি বড়ো একটা নজরে পড়ে না। যদিও বা কখনও নজরে পড়ে তো দেখা যায় যে, বিগ্রহের সামনে লোকে যে ভাবে মাথা নোয়ায়, প্রায়শ সেই ভাবেই এঙ্গেল্‌সের

* ঐ।—অ।

উক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়, অর্থাৎ এঙ্গেল্‌সকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের খাতিরেই শুধু ইহা উদ্ধৃত করা হয়; 'পুরাবস্তুর যাদুঘরে ···গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে' নির্বাসন দিবার পূর্বে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, তাহার ব্যাপকতা ও গভীরতা পরিমাপের কোনও চেষ্টা না করিয়াই এঙ্গেল্‌সের উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, এঙ্গেল্‌স্ রাষ্ট্রযন্ত্র বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহার অর্থ পর্যন্ত উপলব্ধি করা হয় নাই।

৪। রাষ্ট্রের 'ক্রমবিলোপ' ও সশস্ত্র বিপ্লব

রাষ্ট্রের 'ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়া' সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের উক্তি এত সুবিদিত আর তাহা প্রায়শই এত উদ্ধৃত হইয়া থাকে এবং মার্ক্‌সবাদকে সুবিধাবাদ রূপে দেখাইবার জন্য সাধারণত যে-চেষ্টা চলে তাহার তাৎপর্য এঙ্গেল্‌সের এই উক্তিতে এত স্পষ্ট রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, সে-সম্পর্কে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য। এঙ্গেল্‌সের এই উক্তি যে-অনুচ্ছেদে আছে, সেই অনুচ্ছেদটি এখানে পুরাপুরি উদ্ধৃত করিতেছি।

মজুর-শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া প্রথমেই উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে; কিন্তু এই কাজের মারফতই সে নিজের সর্বহারা রূপের বিলোপ ঘটায়, সমস্ত শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীবিরোধ ঘুচাইয়া দেয়, এবং রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রকেও উচ্ছেদ করে। সমাজ এতাবৎ কাল শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে; এই সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র অর্থাৎ নির্দিষ্ট শোষক-শ্রেণীর একটি সংগঠন আবশ্যক ছিল—আবশ্যক ছিল তৎকালীন উৎপাদনের বাহ্যিক অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য, আর তাই, বিশেষত, প্রচলিত উৎপাদন-রীতিকর্তৃক নির্ধারিত নির্যাতিত-অবস্থায় (গোলাম, ভূমিদাস বা বান্দা, মজুরিজীবী শ্রমিক হিসাবে) শোষিত-শ্রেণীকে সবলে দাবাইয়া রাখিবার জন্য। রাষ্ট্র ছিল গোটা সমাজের সরকারি প্রতিনিধি, একটা প্রত্যক্ষ মিলিত সংস্থার আধারে সমাজের সংহতি। যে-শ্রেণী তাহার যুগে নিজেই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিত, রাষ্ট্র ছিল যে-পরিমাণে সেই শ্রেণীরই রাষ্ট্র, সেই পরিমাণেই অবশ্য রাষ্ট্রকে গোটা সমাজের সরকারী প্রতিনিধি বলা চলিত: প্রাচীন কালে, রাষ্ট্র ছিল গোলামদার নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্যযুগে, সামন্ত অভিজাতবর্গের রাষ্ট্র; আর, আমাদের যুগে, রাষ্ট্র হইতেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র; পরিণামে

যখন রাষ্ট্র প্রকৃতই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া উঠিবে, তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। যখন সমাজে এমন কোনও শ্রেণী থাকিবে না যাহাকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে; উৎপাদনের বিশৃঙ্খলার ফলে বর্তমান কালের সমাজে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য যে-সংগ্রাম চলিতেছে এবং যাহার ফলে বর্তমান সমাজে সংঘর্ষ ও ব্যাভিচার দেখা দিয়াছে শ্রেণীগত আধিপত্য ও এই ব্যক্তিগত জীবন-সংগ্রাম লোপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে এই সব সংঘর্ষ ও ব্যাভিচারও যখন লোপ পাইবে;—দাবাইয়া রাখার মতো কোনও কিছু তখন আর থাকিবে না এবং বিশেষ দমনকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রাষ্ট্রেরও তখন আর প্রয়োজন রহিবে না। সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হইতেছে সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করা; এই প্রথম কাজ-ই আবার রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের শেষ কাজও বটে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ক্রমশই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং শেষে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। ব্যক্তির উপর শাসনের জায়গায় তখন দেখা দেয় প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করা হয় না, রাষ্ট্র **ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়।** 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র', এই কথার অর্থ ঐ দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে; প্রচারমূলক উদ্দেশ্যে কখনও-কখনও এই কথাটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা, ও শেষ পর্যন্ত ইহার বৈজ্ঞানিক অনুপযোগিতা—উভয়-ই এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে; রাতারাতি রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটাইতে হইবে—তথা-কথিত নৈরাজ্যবাদীদের এই দাবিও ঐ দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে।" ('বিজ্ঞানে শ্রী অয়গেন ড্যুরিং-এর বিপ্লব' ['আন্টি-ড্যুরিং'], পৃঃ ৩০১-০৩, তৃতীয় জর্মান সংস্করণ)*

একথা বলিলে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে না যে, অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এঙ্গেল্‌সের এই যুক্তির মধ্যে মাত্র একটি কথা-ই আধুনিক সোসালিস্ট দলগুলির চিন্তাধারার অবিভাজ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সে-কথাটি হইতেছে এই: নৈরাজ্যবাদীদের মতে, রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করিতে হয়; পক্ষান্তরে মার্ক্‌সের মতে, রাষ্ট্র 'ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়'। মার্ক্‌সবাদকে এই-ভাবে নির্বীর্য করার অর্থ তাহাকে সুবিধাবাদে পরিণত করা; কারণ, এইরূপ 'ব্যাখ্যা'র

* দ্রষ্টব্য: 'আন্টি-ড্যুরিং,' ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৪১৬-১৭।—অ।

ফলে উৎক্রান্তি, ঝঞ্ঝা ও বিপ্লব হইতে মুক্ত একটা মন্থর ঋজু ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের অস্পষ্ট ধারণাই শুধু থাকিয়া যায়। রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ' সম্পর্কে বর্তমানে সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত, 'জনপ্রিয়' কথাটি যদি বলা চলে —যে-ধারণা চলিত আছে, তাহাতে বিপ্লবকে অস্বীকার করা না হইলেও বিপ্লবকে রাখিয়া-ঢাকিয়া দেখানো হয়।

এই রকম 'ব্যাখ্যা' মার্ক্সবাদের অত্যন্ত স্থূল বিকৃতি, ইহাতে কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীরই সুবিধা হয়। এঙ্গেল্‌সের রচনা হইতে যে-অনুচ্ছেদ আমরা উপরে পূরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে এঙ্গেল্‌সের বক্তব্য 'সংক্ষেপে' বিবৃত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সব অগ্রাহ্য করিয়াই মর্ক্সবাদের উক্ত ব্যাখ্যা খাড়া করা হইয়াছে—তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা-ই বলিতে হয়।

প্রথমত, এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া মজুর শ্রেণী সেই কাজের দ্বারাই 'রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে'। এ-কথার প্রকৃত অর্থ কী সে-বিষয়ে চিন্তা করা সদাচার নয়। সাধারণত এঙ্গেল্‌সের এই উক্তি হয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, নতুবা ধরিয়া লওয়া হয় যে 'হেগেলের প্রতি একটা দুর্বলতা' বশত এঙ্গেল্‌স্ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এঙ্গেল্‌সের এই উক্তির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মজুর-বিপ্লবের, ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা-ই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইয়াছে। প্যারিস কমিউন সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে বিশদ-ভাবে আলোচনা করিব। প্রকৃতপক্ষে, এঙ্গেল্‌স্ এখানে মজুর-বিপ্লবে **বুর্জোয়া** রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদে'র কথা-ই বলিয়াছেন; এবং সোসালিস্ট বিপ্লবের **পরে-মজুর শ্রেণীর** রাষ্ট্রের অবশিষ্ট লক্ষণগুলিকে উল্লেখ করিয়াই রাষ্ট্রের ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এঙ্গেল্‌সের মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় না', বিপ্লবের গতিপথে মজুর শ্রেণী ইহাকে **'ধ্বংস করিয়া ফেলে'**। বিপ্লবের পরে যাহা ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা হইতেছে মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র অথবা আধা-রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হইতেছে একটি 'বিশেষ দমনকারী শক্তি'। এখানে এঙ্গেল্‌স্ সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের এই চমৎকার ও অতি সারগর্ভ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। মজুর শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর, লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য মুষ্টিমেয় ধনীর যে 'বিশেষ দমন-যন্ত্র' আছে, এঙ্গেল্‌সের

উক্ত সংজ্ঞা হইতে ইহা-ই বুঝা যায় যে, সেই দমন-যন্ত্রকে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে বুর্জোয়া শ্রেণীকে দমন করিবার জন্য মজুর-শ্রেণীর নিজস্ব 'বিশেষ দমন-যন্ত্র' (মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 'রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইল ঠিক ইহা-ই [মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা]। 'সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করার কাজ' বলিতে ঠিক ইহা-ই [মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা] বুঝায়। (বুর্জোয়া শ্রেণীর) একটা 'বিশেষ দমন-যন্ত্রে'র জায়গায় (মজুর শ্রেণীর) অন্য একটা 'বিশেষ দমন-যন্ত্র' কায়েম করার এই কাজটি কোনও ক্রমেই 'ক্রমবিলোপে'র আকারে ঘটিতে পারে না, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ', আরও বিশদ-ভাবে ও রঙ চড়াইয়া বলিলে, রাষ্ট্রের 'স্বতো-বিলুপ্তি', এই কথাটির দ্বারা এঙ্গেল্‌স্ রাষ্ট্র কর্তৃক 'সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করা'র পরবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ সোসালিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ের কথা-ই বুঝাইয়াছেন। আমরা সকলেই জানি, সেই পর্যায়ে 'রাষ্ট্রে'র রাজনৈতিক রূপ হইতেছে পূর্ণতম গণতন্ত্র। কিন্তু যে-সব সুবিধাবাদী নির্লজ্জ ভাবে মার্ক্‌সবাদকে বিকৃত করে, তাহাদের মাথার মধ্যে এই কথাটি কখনও ঢোকে না যে, এঙ্গেল্‌স্ এখানে গণতন্ত্রের 'ক্রম-বিলোপ' বা 'স্বতো-বিলুপ্তি' সম্পর্কেই বলিয়াছেন। প্রথমে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গণতন্ত্রও রাষ্ট্রেরই একটি রূপ, আর তাই রাষ্ট্রের বিলোপের সঙ্গে-সঙ্গে গণতন্ত্রেরও বিলোপ ঘটিবে—এই বিষয়টি যে ভাবিয়া দেখে নাই কেবল তাহার নিকটেই এঙ্গেল্‌সের উক্তি 'অবোধ্য' মনে হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে কেবল বিপ্লব-ই 'উচ্ছেদ করিতে' পারে। সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্র অর্থাৎ পূর্ণতম গণতন্ত্র কেবল 'ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইতে' পারে।

চতুর্থত, "রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়", এই বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা সুনির্দিষ্ট রূপে উপস্থাপিত করিয়া এঙ্গেল্‌স্ সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন যে, এই প্রতিজ্ঞা সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদী উভয়ের বিরুদ্ধেই সমভাবে প্রযুক্ত। রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ' সম্পর্কে এই প্রতিজ্ঞা হইতে গৃহীত যে-সিদ্ধান্ত এঙ্গেল্‌স্ এই প্রসঙ্গে পুরোভাগে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত।

এই কথা বাজি রাখিয়া বলা চলে যে, যাহারা রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ' বিষয়ে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে তাহাদের দশ হাজারের মধ্যে ৯৯৯০ জন-ই হয় আদবে

জানেই না বা স্মরণে রাখে না যে, এঙ্গেল্‌স্ কেবল নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই তাঁহার প্রতিজ্ঞার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন নাই। বাদ বাকি দশ জনের মধ্যে সম্ভবত নয় জন-ই জানে না 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' বলিতে কী বুঝায়; এই বুলির প্রতিবাদ করিলে সুবিধাবাদীদেরও আক্রমণ করা হয় কেন, তাহার কারণ তাহারা জানে না। এইভাবেই ইতিহাস লিখিত হয়! এইভাবেই একটা মহৎ বৈপ্লবিক মতবাদের মধ্যে অলক্ষ্যে ভেজাল চালানো হয় এবং চল্‌তি কুপমণ্ডুকসুলভ ধারণার সঙ্গে তাহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটি হাজার হাজার বার আওড়ানো হইয়াছে, তাহার কদর্থ করা হইয়াছে, এবং স্থূলতম কায়দায় তাহা লোকেদের মাথায় ঢোকানো হইয়াছে; সিদ্ধান্তটি একটি কুসংস্কার রূপে কায়েমী হইয়া বসিয়াছে; অথচ সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটি চাপা পড়িয়াছে, 'বিস্মৃত' হইয়াছে!

[উনবিংশ শতকের] অষ্টম দশকে 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' ছিল জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের কর্মসূচী-সংক্রান্ত দাবি ও জনপ্রিয় স্লোগান। গণতন্ত্রের কুপমণ্ডুক-সুলভ ধারণা এই স্লোগানে সাড়ম্বরে ব্যক্ত হইয়াছে—ইহা-ই হইতেছে এই স্লোগানের অন্তর্নিহিত একমাত্র রাজনৈতিক সারবস্তু। এই স্লোগানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা বৈধভাবে ঠারেঠোরে যতটা তুলিয়া ধরা যাইত, প্রচারের দিক হইতে 'সাময়িকভাবে' এই স্লোগানের ব্যবহার এঙ্গেল্‌স্ ততটা 'সমর্থন' করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই স্লোগান ছিল সুবিধাবাদিসুলভ স্লোগান; কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লোভনীয়তা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা-ই কেবল ইহাতে প্রকাশ পায় নাই, সাধারণভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র সম্পর্কেই সোশালিস্ট সমালোচনার অর্থ উপলব্ধির অভাবও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে মজুর শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রের প্রকৃষ্টতম রূপ হইতেছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র;—এই হিসাবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী; কিন্তু সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে পর্যন্ত মজুরির গোলামিই যে জনগণের নির্দিষ্ট বিধান, সে-কথা ভুলিয়া যাইবার কোনও অধিকার আমাদের নাই। অধিকন্তু, প্রত্যেক রাষ্ট্র-ই হইতেছে নিপীড়িত শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য 'বিশেষ দমন-যন্ত্র'। কাজেই কোনও রাষ্ট্র-ই 'স্বাধীন'ও নয়, 'জনরাষ্ট্র'ও নয়। উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ তাঁহাদের পার্টি-কমরেডদের নিকট পুনঃপুনঃ ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন।

পঞ্চমত, এঙ্গেলসের যে-গ্রন্থ হইতে রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপ' সম্পর্কে তাঁহার

যুক্তি প্রত্যেকে স্মরণ করে, সেই গ্রন্থেই সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ নিবন্ধও আছে। ঐতিহাসিক দিক হইতে এই বিপ্লবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত-পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশস্তি-ই হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অবশ্য 'কেহ-ই স্মরণে রাখে না'; এই ধারণার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলা, এমন কি, চিন্তা করাও পর্যন্ত সমসাময়িক সোশালিস্ট দলগুলির বিবেচনায় সুরুচিসম্মত নয়, এবং জনসাধারণের মধ্যে দৈনন্দিন প্রচারকার্য ও আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণা পাত্তা পায় না। তথাপি, এই সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা একটা সুসংগত সমগ্রতায় রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপে'র সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এঙ্গেল্‌সের যুক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে:

"...[নিষ্ঠুর তাণ্ডবতা ছাড়াও] ইতিহাসে বলপ্রয়োগের আরও একটা ভূমিকা আছে—বৈপ্লবিক ভূমিকা; মার্ক্‌সের কথায়, প্রাচীন সমাজের গর্ভ হইতে নূতন সমাজের জন্মকালে ধাত্রীর কাজ করে বলপ্রয়োগ *; সামাজিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে এই বলপ্রয়োগ একটি অনুকূল হাতিয়ার স্বরূপ; এই হাতিয়ারের সাহায্যেই [অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা] সামাজিক আন্দোলন মৃত শিলীভূত রাষ্ট্ররূপ চূর্ণ করিয়া সবলে নিজের পথ কাটিয়া চলে—বলপ্রয়োগের এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীযুত ড্যুরিং একটি কথাও বলেন নাই; শোষণ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ হয়তো আবশ্যক হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা শ্রীযুত ড্যুরিং আক্ষেপ ও বেদনার সঙ্গে স্বীকার করেন; কিন্তু ইহা দুর্ভাগ্যজনক, কারণ, তাঁহার মতে যে বলপ্রয়োগ করে তাহার নিঃসন্দেহে নীতিভ্রংশ ঘটে। প্রত্যেক জয়যুক্ত বিপ্লবের ফলেই বিরাট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও শ্রীযুত ড্যুরিং বলেন, বলপ্রয়োগের ফলে নীতিভ্রংশ ঘটে! ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের † কলঙ্ক ও অপমানের ফলে একটা দাসসুলভ হীনতাবোধ জার্মানির জাতীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে; জর্মানিতে এখন একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিলে—যে-সংঘর্ষ জর্মান জনগণের উপর এখন চাপাইয়া দেওয়া যায় ঠিক-ই

* মার্ক্‌স্; 'ক্যাপিটাল', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১ম খণ্ড, ১৯৫৪, পৃঃ ৭৫১।—অ।

† বহুধাবিভক্ত সামন্ততন্ত্রী জর্মানিতে ও বল্‌টিক সাগরের উপকূলে আধিপত্যকামী বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ইওরোপীয় শক্তির মধ্যে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী (১৬১৮-৪৮) যুদ্ধ চলে, ফলে জর্মানির দুর্দশার একশেষ হয়।—অ।

—তাহার ফলে অন্তত জর্মানির এই জাতীয়-হীনতা-বোধ লোপ পাইবার সুযোগ দেখা দিবে; যে জর্মানিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের এইরূপ পরিণতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই জর্মানিতে বসিয়াই শ্রীযুত ড্যুরিং বলপ্রয়োগের আবশ্যকতাকে দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাদ্রির নিষ্প্রাণ, নীরস ও নিস্তেজ চিন্তারীতি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির* উপর চাপিয়া বসিবার দাবি করিতেছে!" (পৃঃ ১৯৩, তৃতীয় জর্মান সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে)**

১৮৭৮ হইতে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত *** এঙ্গেল্‌স্ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটদের মনোযোগ বারংবার আকর্ষণ করেন। রাষ্ট্রের 'ক্রম-বিলোপে'র তত্ত্বের সহিত বিপ্লবের এই প্রশস্তিকে মিলাইয়া কেমন করিয়া একটি অখণ্ড মতবাদ গঠন করা যায়?

সাধারণত এক্‌লেক্‌টিক রীতির† সাহায্যে, নীতিবিগর্হিত ভাবে অথবা কুতার্কিক ও খামখেয়ালির মতো (কিংবা গদীয়ান প্রভুদের খুশী করিবার জন্য) কখনও একটি কখনও আর একটি যুক্তি বাছিয়া লইয়া দুইটি মতকে একসঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয়; শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে (হয়তো আরও বেশি) 'ক্রম-বিলোপে'র ধারণার উপরই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। হালের সোশাল-ডেমোক্রাটদের সরকারী সাহিত্যে মার্ক্‌সবাদ সম্পর্কে সাধারণত এবং অত্যন্ত ব্যাপক-ভাবে ইহা-ই লক্ষ্য করা যায় যে, ডায়ালেক্‌টিক্সের†† পরিবর্তে এক্‌লেক্‌টিক রীতিকেই আশ্রয় করা হইয়াছে। এই ধরনের একটির বদলে আর-একটি

* এঙ্গেল্‌স্ এখানে জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কথা উল্লেখ করিতেছেন; আন্তর্জাতিক মজুর-আন্দোলনে এই পার্টি ছিল তখন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন।—অ।

** 'আন্টি-ড্যুরিং', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ২৭৫।—অ।

*** এঙ্গেল্‌সের জন্ম ২৮এ নভেম্বর, ১৮২০ সাল, মৃত্যু ৫ই আগস্ট, ১৮৯৫ সাল। মার্ক্‌সের জন্ম ৫ই মে, ১৮১৮ সাল, মৃত্যু ১৪ই মার্চ, ১৮৮৩ সাল।—অ।

† প্রত্যেক দার্শনিক প্রস্থান হইতে যাহা মনে ধরে খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সেইরূপ মত সংকলন করাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলে 'এক্‌লেক্‌টিক' রীতি।—অ।

†† প্রতিপক্ষের তর্কধারার অন্তর্নিহিত অসংগতি ও বৈষম্য প্রকাশ করিয়া এবং পরস্পর-বিরোধী মতের সংঘাতের মধ্য দিয়া সত্যে পৌঁছিবার পদ্ধতিকে প্রাচীন গ্রীসে বলা হইত দিয়ালেক্‌তিকে'। এই পদ্ধতি পরে প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যায়ও প্রযুক্ত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তন ও বিকাশ হইতেছে পরস্পর-বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফল।—অ।

গ্রহণ করা অবশ্য নূতন কিছু নয়; এমন কি প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাসেও ইহা লক্ষ্য করা যায়। মার্ক্সবাদকে সুবিধাবাদ রূপে বর্ণনা করিবার ব্যাপারে, ডায়ালেক্‌টিক্সের পরিবর্তে একলেক্‌টিক রীতি অবলম্বন করাই হইতেছে জনসাধারণকে ঠকাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে ভ্রান্ত সন্তোষ পাওয়া যায়; বাহ্যত মনে হয়, প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক, বিকাশের সমস্ত ঝোঁক, সমস্ত পরস্পর-বিরোধী প্রভাব ইত্যাদি এই রীতিতে বিবেচনা করা হইয়াছে; আসলে কিন্তু সামাজিক বিকাশের যে একটি প্রক্রিয়া আছে সে-বিষয়ে কোনও সুসংগত বৈপ্লবিক ধারণা ইহার মধ্যে আদবেই মেলে না।

আমরা উপরে আগেই বলিয়াছি, পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাব্যতা সম্পর্কে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া' যাইবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার জায়গায় মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র (মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য) কায়েম হইবে, এইরূপ ঘটিতে পারে না; বরং ইহা-ই সাধারণ নিয়ম যে, একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়াই ইহা ঘটিতে পারে। ('দর্শনের দৈন্য' ও 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর শেষ অনুচ্ছেদগুলি মনে করুন, মনে করুন সেই অনুচ্ছেদগুলিতে সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাব্যতা সম্পর্কে সগর্ব মুক্তকণ্ঠ ঘোষণা [১৩]; প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালে মার্ক্স্ তাঁহার যে পুস্তিকায় গোথা কর্মসূচীর সুবিধাবাদি-সুলভ প্রকৃতির নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন, সেই 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' [১৪] মনে করুন)। পুনঃপুনঃ উচ্চারিত মার্ক্সের এই-সব ঘোষণার সহিত সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের স্তুতিবাদের সম্পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে; এই স্তুতিবাদ একটা 'আবেগ' মাত্র নয়, একটা উচ্ছ্বাস বা কূট চাল মাত্র নয়। সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণা এবং ঠিক এই ধারণাটি-ই নিয়মিতভাবে জনসাধারণের মনের মধ্যে সঞ্চার করা আবশ্যক—মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের সমগ্র শিক্ষার মূলে আছে এই আবশ্যকতা। বর্তমানে প্রভাবশালী সোশাল-শভিনিস্ট ও কাউট্স্কিপন্থীরা ঠিক এই ধরনের প্রচার ও আন্দোলনেই অবহেলা করিতেছে, ইহাতে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের শিক্ষার প্রতি তাহাদের বেইমানি-ই সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থানে মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র অর্থাৎ সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্র একমাত্র 'ক্রম-বিলোপে'র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই লোপ পাইতে পারে।

প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি স্বতন্ত্র-ভাবে অনুধাবন করিবার সময়ে এবং প্রত্যেক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে যে-শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, মার্ক্স্ উক্ত মতামত বিশদ ও প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের কাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে এই ব্যাখ্যা; আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্পর্কেই আলোচনা করিব।

১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা

১। বিপ্লবের প্রাক্কালে

পরিণত মার্ক্‌স্‌বাদের প্রথম কৃতি 'দর্শনের দৈন্য' ও 'কমিউনিষ্ট ইশ্‌তেহার' গ্রন্থ দুইখানি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে রচিত। এই কারণেই দেখা যায় যে, এই দুইখানি পুস্তকে মার্ক্‌স্‌বাদের সাধারণ নীতির বর্ণনাও যেমন আছে, তেমনি ঐ সঙ্গে সে-সময়কার প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবিও কতকাংশে ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং, ১৮৪৮-৫১ সালের অভিজ্ঞতা [১৫] হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে এই পুস্তক দুইখানির রচয়িতারা রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই হয়তো অধিকতর সমীচীন হইবে। 'দর্শনের দৈন্য' গ্রন্থে মার্ক্‌স্‌ লিখিয়াছেন :

> "বিকাশের পথে মজুর শ্রেণী পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থানে এমন এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিবে যেখানে শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ বরবাদ হইয়া যাইবে এবং যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলিতে যথার্থই যাহা বুঝায় তাহা আর থাকিবে না, যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতেছে পুরানো বুর্জোয়া সমাজের আভ্যন্তর শ্রেণী-বিরোধেরই আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি।" (পৃঃ ১৮২, জর্মান সংস্করণ, পৃ ১৮৮৫)*

ইহার ['দর্শনের দৈন্য' গ্রন্থ রচনার] কয়েক মাস পরে, সঠিক-ভাবে বলিতে গেলে, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে, মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ 'কমিউনিষ্ট ইশ্‌তেহার' রচনা করেন। ['দর্শনের দৈন্য' হইতে উদ্ধৃত অংশে] রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে এই ধারণা বিবৃত হইয়াছে যে, শ্রেণী-বিলোপের পর রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটে। 'কমিউনিষ্ট ইশ্‌তেহার'-এর উক্তির সহিত এই উক্তির তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক কিছু শেখা যাইবে :

> "মজুর শ্রেণীর ক্রমবিকাশের অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়গুলি বর্ণনা করিতে গিয়া, প্রচলিত সমাজের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন ভাবে যে অন্তর্যুদ্ধ

* কার্ল মার্ক্‌স্‌ : 'দর্শনের দৈন্য', ইংরেজি সংস্করণ, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম অধ্যায়।—অ।

চলিতেছে, তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম ; এই অন্তর্যুদ্ধ কালক্রমে এমন এক স্তরে আসিয়া উপনীত হয় যেখানে প্রকাশ্য বিপ্লবে ইহার রূপান্তর ঘটে, যে-স্তরে বলপ্রয়োগের দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া মজুর শ্রেণীর ক্ষমতার বনিয়াদ স্থাপিত হয় ;—সমাজের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হইতে শুরু করিয়া এই চরম স্তর পর্যন্ত আমরা পর্যালোচনা করিয়াছি।*

আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, মজুর-বিপ্লবের প্রথম ধাপ হইতেছে সর্বহারাকে শাসক-শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করা।

"মজুর শ্রেণী তাহার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রয়োগ করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কবল হইতে যাবতীয় মূলধন ক্রমে-ক্রমে ছিনাইয়া লইবে, রাষ্ট্রের অর্থাৎ শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ কেন্দ্রীভূত করিবে, এবং যথাসম্ভব দ্রুত বেগে উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিবে।"[১৬] (পৃ : ৩১ ও পৃ : ৩৭, সপ্তম জর্মান সংস্করণ, ১৯০৬)†

রাষ্ট্র বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে প্রকাশ পাইযাছে, সে-ধারণা হইতেছে 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যে'র ধারণা (প্যারিস কমিউনের পর মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ এই অভিধা-ই ব্যবহার করিতে থাকেন), রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞাও এখানে নির্দেশ করা হইয়াছে : **'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'** ; রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা অত্যন্ত চমৎকার, যদিও মার্ক্স্‌-এর অন্যান্য 'বিস্মৃত কথা'র ন্যায় এই সংজ্ঞাটিও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

সরকারী সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলির সাম্প্রতিক প্রচার ও আন্দোলনের সাহিত্যে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা কখনও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। অধিকন্তু ইহা ইচ্ছা করিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে ; কারণ, সংস্কারবাদের সহিত রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞার কোনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না ; ইহাতে 'গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশ' সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ সুবিধাবাদি-সুলভ কুসংস্কার ও পণ্ডিতমূর্খ-সুলভ মোহের উপর সরাসরি অঘাত হানা হইয়াছে।

সুবিধাবাদী, সোশাল-শভিনিষ্ট ও কাউট্‌স্কিপন্থীরা সকলেই এই কথা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করে যে, মজুর শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে ; তাহারা আমাদের

* 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃ: ৫৭।—অ.।

† ঐ পৃ: ৭০।—অ।

নিশ্চিত করিয়া বলে যে, মার্ক্স্ ইহা-ই শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা নিজেদের বক্তব্যের সহিত এইটুকু যোগ করিতে **'ভুলিয়া যায়'** যে, মার্ক্সের মতে, প্রথমত, মজুর শ্রেণীর এমন এক রাষ্ট্র-ই কেবল আবশ্যক যে-রাষ্ট্র ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ সে-রাষ্ট্র এমনভাবে গঠিত হইবে যে গঠিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ক্রম-বিলোপ শুরু হইবে এবং ক্রমবিলোপ ছাড়া তাহার আর উপায় থাকিবে না; দ্বিতীয়ত, মেহনতী জনগণের আবশ্যক একটি 'রাষ্ট্র' অর্থাৎ 'শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'।

রাষ্ট্র হইতেছে শক্তির এক বিশেষ সংগঠন; কোনও শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বল-প্রয়োগের সংগঠন হইতেছে রাষ্ট্র। মজুর শ্রেণী কোন্ শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবে? স্বভাবতই সে-শ্রেণী হইতেছে শোষক শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী। শোষকদের প্রতিরোধ পরাহত করিবার জন্যই কেবল শ্রমজীবীদের পক্ষে রাষ্ট্র আবশ্যক, এবং একমাত্র মজুর শ্রেণী-ই এই দমনকার্য পরিচালন করিতে ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে; কারণ মজুর শ্রেণী-ই হইতেছে একমাত্র শ্রেণী যাহারা ওতপ্রোতভাবে বিপ্লবী*, যাহারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত করিতে সমস্ত মেহনতী ও শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে।

শোষণ বজায় রাখিতে অর্থাৎ জনসাধারণের বিপুলসংখ্যক অধিকাংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নগণ্য সংখ্যাল্পদের আত্মসর্বস্ব স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণীদের পক্ষে রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা আবশ্যক হয়। সমস্ত শোষণ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিবার জন্য অর্থাৎ বর্তমান কালের গোলামদার মুষ্টিমেয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিপুলসংখ্যকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য শোষিত শ্রেণীদের পক্ষে রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা আবশ্যক।

খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, ভণ্ড সোশালিস্ট যাহারা শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে শ্রেণী-সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহারা এমনও কল্পনা করে যে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বপ্নের মতোই ঘটিয়া যাইবে; শোষক শ্রেণীর শাসনের

* "যে-সব শ্রেণী আজ বুর্জোয়াদের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র মজুর শ্রেণী-ই যথার্থ বিপ্লবী শ্রেণী। আধুনিক শিল্পের গতিবিধির সম্মুখে অন্যান্য শ্রেণী ক্ষয় পাইতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; মজুর শ্রেণী-ই আধুনিক শিল্পের বিশিষ্ট ও সার অবদান।" ('কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৫৫)।—অ।

উচ্ছেদের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটিবে, ইহারা এইরূপ কল্পনা করে না; ইহারা বরং কল্পনা করে যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হইবে এই ভাবেই যে, উদ্দেশ্য-সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ শান্তিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। রাষ্ট্র শ্রেণীসমূহের উর্ধ্বে অবস্থিত—এই ধারণা হইতেই খুদে-বুর্জোয়াদের ঐ কল্পস্বর্গের উৎপত্তি; এই কল্পস্বর্গ রচনার ফলে মেহনতী শ্রেণীদের স্বার্থের প্রতি কার্যত বিশ্বাসঘাতকতাই করা হইয়াছে [১৭]*; ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় 'সোশালিস্ট'দের যোগদানে* এই বেইমানির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই খুদে-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্ক্স্ যাবজ্জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, রুশিয়ায় সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিক দলগুলির মধ্যে সম্প্রতি এই সমাজতন্ত্র নবজন্ম লাভ করিয়াছে। মার্ক্স্ তাঁহার শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বকে সুসংগত ভাবে বিকশিত করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্ব রূপে, রাষ্ট্র-তত্ত্ব রূপে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

একমাত্র মজুর শ্রেণী-ই বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইতে পারে; যে-আর্থিক অবস্থার মধ্যে মজুর শ্রেণীকে জীবন নির্বাহ করিতে হয়, সেই অবস্থা বিশেষভাবে মজুর শ্রেণীকেই এই কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে এবং এই কাজ নির্বাহের শক্তি ও সুযোগ উভয়-ই জোগাইতেছে। কৃষককুল ও সমস্ত খুদে-বুর্জোয়া স্তরকে বিধ্বস্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণী শহরের মজুর শ্রেণীকে সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করিয়াও তোলে। বৃহদাকার উৎপাদনে মজুর শ্রেণীর এক অর্থনৈতিক ভূমিকা আছে; এই কারণে একমাত্র মজুর শ্রেণী-ই **সমস্ত** মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণের নেতৃত্ব করিতে সক্ষম; ইহারাও বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়; ইহাদের উপর নির্যাতন মজুর শ্রেণীর উপর নির্যাতন অপেক্ষা কম নয়, বরং প্রায়ই বেশি; কিন্তু ইহারা **স্বতন্ত্রভাবে** নিজেদের মুক্তির সংগ্রাম চালাইতে অক্ষম।

রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে মার্ক্স্ শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব যেভাবে

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৮৯৯ সালে ফরাসী 'সোশালিস্ট' মিলেরাঁ ফ্রান্সের তৎকালীন বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন; বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে, সব দেশের তথাকথিত 'সোশালিস্ট' নেতারা একে-একে নিজের নিজের দেশের বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় ঢুকিয়া পড়েন।—অ।

প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মজুর-শ্রেণীর **রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা,** তাহার একাধিপত্য অবশ্যম্ভাবী রূপেই স্বীকার করিতে হয়; অন্য কেহ-ই মজুর শ্রেণীর এই কর্তৃত্বে ভাগ বসাইতে পারিবে না, জনগণের সশস্ত্র শক্তির উপর এই কর্তৃত্ব নির্ভরশীল। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ঘটিতে পারে কেবল তখন-ই যখন মজুর-শ্রেণী **শাসক-শ্রেণীতে** রূপান্তরিত হয়, যখন মজুর শ্রেণী বুর্জোয়াদের অবশ্যম্ভাবী বেপরোয়া প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে এবং **সমস্ত** মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণকে নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থার জন্য সংগঠিত করিতে সক্ষম হয়।

রাষ্ট্রক্ষমতা, শক্তির কেন্দ্রীকৃত সংগঠন, সশস্ত্র ক্ষমতার সংগঠন মজুর শ্রেণীর পক্ষে আবশ্যক হয় দুইটি কারণে—এক, শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার জন্য; আর, সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা সংগঠনের কাজে বিরাট জনসমষ্টিকে—কৃষক, খুদে-বুর্জোয়া ও আধা-মজুরকে—**পরিচালিত** করিবার জন্য।

মজুর শ্রেণীর পার্টিকে শিক্ষা দিয়া মার্ক্‌স্‌বাদ মজুর শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকেই শিক্ষিত করিয়া তোলে; এই অগ্রগামী বাহিনী **সমগ্র জনসমষ্টিকে** সমাজতন্ত্রের **অভিমুখে চালনা করিতে** এবং নূতন ব্যবস্থার পরিচালন ও সংগঠন করিতে সক্ষম; বুর্জোয়াদের বাদ দিয়া এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মেহনতী ও শোষিত জনগণের সমাজজীবন গড়িয়া তোলার কাজে তাহাদের শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক ও নেতা হইবার যোগ্য এই অগ্রগামী বাহিনী। ইহার প্রতিকূলে দেখা যায়, এখনকার কালে চলিত সুবিধাবাদের দৌলতে মজুর-পার্টির মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হয় যাহারা অপেক্ষাকৃত ভালো-মাহিনা-ভোগী শ্রমিকদের প্রতিনিধি, যাহারা সাধারণ মজুরদের সহিত সংযোগ হারাইয়া ফেলে, পুঁজিতন্ত্রের আওতায় যাহারা বেশ 'গুছাইয়া নেয়', এবং যাহারা তুচ্ছ স্বার্থের লোভে নিজেদের জন্মগত অধিকারই জলাঞ্জলি দেয়, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী নেতা হিসাবে তাহাদের নিজস্ব ভূমিকাই যাহারা বিসর্জন দেয়।

'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'—মার্ক্‌সের এই তত্ত্ব, ইতিহাসে মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা কী সে-বিষয়ে মার্ক্‌সের সমগ্র শিক্ষার সহিত এই তত্ত্ব অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। মজুর-শ্রেণীর এই ভূমিকা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায়, মজুর-শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায়।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর **বিরুদ্ধে** সশস্ত্র শক্তির এক **বিশেষ** প্রকারের সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র যদি মজুর শ্রেণীর পক্ষে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্বতই প্রশ্ন উঠে:

বুর্জোয়া শ্রেণী **তাহার নিজের** ব্যবহারের জন্য যে রাষ্ট্রযন্ত্র তৈয়ার করিয়াছে, সেই যন্ত্র প্রথমে ধ্বংস না করিয়া ঐ প্রকারের সংগঠন তৈয়ার করা কি কখনও সম্ভব? 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' সোজাসুজি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, এবং ১৮৪৮-৫১ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সারমর্ম বর্ণনা করিবার সময় মার্ক্‌স্ এই সিদ্ধান্তের কথা-ই বলিয়াছেন।

২। বিপ্লবের ফলাফল

রাষ্ট্রের বিষয় এখানে আমাদের আলোচ্য; ১৮৪৮-৫১ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে মার্ক্‌স্ এই সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত 'লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' নামক গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"...কিন্তু এই বিপ্লব ওতপ্রোত। বিপ্লবের শুদ্ধিপর্ব এখনও চলিতেছে। বিপ্লব সুশৃঙ্খলভাবে তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের [লুই বোনাপার্তের আকস্মিক অভিযানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিন] মধ্যেই বিপ্লবের উদ্যোগ-ক্রিয়ার অর্ধেক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট অর্ধাংশও এখন সম্পূর্ণ হইতেছে। পার্লামেণ্টীয় শক্তিকে যাহাতে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিপ্লব প্রথমে সেই শক্তিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর বিপ্লব এখন **প্রশাসন-ক্ষমতাকে** পাকা করিতেছে ও তাহার বিশুদ্ধ রূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে; বিপ্লব এখন প্রশাসন-ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য রূপে প্রশাসন-ক্ষমতাকে এখন তাহার নিজেরই বিরুদ্ধে খাড়া করিতেছে; প্রশাসন-ক্ষমতার **বিরুদ্ধে** বিপ্লব যাহাতে **তাহার সমস্ত ধ্বংসশক্তি একত্র সন্নিবেশ করিতে** [মোটা হরফ আমাদের] সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইতেছে। বিপ্লবের উদ্যোগক্রিয়ার এই দ্বিতীয় অর্ধাংশ যখন সমাপ্ত হইবে, তখন ইওরোপ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিবে: বেশ খুঁড়েছো, বুড়ো ছুঁচো*।

"এই প্রশাসন-ক্ষমতার এক প্রকাণ্ড আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক সংগঠন আছে, আছে এক অতিকায় ও কূট বুদ্ধি-উদ্ভাবিত রাষ্ট্রযন্ত্র, আছে পাঁচ লক্ষ

* দ্রষ্টব্য শেক্‌স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে হ্যামলেটের একটি উক্তি (পংক্তি ১৬২-৬৩)।—অ।

রাজকর্মচারীর এক বিরাট দঙ্গল, তাহা ছাড়াও আছে আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী; এই বীভৎস পরোপজীবী বাহিনী ফ্রান্সের সমাজদেহের প্রতিটি রোমকূপ রুদ্ধ করিয়া জালের মতো সর্বত্র ছড়াইয়া আছে—এহেন যে প্রশাসন-ক্ষমতা তাহার অভ্যুত্থান হইয়াছে সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগে ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সময়ে; এই প্রশাসনক্ষমতার সহায়তায় সামন্ততন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়।" প্রথম ফরাসী বিপ্লবে[১৮] কেন্দ্রীয়করণ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে, "কিন্তু সেই-সঙ্গে শাসনক্ষমতার প্রয়োগক্ষেত্র, বৃত্তি এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাও" বৃদ্ধি পায়। "নাপোলেঁ এই রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিপূর্ণতা সাধন করেন।" বৈধ রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্রের[১৯] সময়ে "অধিকতর শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত আর কিছু ইহাতে যোগ হয় নাই।...

"সর্বশেষে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র তাহার দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি জোরদার করিয়া তুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে শাসন-ক্ষমতার সহায়-সংগতি এবং কেন্দ্রীয়করণ-ব্যবস্থাও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে বাধ্য হয়। **সমস্ত বিপ্লব-ই এই যন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলার পরিবর্তে বরং পাকাপোক্ত-ই করিয়া তুলিয়াছে** [মোটা হরফ আমাদের]। আধিপত্য লাভের জন্য যে-সব দল পর্যায়ক্রমে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই বিরাট রাষ্ট্র-সৌধের অধিকার করায়ত্ত করাকে তাহারা বিজেতার পক্ষে যুদ্ধের সেরা লুটের-ধন লাভের মতো ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিয়াছে।" ('লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, পৃঃ ৯৮-৯৯', ৪র্থ সংস্করণ, হাম্বুর্গ, ১৯০৭)

'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর সহিত মার্ক্‌সের এই চমৎকার উক্তির তুলনা করিলে লক্ষ্য করা যায় যে মার্ক্‌সের মতবাদ এখানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ রাষ্ট্রের প্রশ্ন অত্যন্ত বিমূর্তভাবে অত্যন্ত সাধারণ কথা ও ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে প্রশ্নটি মূর্ত আকারে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং সিদ্ধান্তও হইয়াছে অত্যন্ত যথাযথ, সুনির্দিষ্ট, ব্যাবহারিক ও সুস্পষ্ট: বর্তমান সময় পর্যন্ত যে-সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতেই সেই-সব বিপ্লব সহায়তা করিয়াছে, অথচ রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা-ই হইতেছে অবশ্য-কর্তব্য।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌সীয় মতবাদের এই সিদ্ধান্ত-ই হইতেছে মুখ্য ও মূল কথা। তবুও প্রভাবশালী সরকারী সোসাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলি ঠিক এই মূল বক্তব্যই

সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়াছে; শুধু তাহা-ই নয়, (আমরা পরে দেখিতে পাইব যে) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সর্বাগ্রগণ্য তত্ত্বকার কার্ল কাউট্স্কি সেই বক্তব্যকে প্রকৃতপক্ষে বিকৃতও করিয়াছেন।

'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ ইতিহাসের সাধারণ সংক্ষিপ্ত-সার দেওয়া হইয়াছে; ইহা আমাদের রাষ্ট্রকে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র রূপে দেখিতে বাধ্য করে, এবং আমাদের এই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে আনিয়া পৌঁছায় যে—রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রথমে অধিকার না করিয়া, রাজনৈতিক আধিপত্য আয়ত্ত না করিয়া এবং রাষ্ট্রকে 'শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী', এই রূপে পরিবর্তিত না করিয়া মজুর-শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিতে পারে না, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মজুর-শ্রেণীর এই রাষ্ট্র মজুর-শ্রেণীর জয়লাভের অব্যবহিত পরেই ক্রমশ লোপ পাইতে শুরু করিবে; কারণ, যে-সমাজ শ্রেণীবৈষম্য হইতে মুক্ত সে-সমাজে রাষ্ট্র অনাবশ্যক, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থলে মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বিকাশের দিক হইতে কিভাবে ঘটিবে, সে-প্রশ্ন এখানে ['কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার,-এ] উত্থাপন করা হয় নাই।

১৮৫২ সালে মার্ক্স্ ঠিক এই প্রশ্ন-ই উত্থাপন করেন এবং তাহার সমাধানও করেন। নিজের দার্শনিক তত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়া মার্ক্স্, ১৮৪৮ হইতে ১৮৫১, বিপ্লবের এই মহান্ বৎসরগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে তাঁহার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও তাঁহার শিক্ষা হইতেছে **অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত-সার**; গভীর দার্শনিক বিশ্ববোধ ও ইতিহাসে প্রভূত জ্ঞানের আলোকে সেই শিক্ষা স্বচ্ছতার ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রের সমস্যা মূর্ত আকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; বুর্জোয়া রাষ্ট্র, বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের পক্ষে আবশ্যক যে-রাষ্ট্রযন্ত্র, ঐতিহাসিক দিক হইতে তাহার উদ্ভব হইল কিভাবে? ইহার কী কী পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের গতিপথে এবং নিপীড়িত শ্রেণীদের স্বাধীন কার্যকলাপের মুখে ইহার [বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের] ক্রমবিকাশ কী ঘটিয়াছে? এই রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে মজুর-শ্রেণীর কর্তব্য কী?

কেন্দ্রিত রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়া সমাজের বৈশিষ্ট্য; স্বৈরতন্ত্রের পতনের যুগে ইহার উদ্ভব হয়। আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী ফৌজ—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হইতেছে এই

রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশিষ্টতম লক্ষণ*। এই প্রতিষ্ঠান দুইটি সহস্র সূত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে—মার্ক্স্ ও এঙ্গেলস্ তাঁহাদের লেখাতে পুনঃ-পুনঃ এই সহস্র সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই যোগাযোগ যে আছে তাহা প্রত্যেক মজুরের অভিজ্ঞতাতেই অত্যন্ত বিশদ ও জলজ্যান্ত রূপে প্রমাণিত হয়। মজুর-শ্রেণী তাহার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এই যোগাযোগের লক্ষণ চিনিতে শেখে। এই কারণেই, যে-মতবাদ এই অবশ্যম্ভাবী সংযোগ উদ্ঘাটন করিয়া দেখায়, মজুর-শ্রেণী এত সহজে সেই মতবাদ আয়ত্ত করিতে ও পরিপূর্ণ রূপে আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয়। খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা হয় অজ্ঞতা ও চপলমতির বশে এই মতবাদ অস্বীকার করে, অথবা অধিকতর চপলমতির বশে 'সাধারণভাবে' স্বীকার করে, কিন্তু যথাযোগ্য ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যায়।

আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী ফৌজ 'পরোপজীবী'র মতো বুর্জোয়া সমাজের দেহ আশ্রয় করিয়া আছে, যে-আভ্যন্তর দ্বন্দ্বে এই সমাজ ছিন্নভিন্ন হইতেছে, এই পরোপজীবী [অর্থাৎ আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী ফৌজ] সেই দ্বন্দ্ব হইতে জন্ম লাভ করিলেও ইহা এমন-ই পরোপজীবী যে সেই সমাজের সমস্ত প্রাণ-মুখ 'রুদ্ধ করিয়া আছে'। সরকারী সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে বর্তমানে কাউট্স্কি-সুলভ সুবিধাবাদের প্রচলন দেখা যায়; এই সুবিধাবাদীরা মনে করে, রাষ্ট্র এক **পরোপজীবী জীব,** এই ধারণা একমাত্র নৈরাজ্যবাদেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 'পিতৃভূমি রক্ষা' এই নাম দিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন ও বিভূষিত করিয়া যাহারা সমাজতন্ত্রের চরম অবমাননা করিয়াছে, মার্ক্স্বাদের এই বিকৃতি সেই-সব কূপমণ্ডুকের স্বভাবতই খুব কাজে লাগে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিকৃতি এক পরমবিকৃতি-ই বটে।

সামন্ততন্ত্রের পতনের পর হইতে ইওরোপের ইতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লব † অনেক ঘটিয়াছে; এই-সব বিপ্লবের মধ্য দিয়া আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রের উন্নতি-বিধান, পূর্ণতা-সাধন ও শক্তিবৃদ্ধির কাজ চলিয়াছে। বিশেষভাবে, খুদে-বুর্জোয়াদের এই যন্ত্রের সাহায্যেই বৃহৎ বুর্জোয়াদের দিকে আকৃষ্ট ও বহুশ তাহাদের

* "রাষ্ট্রযন্ত্র বলিতে বুঝায় সর্বপ্রথমত স্থায়ী ফৌজ, পুলিস ও আমলাতন্ত্র।"—দ্রষ্টব্য লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ২১শ পর্ব, ২য় খণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ২৫।—অ।

† সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলাণ্ডে বিপ্লব; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ; উনবিংশ শতাব্দীতে (ফ্রান্স, জর্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া) সারা ইওরোপ জুড়িয়া উপর্যুপরি বিপ্লব।—অ।

অনুগত করিয়া তোলা হয়; কৃষককুল এবং ছোটো কারিগর ও ব্যবসায়ীদের উচ্চ স্তরের লোকেরা এই যন্ত্রের মারফতই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক, নির্ঝঞ্ঝাট ও সম্ভ্রান্ত চাকরি লাভ করে; এই-সব চাকুরি পাওয়ার ফলে তাহারা সাধারণ লোকের উপরে উঠিয়া যায়। ১৯১৭ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারি হইতে ছয় মাস কাল পর্যন্ত রুশিয়াতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। আগে যে-সব সরকারী চাকুরি বাছাই করিয়া 'কালো শতদল'-এর* সভ্যদের মধ্যেই বণ্টন করা হইত, এখন সেই-সব চাকুরি ক্যাডেট †, মেন্‌শেভিক ও সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের লুটের-মালে পরিণত হইয়াছে। কোনও গুরুতর রকম সংস্কার প্রবর্তনের কথা কেহ-ই সত্য-সত্য ভাবে নাই। 'সংবিধান-রচনা-পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত' সংস্কারের কাজ মুলতুবি রাখিবার-ই চেষ্টা হইয়াছে, সংবিধান-রচনা-পরিষদের অধিবেশনও আবার যুদ্ধশেষ পর্যন্ত পিছাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে! কিন্তু লুটের-মাল ভাগাভাগির ব্যাপারে, মন্ত্রী সহমন্ত্রী গভর্নরজেনারেল ইত্যাদি আরামের চাকুরিগুলি দখল করার ব্যাপারে কোনও বিলম্ব হয় নাই, সংবিধান-রচনা-পরিষদের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন ঘটে নাই! সারা দেশে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গভর্নমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগে, উপরে-নীচে, 'লুটের-মাল' লইয়া বারংবার নূতন করিয়া ভাগাভাগি চলিতেছে; গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে জোট-বাঁধাবাঁধির যে-খেলা চলিয়াছে[২০], তাহা আসলে ঐ 'লুটের-মাল' ভাগাভাগির-ই ব্যাপার মাত্র। এ-বিষয়ে কোনও মতান্তর নাই যে, ১৯১৭ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২৭-এ আগস্ট এই ছয় মাসের ফলাফল সংক্ষেপে, বস্তুগতভাবে সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে: সংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে, সরকারী চাকুরিগুলি বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই বণ্টনের কাজে যে-'ভুলত্রুটি' ঘটে কতিপয় ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টনের দ্বারা তাহা শোধরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

* ৎসারের গুপ্তচর-বাহিনীর নাম। সমাজের বদমাশ শ্রেণীর জঘন্য লোকদের লইয়া গঠিত এই দলের অন্যতম কাজ ছিল মজুরদের ধর্মঘট ভাঙ্গা, মজুরদের উপর হামলা করা, বিপ্লবীদের খুন করা, ইত্যাদি।—অ।

† 'ক্যাডেট'। 'নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রী দল' নামে উদারনীতিক বুর্জোয়াদের এক দল ছিল; এই দলের সভ্যদের বলা হইত 'ক্যাডেট'। ৎসারের পতনের পর যে-প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়, তাহাতে ইহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহারা ছিল মজুর শ্রেণী ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে।—অ।

কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া ও খুদে-বুর্জোয়া দলের মধ্যে (রুশিয়াতে ক্যাডেট, সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিকদের মধ্যে) আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের 'পুনর্বণ্টনের' প্রক্রিয়া যত বেশি দিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে, নিপীড়িত শ্রেণী-সমূহ, মজুর-শ্রেণীর নেতৃত্বে তত বেশি স্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারিবে যে, **সমগ্র** বুর্জোয়া সমাজের সহিত তাহাদের বিরোধ রহিয়াছে এবং এই বিরোধ মীমাংসার অতীত। বিপ্লবী মজুর-শ্রেণীর বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা, দমন-যন্ত্রের অর্থাৎ আমাদের আলোচ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করা তাই সমস্ত বুর্জোয়া দলের পক্ষেই প্রয়োজন, এমন কি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক ও 'বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক' বুর্জোয়া দলের পক্ষেও প্রয়োজন। ঘটনার এই গতিধারা বিপ্লবকে বাধ্য করে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে **'তাহার সমস্ত ধ্বংসশক্তি একত্র সন্নিবেশ করিতে'**; রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নতি সাধন নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রকে **চুরমার ধ্বংস করিয়া ফেলা-ই** যে বিপ্লবের লক্ষ্য, বিপ্লব তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

যুক্তিতর্ক নয়, বরং ঘটনার যথার্থ গতি-ই, ১৮৪৮-৫১ সালের জীবন্ত অভিজ্ঞতা-ই সমস্যাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তি মার্ক্‌স্ কী পরিমাণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহা আমরা এই বিষয় হইতেই বুঝিতে পারি যে, রাষ্ট্রযন্ত্র, যাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে, তাহার স্থান কী গ্রহণ করিবে, সে-প্রশ্ন ১৮৫২ সাল পর্যন্ত মার্ক্‌স্ মূর্ত রূপে আলোচনা করেন নাই। এই সমস্যার সমাধানের উপযোগী তথ্য অভিজ্ঞতা হইতে তখনও যোগাড় হয় নাই; আরও পরে, ১৮৭১ সালে, ইতিহাস* এই সমস্যাকে সময়-কালীন আলোচ্য প্রশ্ন হিসাবে উপস্থিত করে। পর্যবেক্ষণের যে-যাথার্থ্য বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, ১৮৫২ সালে সেইরূপ যাথার্থ্যের সহিত শুধু এই কথা-ই বলা চলিত যে, মজুর-বিপ্লব এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'তাহার সমস্ত ধ্বংসশক্তি সন্নিবেশ' করার অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করার কাজ সে-বিপ্লবের **সম্মুখে হাজির হইয়াছে।**

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে: মার্ক্‌সের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগুলিকে একটা সাধারণ সূত্রের আকারে পরিণত করা কি ঠিক? ১৮৪৮-৫১ সাল, এই তিন বছরের ফ্রান্সের ইতিহাস অপেক্ষা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এইগুলিকে প্রয়োগ করা কি ঠিক? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে এঙ্গেল্‌সের একটি মন্তব্য স্মরণ করা

* অর্থাৎ প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা।—অ।

যাইতে পারে, তারপর তথ্য বিচারে আসা যাইবে। 'লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন :

"অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সেই ঐতিহাসিক শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিবারই চূড়ান্ত পরিণতিতে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে, যে-সব পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রূপের মধ্যে এই শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলাফল ব্যক্ত হইয়াছে, ফ্রান্সেই সেই রাজনৈতিক রূপগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্য যুগে সামন্ততন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল ফ্রান্স ; রেনেসাঁসের* সময় হইতে ফ্রান্স ছিল সামাজিক স্তর-ভেদকে আশ্রয় করিয়া মূর্তিমান এক দৃঢ়-সংবদ্ধ রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ ; এই ফ্রান্স-ই মহাবিপ্লবে সামন্ততন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর অবিমিশ্র আধিপত্য এমন বিশুদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠা করে যে ইওরোপের অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা মেলে না। এখানেই আবার শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে মাথা-তুলিতে-সচেষ্ট-মজুর শ্রেণীর সংগ্রাম এমন তীব্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, অন্য কোথায়ও তেমনটি আর দেখা যায় নাই।"

১৮৭১ সাল হইতে ফ্রান্সের মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামে একটা বিরতি দেখা দিয়াছে, এই হিসাবে উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটি এখন অচল; যদিও, এই বিরতি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও, এইরূপ সম্ভাবনা আদৌ লোপ পায় নাই যে মজুর-শ্রেণীর আসন্ন বিপ্লবে এই ফ্রান্স-ই আবার চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

যাহা হউক, উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রারম্ভের যুগে উন্নত দেশগুলির ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাইব যে, আরও ধীরে, আরও বিচিত্র রূপে, এবং বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ঐ এক-ই প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে : এক দিকে সাধারণতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ফ্রান্সে, আমেরিকায়, সুইৎসারলাণ্ডে) এবং রাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও (ইংলাণ্ডে, কিয়ৎ পরিমাণে

* রেনেসাঁস (নবজাগরণ)। ইওরোপে চতুর্দশ হইতে ষষ্টদশ শতকের মধ্যবর্তী যুগকে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। ধনতন্ত্রের বিজয়াভিযানের প্রাথমিক ভিত্তি তখন গড়িয়া উঠিতে থাকে ; শহরে ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় দেখা দেয়, এবং সেই-সঙ্গে ইতালি ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে বুর্জোয়া সংস্কৃতির উন্মেষ হইতে শুরু করে। ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রভাবিত মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ এই যুগের বৈশিষ্ট্য।—অ।

জর্মানিতে, ইতালিতে, স্কাণ্ডিনাভিয়া প্রভৃতি দেশে) 'পার্লামেণ্টীয় শক্তি'র বিকাশ হইয়াছে ; অন্য দিকে, সরকারি চাকুরী রূপ· 'লুটের-মাল' ভাগাভাগিতে নিরত বুর্জোয়া ও খুদে-বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে ক্ষমতা লাভের লড়াই চলিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বুর্জোয়া সমাজের বনিয়াদের কোন-ও পরিবর্তন হয় নাই ; পরিশেষে, 'প্রশাসন-শক্তি'কে, তাহার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রকে পাকাপোক্ত মজবুত করিয়া তোলার কাজ চলিয়াছে।

এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সাধারণ-ভাবে সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিবর্তনের আধুনিকতম পর্যায়ে এইগুলি-ই হইতেছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিকাশের যে-সব প্রক্রিয়া সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক জগতেরই বৈশিষ্ট্য, ১৮৪৮ হইতে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত তিন বছরের ফ্রান্সের ইতিহাসে সেই-সব প্রক্রিয়া-ই দ্রুত তীব্র ও সংহত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে ব্যাঙ্ক-পুঁজির যুগ, বিরাট পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া ব্যবসায়ের যুগ, যে-যুগে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তর লাভ করে ; এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিশেষ ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, রাজতন্ত্রী দেশসমূহে এবং সর্বাপেক্ষা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা জোরদার হইতেছে এবং সেই প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্রযন্ত্রে'র অসাধারণ শক্তিবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক চক্র অভূতপূর্ব-ভাবে পরিপুষ্ট হইতেছে।

বিশ্ব-ইতিহাস আজ নিঃসন্দেহে এমন এক পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে যখন ১৮৫২ সালের তুলনায় অনেক বৃহত্তর পরিসরে মজুর-বিপ্লবের 'সমস্ত শক্তি' রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে 'এককেন্দ্রীভূত' হইবে।

মজুর শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান কী দিয়া পূরণ করিবে, সে-সম্পর্কে অতীব শিক্ষাপ্রদ তথ্য প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৩। ১৮৫২ সালে মার্ক্স্ প্রশ্নটি এইভাবে উত্থাপন করেন *

১৮৫২ সালের ৫ই মার্চ তারিখে ভাইডেমেয়ারের নিকট লিখিত মার্ক্সের একখানি পত্র হইতে কিছু অংশ ১৯০৭ সালে মেহরিং 'নয়এ ৎসাইট্' ['নবযুগ'†] পত্রিকায়

* 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থের দ্বিতীয় [রুশ] সংস্করণে লেনিন এই অংশটি যোগ করেন।—অ।

† জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র (১৮৮৩-১৯২৩)।—অ।

(২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬৪) প্রকাশ করেন। এই পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যও ছিল :

"আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আধুনিক সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহু পূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা শ্রেণীসমূহের অর্থনৈতিক অঙ্গ-সংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। নূতনের মধ্যে আমি শুধু নিম্নলিখিত বিষয়ই প্রমাণ করিয়াছি : (১) **উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের** [historische Entwicklungsphasen der Produktion] সহিতই কেবল **শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব** বিধৃত ; (২) শ্রেণীসংগ্রামের আবশ্যিক পরিণতি **মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য** ; (৩) যে-অবস্থায় **শ্রেণীসমূহের বিলোপ** ঘটিবে এবং **শ্রেণীহীন সমাজের** পত্তন হইবে, এই একাধিপত্য হইতেছে সেই অবস্থায় উত্তরণের পর্যায় মাত্র।"*

বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও যাঁহাদের চিন্তা সর্বাপেক্ষা গভীর, তাঁহাদের মতবাদ এবং মার্ক্সের মতবাদের মধ্যে যে প্রধান ও মৌলিক পার্থক্য আছে, উদ্ধৃত কথাগুলিতে মার্ক্স্ সেই পার্থক্য এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁহার স্বকীয় মতবাদের মর্মবস্তু আশ্চর্য প্রাঞ্জলতার সহিত ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

অনেক সময়ে এইরূপ বলা ও লেখা হইয়া থাকে যে, মার্ক্সের তত্ত্বের মূল কথা হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম ; কিন্তু তাহা সত্য নয়। এই ভুল হইতেই নানা ক্ষেত্রে মার্ক্স্বাদের সুবিধাবাদিসুলভ বিকৃতি দেখা দেয়, বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য মার্ক্স্বাদের মিথ্যা রূপ দেওয়া হয়। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব মার্ক্স্ উদ্ভাবন করেন **নাই**, মার্ক্সের **পূর্বে** বুর্জোয়ারা-ই এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে, এই তত্ত্ব বুর্জোয়াদের নিকট **গ্রহণযোগ্য**। যে **শুধু** শ্রেণীসংগ্রাম-ই স্বীকার করে, সে যথার্থ মার্ক্স্বাদী হইয়া উঠিতে পারে নাই, বুর্জোয়াসুলভ যুক্তি ও রাজনীতির গণ্ডি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদের মধ্যে মার্ক্স্বাদকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার অর্থ হইতেছে মার্ক্স্বাদের অঙ্গচ্ছেদ করা, মার্ক্স্বাদকে বিকৃত

* 'মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃঃ ৫১।—অ।

করা, বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য একটা কিছুতে মার্ক্‌স্‌বাদকে পর্যবসিত করা। সেই লোক-ই মার্ক্‌স্‌বাদী যে শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতি হইতে **আরও অগ্রসর হইয়া মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য পর্যন্ত** স্বীকার করে। একজন মার্ক্‌স্‌বাদী ও একজন সাধারণ খুদে কিংবা বড়ো বুর্জোয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য এইখানেই। মার্ক্‌স্‌বাদকে **যথার্থ** উপলব্ধি ও স্বীকার কেহ করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা এই কষ্টিপাথরেই যাচাই করিতে হইবে। ইহা আশ্চর্য নয় যে, ইওরোপের ইতিহাস যখন মজুর-শ্রেণীর সম্মুখে এই প্রশ্ন ব্যাবহারিক আকারে উপস্থাপিত করিল, তখন সুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থীরাই শুধু নয়, পরন্তু কাউট্‌স্কিপন্থীরাও (যাহারা সংস্কারবাদ ও মার্ক্‌স্‌বাদের মধ্যে দোলায়মান) মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য **অস্বীকার করিয়া** নিজেদের হতভাগা কুপমণ্ডূক ও খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী রূপে প্রমাণ করিল। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে, অর্থাৎ বর্তমান পুস্তিকার ['রাষ্ট্র ও বিপ্লব'] প্রথম সংস্করণের অনেক পরে, 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য' নামে কাউট্‌স্কির লেখা পুস্তিকা* প্রকাশিত হয়; খুদে-বুর্জোয়াদের মতো মার্ক্‌স্‌বাদকে বিকৃত করা এবং ভণ্ডের মতো কথায় স্বীকার করিয়া **কার্যক্ষেত্রে** মার্ক্‌স্‌বাদকে হীন-ভাবে বর্জন করার **একটি** দৃষ্টান্ত হইতেছে কাউট্‌স্কির এই পুস্তিকা (পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো হইতে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি' নামে আমার পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

এক কালের মার্ক্‌স্‌বাদী কার্ল কাউট্‌স্কি হইতেছেন বর্তমান কালের সুবিধাবাদের প্রধান মুখপাত্র; **বুর্জোয়া-সুলভ** দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতির বৈশিষ্ট্য মার্ক্‌স্‌ যাহা উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান কালের এই সুবিধাবাদ সেই বর্ণনার সহিত পুরাপুরি খাপ খায়; কারণ, উক্ত সুবিধাবাদ শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতির ক্ষেত্রকে বুর্জোয়া সম্পর্কের রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। (এই রাজ্যের মধ্যে, ইহার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে কোনও শিক্ষিত উদারনীতিক-ই 'নীতির দিক হইতে' শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করিবেন না!) পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে **উত্তরণের** যুগ পর্যন্ত, বুর্জোয়া

* ১৯১৮ সালে ভিয়েনা হইতে কাউট্‌স্কির এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে'র ধুয়া তুলিয়া মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করিতে গিয়া কাউট্‌স্কি তাঁহার এই পুস্তিকায় মার্ক্‌স্‌বাদকে বিকৃত করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পান। এই পুস্তিকারই জবাবে লেনিন তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি' রচনা করেন।—অ।

শ্রেণীকে **পর্যুদস্ত করিয়া** সম্পূর্ণরূপে **উচ্ছেদ** করিবার যুগ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার করা-ই প্রধান কথা; সুবিধাবাদীরা **এতদূর পর্যন্ত** শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার **করে না**। বস্তুত, এই পর্যায়ে অভূতপূর্ব তীব্র রূপে অভূতপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এই যুগে রাষ্ট্র হইবে অবশ্যম্ভাবী রূপে **নূতন ধরনের** (অর্থাৎ মজুর-শ্রেণী ও সাধারণভাবে বিত্তহীনদের পক্ষে) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং **নূতন ধরনের** (অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে) একাধিপত্যমূলক রাষ্ট্র।

সাধারণ-ভাবে প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্যই শুধু নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদক **মজুর-শ্রেণীর** জন্যই শুধু নয়, পরন্তু পুঁজিতন্ত্র ও 'শ্রেণীহীন সমাজের' অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যবর্তী সমগ্র **ঐতিহাসিক পর্যায়ের** জন্যও বটে, **একটি** শ্রেণীর একাধিপত্য আবশ্যক—এই বিষয়টি যে উপলব্ধি করে, শুধু সে-ই মার্ক্সের রাষ্ট্রতত্ত্বের সারমর্ম আত্মস্থ করিয়াছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির রূপ বহু বিচিত্র হইলেও অন্তঃসার কিন্তু এক-ই: রূপ যাহা-ই হউক না কেন, বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে যে, এই-সব রাষ্ট্র-ই একভাবে-না-একভাবে অবশ্যম্ভাবী রূপে **বুর্জোয়া শ্রেণীর-ই একাধিপত্য**। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের যুগে বহুবিচিত্র রাষ্ট্ররূপের উদ্ভব হইবে, কিন্তু মূলত সব রূপ-ই হইবে অবশ্যম্ভাবী রূপে এক: **মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য**।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা : মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ

১। কমিউনার্ড্‌দের* বীরত্ব কোথায় ?

এ-কথা সকলেই ভালো-ভাবে জানেন যে, কমিউনের কয়েক মাস আগে ১৮৭০ সালের শরৎকালে মার্ক্‌স্ প্যারিসের মজুরদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, তখন গভর্ণমেণ্ট উচ্ছেদের যে-কোনও প্রচেষ্টাই হইবে হতাশার মূঢ় কর্মকাণ্ড।[২১] কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে মজুরদের উপর যখন একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম **জোর করিয়া চাপাইয়া** দেওয়া হয় এবং তাহারা সেই সংগ্রাম স্বীকার করিয়া নেয়, অভ্যুত্থান যখন বাস্তব ঘটনা রূপে দেখা দেয়, অশুভ লক্ষণ সত্ত্বেও মার্ক্‌স্ তখন পরম আগ্রহ সহকারে মজুর-বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন[২২]। মার্ক্‌স্-বাদের পথ হইতে ভ্রষ্ট রুশিয়ার কুখ্যাত প্লেখানভের মতো মার্ক্‌স্ 'অকালোচিত' আন্দোলনকে পণ্ডিতি চালে নিন্দা করেন নাই। ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে প্লেখানভ মজুর ও কৃষকদের সংগ্রাম মহোৎসাহে সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পর এই প্লেখানভ-ই উদারনীতিকদের মতো চীৎকার করিয়া ওঠেন : "তাহাদের [অর্থাৎ, মজুরদের] অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নাই"।[২৩]

মার্ক্‌সের কথায়, কমিউনার্ড্‌রা 'স্বর্গ অধিকারের অসমসাহসিক অভিযানে' নামিয়াছিল; মার্ক্‌স্ এই কমিউনার্ড্‌দের বীরত্বের শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেন নাই—এই বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন যদিও তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে নাই, তবুও মার্ক্‌স্ এই আন্দোলনকে প্রভূতগুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা রূপে, বিশ্বব্যাপী মজুর-বিপ্লবের এক বিশেষ অগ্রগতি রূপে, শত-শত কর্মসূচী ও আলোচনা অপেক্ষা অধিকতর-গুরুত্ব-পূর্ণ এক কার্যকর পদক্ষেপ রূপে গণ্য

* প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাহারা লড়াই করে, তাহাদের বলা হয় কমিউনার্ড।—অ।

করিয়াছিলেন।[২৪] এই পরীক্ষার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা, এই পরীক্ষার মধ্য হইতে কর্মকৌশলের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এই পরীক্ষার আলোকে তাঁহার তত্ত্ব পুনরায় পর্যালোচনা করা-ই মার্ক্স্ তাঁহার কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর একটি মাত্র জায়গায় 'সংশোধন' করা মার্ক্স্ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং প্যারিসের কমিউনার্ড্দের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি সেই 'সংশোধন' সম্পাদন করেন।

'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর নূতন জর্মান সংস্করণের সর্বশেষ ভূমিকার তারিখ ২৪এ জুন, ১৮৭২, এই ভূমিকায় উভয় লেখকেরই [মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ উভয়েরই] স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই ভূমিকায় কার্ল মার্ক্স্ ও ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্ উভয় লেখক-ই বলিয়াছেন যে, 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর কর্মসূচী এখন "খুঁটিনাটি কোনও-কোনও বিষয়ে সেকেলে" হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা আরও বলিয়াছেন:

"কমিউন বিশেষভাবে একটি বিষয় প্রমাণ করিয়াছে, তাহা হইল এই যে— **মজুর-শ্রেণী আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধুই করায়ত্ত করিয়া তাহার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালনা করিতে পারে না**'…।"*

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের মোটা হরফের কথাগুলি গ্রন্থকারদ্বয় [মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্] 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'-নামক মার্ক্সের গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন।†

অতএব মনে হয়, প্যারিস কমিউনের একটি মুখ্য ও মূল শিক্ষাকে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ এত-ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, একটি প্রয়োজনীয় 'সংশোধন' হিসাবে 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর মধ্যে তাঁহারা সেই শিক্ষাকে সংযোজিত করেন।

ইহা খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সুবিধাবাদীরা ঠিক এই প্রয়োজনীয় সংশোধনটি-ই বিকৃত করিয়াছে, এবং 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন না হইলেও অন্তত ৯০ জন-ই এই সংশোধনের অর্থ হয়তো জানেই না। বিকৃতির আলোচনা নামে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আমরা পরে এই বিকৃতি লইয়া বিশদ-ভাবে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলা-ই যথেষ্ট যে, মার্ক্সের উদ্ধৃত বিখ্যাত উক্তিকে আজকাল এই বলিয়া ইতর-ভাবে 'ব্যাখ্যা' করা হয় যে,

* দ্রষ্টব্য: 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ১০।—অ।

† দ্রষ্টব্য: 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৩।—অ।

মার্ক্স্ এখানে ক্ষমতা অধিকারের বিপরীতে ধীরগতি বিকাশের ধারণার উপরই জোর দিয়াছেন, ইত্যাদি।

বস্তুত, **আসল কথা ঠিক ইহার বিপরীত।** মার্ক্সের অভিমত হইল ইহা-ই যে, মজুর শ্রেণী 'আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি'কে শুধু দখল করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, মজুর শ্রেণীকে অবশ্যই সেই যন্ত্রটি **ভাঙ্গিয়া চুরমার** করিতে হইবে।

১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে, অর্থাৎ ঠিক কমিউনের সময়ে, মার্ক্স্ কুগেলমান্‌কে লেখেন* :

"আমার 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তুমি দেখিতে পাইবে, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা কী হইবে আমি সেখানে বলিয়াছি : পূর্বের ন্যায় আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রকে[২৫] হস্তান্তরিত করার চেষ্টা আর হইবে না, চেষ্টা হইবে সে-যন্ত্রকে **ধ্বংস** করার; এবং ব্রিটেন বাদে সমগ্র ইওরোপে যথার্থ জন-বিপ্লবের ইহা-ই হইবে প্রাথমিক শর্ত। প্যারিসে আমাদের বীর পার্টি-কমরেডরা ঠিক এই চেষ্টা-ই করিতেছেন।" ('নয়্ এ ৎসাইট্', ২০শ বর্ষ, সংখ্যা ১ম, ১৯০১-১৯০২, পৃঃ ৭০৯)। (কুগেল্‌মানকে লেখা মার্ক্সের পত্রাবলী রুশ ভাষায় দুইটি সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি একটি সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছি ও তাহার ভূমিকা লিখিয়াছি।)

'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্র ধ্বংস করা'—বিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে মজুর শ্রেণীর কী কর্তব্য সে-বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের মুখ্য শিক্ষা এই কয়টি কথার মধ্যে সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। কাউট্স্কি আজকাল মার্ক্স্‌বাদের যে-'ব্যাখ্যা' দিতেছেন, তাহাতে ঠিক এই শিক্ষা-ই বেমালুম বাদ তো পড়িয়াছেই, উপরন্তু তাহাকে সোজাসুজি বিকৃতও করা হইয়াছে।

'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' গ্রন্থ সম্পর্কে মার্ক্স্ যে-উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ আমরা উপরে পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি। [দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ]

মার্ক্সের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমত, মার্ক্স্ ব্রিটেন বাদে ইওরোপ ভূখণ্ডের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ১৮৭১ সালে ইহা স্বাভাবিক-ই ছিল; তখনও পর্যন্ত ব্রিটেন ছিল খাঁটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের আদর্শ—সামরিক চক্র, এবং অনেকটা

* দ্রষ্টব্য : 'মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ২৭৩।

পরিমাণে আমলাতন্ত্র, তখনও সেখানে দেখা দেয় নাই। 'আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র' ধ্বংস করার প্রাথমিক শর্ত ব্যতীতও সেই সময়ে ব্রিটেনে বিপ্লব, এমন কি, জন-বিপ্লবও কল্পনা করা যাইত, এবং সে-বিপ্লব তখন সম্ভবও ছিল; এই কারণেই মার্ক্স্ ব্রিটেনকে বাদ দিয়াছিলেন।

আজ, ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্ক্সের এই ব্যতিক্রম আর খাটে না। সামরিক চক্র ও আমলাতন্ত্র ছিল না, এই অর্থে ব্রিটেন ও আমেরিকা এককালে সারা দুনিয়াতে অ্যাংলো-স্যাক্সনী [ইংরেজি-ভাষীদের] ধারণা মোতাবেক 'স্বাধীনতা'র বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিল; কিন্তু আজ এই দুই দেশ-ই সমগ্র-ইওরোপ-ব্যাপী আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের পঙ্কিল রক্তাক্ত জলাভূমির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়াছে; সব কিছু-ই আজ এই আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের অধীন, সব কিছু-ই আজ ইহার পদতলে দলিত। ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশেই আজ 'যে-কোনও যথার্থ জন-বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত' হইতেছে 'আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র'কে **চূর্ণ-চূর্ণ** করিয়া **ধ্বংস** করিয়া ফেলা (১৯১৪-১৭ সালের মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশেই এই রাষ্ট্রযন্ত্র 'ইওরোপীয়' সাধারণ সাম্রাজ্যবাদের মাপকাঠি অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে)।[২৬]

দ্বিতীয়ত, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা-ই হইতেছে 'প্রত্যেক যথার্থ **জন**-বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত', মার্ক্সের এই অত্যন্ত সারবান্ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'জন'-বিপ্লবের এই ধারণা মার্ক্সের মুখে অদ্ভুত শুনায়; এবং রুশ প্লেখানভপন্থী ও মেন্‌শেভিকরা, স্ত্রুভের যে-সব অনুচরেরা মার্ক্স্‌পন্থী বলিয়া পরিচিত হইতে চায়, তাহারা হয়তো বলিতে পারে, এই উক্তি মার্ক্সের 'মুখ ফস্‌কিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছে'। তাহারা মার্ক্স্‌বাদকে বিকৃত করিতে-করিতে এমন এক শোচনীয় 'উদারনীতিক' মতবাদে পর্যবসিত করিয়াছে যে, বুর্জোয়া-বিপ্লব ও মজুর-বিপ্লবের মধ্যে বৈপরীত্যের বাহিরে আর কোনও কিছুর-ই অস্তিত্ব তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে না,—এবং এই বৈপরীত্যেও আবার তাহারা নেহাৎ প্রাণহীন ভাবে ব্যাখ্যা করে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা যদি বিশ শতকের বিপ্লবের কথা ধরি, তাহা হইলে পোর্তুগীস ও তুর্কী বিপ্লবকে বুর্জোয়া-বিপ্লব বলিয়া আমাদের অবশ্য-ই স্বীকার করিতে হইবে। এই দুইটি বিপ্লবের মধ্যে কোনোটি-ই অবশ্য 'জন'-বিপ্লব নয়; কারণ, ব্যাপক জনসাধারণ, তাহাদের বিপুলসংখ্যক অধিকাংশ নিজস্ব অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া লইয়া লক্ষণীয় মাত্রায় এই দুইটি বিপ্লবের কোনোটিতেই সক্রিয় স্বাধীন ভাবে আসিয়া সামিল হয় নাই। পক্ষান্তরে, ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া-বিপ্লব* যদিও পোর্তুগীস ও তুর্কী বিপ্লবের ন্যায় মাঝে-মাঝে 'চমৎকার' সাফল্য দেখাইতে পারে নাই, তবুও সে-বিপ্লব নিঃসন্দেহে 'যথার্থ জন'-বিপ্লব-ই ছিল; কারণ, নির্যাতন ও শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনসাধারণ, গরিষ্ঠসংখ্যক জনগণ, 'সমাজের সর্বনিম্ন স্তর', স্বাধীন ভাবে সে-বিপ্লবে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, এবং ধ্বংসায়মান পুরানো সমাজের স্থানে নিজস্ব ভঙ্গিতে নূতন এক সমাজ গঠনের যে-দাবি তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল এবং তাহার জন্য যে-চেষ্টা তাহারা করিয়াছিল, বিপ্লবের সমগ্র গতিপথের উপর **তাহাদের** সেই দাবির, **তাহাদের** সেই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর তাহারা আঁকিয়া দিয়াছিল।

ইওরোপে, ১৮৭১ সালে, ব্রিটেন বাদে সমগ্র ইওরোপ ভূখণ্ডের কোনও দেশেই মজুর শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। যে-বিপ্লব জনসাধারণের অধিকাংশকে নিজের স্রোতধারায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ কোনও 'জন'-বিপ্লব ঘটা সে-সময়ে সম্ভব হইত মাত্র একটি শর্তে, অর্থাৎ মজুর শ্রেণী ও কৃষককুল উভয়-ই যদি সে-বিপ্লবের আবর্তে নামিয়া আসিত। 'জনসাধারণ' তখন এই উভয় শ্রেণী লইয়াই গঠিত ছিল। 'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র' এই উভয় শ্রেণীকেই নির্যাতন নিষ্পেষণ ও শোষণ করে, সেই কারণেই তাহারা ঐক্যবদ্ধ। 'জনসাধারণের', জনসাধারণের অধিকাংশের, মজুর ও অধিকাংশ কৃষকের—ইহাদের স্বার্থ হইতেছে এই যন্ত্রকে **বিধ্বস্ত করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা**; মজুর শ্রেণীর সহিত দরিদ্র কৃষক-গোষ্ঠীর স্বাধীন মৈত্রী গড়িয়া উঠার ইহা-ই হইতেছে 'প্রাথমিক শর্ত', এইরূপ মৈত্রী ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হইতে পারে না এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন অসম্ভব।

ইহা সুবিদিত যে, প্যারিস কমিউন এইরূপ মৈত্রী গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, যদিও আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক নানা কারণ বশত সে-চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই।

সুতরাং, 'যথার্থ জন-বিপ্লবে'র কথা বলিবার সময়ে মার্ক্স্ খুদে-বুর্জোয়াদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হন নাই (মার্ক্স্ ইহাদের কথা প্রায়-ই এবং যথেষ্ট-ই বলিয়াছেন); তিনি ১৮৭১ সালে ব্রিটেন বাদে সারা ইওরোপের

* প্রথম রুশ বিপ্লব। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসের 'রক্তাক্ত রবিবারে'র (৯ই তারিখ) মজুর-বিক্ষোভ হইতে শুরু করিয়া রাজনৈতিক ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, প্রভৃতির মধ্য দিয়া ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরাজয়ে প্রথম রুশ বিপ্লব সমাপ্ত হয়। —অ।

অধিকাংশ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত শ্রেণী-সম্পর্ক অত্যন্ত সাবধানে হিসাব করিয়াছিলেন। আর-এক দিকে আবার তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, মজুর ও কৃষক উভয়েরই স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রযন্ত্র 'বিধ্বস্ত করা' আবশ্যক, এই কাজ তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাহাদের সম্মুখে এক সাধারণ কর্তব্য উপস্থিত করে—সেই সাধারণ কর্তব্য হইতেছে 'পরোপজীবী'কে উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে নূতন কিছু প্রতিষ্ঠা করা।

সেই নূতন কিছু ঠিক কী?

২। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান কী দিয়া পূরণ হইবে?

১৮৪৭ সালে, 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ, মার্ক্‌স্ সম্পূর্ণ বিমূর্ত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন; অথবা, আরও সঠিক-ভাবে বলিতে হইলে, সেই উত্তরে তিনি কর্তব্য কী তাহা-ই বর্ণনা করেন, সমস্যা সমাধানের উপায় তিনি ব্যক্ত করেন নাই। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ মার্ক্‌স্ যে-উত্তর দেন তাহা হইল এই যে, এই রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান পূরণ হইবে 'শাসক-শ্রেণীরূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'র দ্বারা, 'গণতন্ত্রের যুদ্ধ জয়ে'র দ্বারা।

মার্ক্‌স্ কল্পস্বর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; শাসক-শ্রেণী রূপে মজুর-শ্রেণীর এই সংগঠন ঠিক কী রূপ পরিগ্রহ করিবে, এবং পরিপূর্ণ ও সুসংগত রূপে 'গণতন্ত্রের যুদ্ধ জয়'-এর সহিত ঠিক কী উপায়ে এই সংগঠনের সংযোগ সাধিত হইবে—গণ-আন্দোলনের **অভিজ্ঞতা** হইতে এই প্রশ্নের জবাব পাইবার আশায় মার্ক্‌স্ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন।

প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা স্বল্প হইলেও, মার্ক্‌স্ 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'-নামক পুস্তকে সেই স্বল্প অভিজ্ঞতাকেই অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করেন। এই গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ কয়টি এখানে উদ্ধৃত করা যাক। মার্ক্‌স্ বলেন:

> "স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্র, যাজক সম্প্রদায় ও আইন-আদালত"—এইগুলি হইল "কেন্দ্রিত রাষ্ট্রশক্তির সর্বব্যাপী যন্ত্র"; এই কেন্দ্রিত রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ শতকে বিকাশ লাভ করে। মুলধন ও শ্রমশক্তির মধ্যে শ্রেণীবৈরিতা যতই তীব্র হইতে থাকে, রাষ্ট্রশক্তিও ততই শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখিবার-স্বার্থে পুঁজিদারদের জাতীয় ক্ষমতা-যন্ত্রের, সমগ্র সমাজকে

দাসত্বনিগড়ে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত এক সার্বজনিক দণ্ডের, এক শ্রেণীগত শাসন-যন্ত্রের চরিত্র পরিগ্রহ করিতে থাকে। যে-বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামে অগ্রগতির পর্যায় সূচনা করে, সেই রকম প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই রাষ্ট্রশক্তির নিছক দমনমূলক চরিত্র স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পায়।"

১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রশক্তি 'শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের জাতীয় যুদ্ধ-যন্ত্র' হইয়া দাঁড়ায়[১৭]। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ইহাকেই দৃঢ়তর করিয়া তোলে। মার্ক্স্ বলেন :

"কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধরূপ।" কমিউন ছিল এমন "এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ যাহা শ্রেণী-প্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপকেই শুধু নয়, খোদ শ্রেণী-প্রভুত্বকেই বরবাদ করিয়া দিত"।

মজুর-শ্রেণীর সোশালিস্ট প্রজাতন্ত্রের এই 'সদর্থক রূপটি' কী ছিল? কোন্ রাষ্ট্র গঠন করিতে ইহা শুরু করিয়াছিল?

"স্থায়ী ফৌজ তুলিয়া দিয়া তাহার জায়গায় সশস্ত্র জনসাধারণকে নিয়োগ করা···ইহা-ই ছিল কমিউনের প্রথম ফরমান।"

সোশালিস্ট বলিয়া আত্মপরিচয়দানকারী প্রত্যেক পার্টির কর্মসূচীতেই আজকাল এই দাবির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে তাহাদের কর্মসূচীর প্রকৃত মূল্য কী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; এমন কি, ১৯১৭ সালের ১২ই মার্চের বিপ্লবের পরেও ইহারা-ই এই দাবি কাজে পরিণত করিতে সম্মত হয় নাই।

"প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিদের লইয়া কমিউন গঠিত হইয়াছিল; এই প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের নিকট দায়ী ছিলেন, এবং নির্বাচকেরা যে-কোনও সময়ে তাঁহাদের সরাইয়া আনিতে পারিত। স্বভাবতই এই কমিউনের বেশির ভাগ সভ্য-ই ছিলেন শ্রমজীবী অথবা মজুর শ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধি।... যে-পুলিস ছিল এতকাল কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের যন্ত্র মাত্র, সেই পুলিসের রাজনৈতিক বৃত্তি অবিলম্বে খারিজ করা হয়, পুলিস কমিউনের দায়িত্বশীল এবং যে-কোনও সময় অপসারণ করা যায় এইরূপ কর্মচারীতে পরিণত হয়। প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সম্পর্কেও এক-ই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

কমিউনের সভ্য হইতে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সাধারণের কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকেই **শ্রমিকের-মজুরি** লইয়া কাজ করিতে হইত। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের বিশেষ অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের ভাতাও লোপ পায়।·· পুরানো গভর্ণমেণ্টের বলপ্রয়োগের দণ্ডকে, স্থায়ী ফৌজ ও পুলিসকে বরবাদ **করিয়া** কমিউন অবিলম্বে আধিমানসিক ক্ষেত্রে দমনের সাধনকে, 'ধর্মযাজকদের ক্ষমতা'কে চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।···আদালতের কর্তাব্যক্তিরা [তাহাদের] মেকী স্বাধীনতা হারায়···। তদবধি তাহাদের নির্বাচিত হইতে হইবে, তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে, এবং তাহাদের সরাইয়া আনা যাইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হয়।"

সুতরাং মনে হইবে যে, স্থায়ী সৈন্যদল বিলোপ করিয়া, এবং সমস্ত কর্মচারীকে নির্বাচিত হইতে হইবে ও তাহাদের সরাইয়া আনা যাইবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া, প্যারিস কমিউন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে 'কেবল' পূর্ণতর গণতন্ত্র-ই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এই 'কেবল' কথাটির তাৎপর্য এই যে, এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থানে মূলত ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরাট আকারে স্থাপিত হইয়াছিল। 'পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত' হইবার একটি নিদর্শন আমরা এক্ষেত্রে লক্ষ্য করি : সাধারণ-ভাবে যতটা ধারণা করা যায় ততটা সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস রূপে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়; এই গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্র হইতে মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়; রাষ্ট্র (অর্থাৎ, বিশেষ একটি শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ এক শক্তি) এখানে এমন একটা কিছুতে রূপান্তরিত হয় যাহাকে প্রচলিত অর্থে আর রাষ্ট্র বলা চলে না।

বুর্জোয়া শ্রেণীকে দমন করা এবং তাহার প্রতিরোধ চূর্ণ করা তবুও আবশ্যক। কমিউনের পক্ষে ইহা বিশেষ-ভাবে আবশ্যক ছিল; এবং কমিউনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই যে, কমিউন এই কাজটি যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত সম্পাদন করে নাই[২৮]। গোলামি, ভূমিদাসত্ব ও মজুরি-দাসত্বের[২৯] যুগে, সব সময়েই জনসাধারণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ ছিল দমনের যন্ত্র; এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ-ই হইতেছে সেই যন্ত্র। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ **স্বয়ং** তাহার অত্যাচারীদের দমন করে, তাই দমনের জন্য 'বিশেষ শক্তি'র **আর প্রয়োজন হয় না।** এই অর্থে রাষ্ট্রযন্ত্র **ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইতে শুরু করে।** বিশেষ-সুবিধা-ভোগী অল্পসংখ্যকের (বিশেষ-সুবিধা-ভোগী কর্মচারিবৃন্দের; স্থায়ী ফৌজের উপর-আলাদের) বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেরাই এখন

সরাসরি এই-সব কাজ সম্পাদন করিতে পারে ; এবং সমগ্রভাবে জনগণ রাষ্ট্রশক্তির কাজকর্ম যত বেশি করিয়া করিতে থাকে, এই শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনও তত কমিয়া যায়।

কমিউন যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং মার্ক্‌স্ যেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে সেই ব্যবস্থাগুলি বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেই-সব ব্যবস্থা হইতেছে—সর্বপ্রকার প্রতিনিধিত্বের ভাতার বিলোপ, কর্মকর্তাদের বেলায় আর্থিক সমস্ত বিশেষ সুবিধার বিলোপ, এবং রাষ্ট্রের **সমস্ত** কর্মচারীর বেতন কমাইয়া '**শ্রমিকের-মজুরি**'র সহিত সমান করা। এখানেই সব-চেয়ে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘুরিয়াছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র অত্যাচারিত শ্রেণীসমূহের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, শ্রেণী বিশেষকে দমনের জন্য 'বিশেষ শক্তি' স্বরূপ যে-রাষ্ট্র তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে ; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজুর ও কৃষকদের, **সাধারণ শক্তি** দিয়া অত্যাচারীদের দমন করা হইতেছে। রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে এই বিষয়টি সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ; অথচ ঠিক এই উল্লেখযোগ্য বিষয়েই মার্ক্‌সের শিক্ষা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে! মার্ক্‌সবাদের সুলভ ভাষ্য অসংখ্য বাহির হইয়াছে ; কোনও ভাষ্যেই এই বিষয়টি উল্লেখ-ই করা হয় নাই। ইহা যেন একটা সেকেলে 'সহজ সারল্য', তাই এই সম্পর্কে নীরব থাকা-ই সমীচীন ; খ্রীষ্টান ধর্ম রাষ্ট্রধর্মের আসনে অভিষিক্ত হইবার পর খ্রীষ্টানেরা যেমন গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক শক্তির দ্বারা মণ্ডিত খ্রীষ্টান ধর্মের 'সহজ সারল্য' বিস্মৃত হইয়াছিল, ইহা যেন ঠিক তেমন-ই।

রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাহিয়ানা হ্রাস করা 'কেবল' সরল আদিম গণতন্ত্রের দাবি বলিয়াই মনে হয়। আধুনিক সুবিধাবাদের অন্যতম 'প্রতিষ্ঠাতা' এবং ভূতপূর্ব সোশাল-ডেমোক্রাট এডুয়ার্ড বের্নষ্টাইন 'আদিম' গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে বারংবার বুর্জোয়াসুলভ ইতর বিদ্রূপের বুলি কপচাইয়াছেন।* বর্তমান কাউট্‌স্কিপন্থীরা সমেত যাবতীয় সুবিধাবাদীদের ন্যায় বের্নষ্টাইনও এই বিষয়টি আদবেই বুঝিতে পারেন নাই যে, কিছুটা পরিমাণে 'আদিম' গণতন্ত্রে 'প্রত্যাবর্তন' ব্যতীত পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ **অসম্ভব** (অন্যথা জনসাধারণের অধিকাংশ এবং এমন কি সমগ্র জনসাধারণ কী করিয়া রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম

* লেনিন এখানে এডুয়ার্ড বের্নষ্টাইনের 'ক্রমবিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র' (ইংরেজি সংস্করণের নাম) বইয়ের উল্লেখ করিতেছেন।—অ।

নির্বাহ করিতে পারে ?) ; দ্বিতীয়তঃ, বের্নষ্টাইন ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'আদিম গণতন্ত্র'এবং প্রাগৈতিহাসিক কিংবা প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক সময়ের আদিম গণতন্ত্র এক-ই বস্তু নয়। পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতি বৃহদাকারে উৎপাদন, কল-কারখানা, রেলপথ, ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি **সৃষ্টি** করিয়াছে, এবং **ইহার ভিত্তিতে** পুরাতন 'রাষ্ট্রশক্তি'র অধিকাংশ কাজকর্ম-ই এত সহজ হইয়া গিয়াছে এবং রেজিষ্ট্রি করা, ফাইল করা ও চেক করার মতো এমন সহজ কাজে পর্যবসিত হইয়াছে যে, অক্ষরজ্ঞান আছে এইরূপ প্রত্যেকটি লোক-ই সে-সব কাজ অনায়াসে করিতে পারে, এবং 'শ্রমিকের-মজুরি'র বিনিময়েই সে-সব কাজ সহজেই সমাধা হইতে পারে ; এবং ঐ সব কাজে বিশেষ সুবিধা-ভোগের অধিকার ও 'সরকারী মর্যাদা' যাহা কিছু থাকে তাহার লেশটুকু পর্যন্ত ছাঁটিয়া নিশ্চিহ্ন করা যইতে পারে (এবং করিতে হইবেও)।

বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত কর্মকর্তাকেই নির্বাচিত হইতে হইবে এবং **যে-কোনও সময়ে** তাহাদের সরাইয়া আনা যাইবে, তাহাদের বেতন কমাইয়া সাধারণ 'শ্রমিকের-মজুরি'র সমান স্তরে নামাইয়া আনা হইবে—এই সব সহজ ও 'স্বতঃপ্রকট, গণতান্ত্রিক বিধান মজুর ও অধিকাংশ কৃষকের স্বার্থকে একেবারে এক করিয়া ফেলে, এবং সেই-সঙ্গে পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার পথে সেতুবন্ধনেরও কাজ করে। এই-সব বিধান রাষ্ট্রের পুনর্গঠন সম্পর্কে, সমাজের শুদ্ধ রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; কিন্তু "অন্যের সম্পদ যাহারা আত্মসাৎ করিয়া ভোগদখল করিতেছে তাহাদের অধিকারচ্যুত করার কাজ" যখন সম্পন্ন হইবে অথবা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলির পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা যখন সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হইবে, তখন অবশ্য ঐ-সব বিধানের অর্থ ও তাৎপর্য পরিপূর্ণ-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। মার্ক্স্ লিখিয়াছেন :

> "বুর্জোয়া-বিপ্লবের প্রধান ধ্বনি হইতেছে সস্তা গভর্নমেণ্ট ; স্থায়ী ফৌজ ও আমলাচক্র—খরচের এই দুইটি সব-চেয়ে বড়ো অঙ্গ বিলোপ করিয়া কমিউন বুর্জোয়া বিপ্লবের সেই প্রধান ধ্বনিকেই বাস্তবে-রূপায়িত করে।"*

খুদে-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশের ন্যায় কৃষককুলের মধ্য হইতে নগণ্যসংখ্যক লোক-ই মাত্র 'উপরে উঠিতে পারে' এবং বুর্জোয়া অর্থে 'সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারে',অর্থাৎ খুব কম-সংখ্যক লোক-ই সংগতিসম্পন্ন, বুর্জোয়া হইয়া উঠিতে পারে, কিংবা বিশেষ-সুবিধা-ভোগী নিরাপদ সরকারী চাকুরি লাভ করিতে পারে।

* 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৮৩।—অ।

(অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই কৃষককুল আছে), এইরূপ প্রত্যেক পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই বিপুলসংখ্যক অধিকাংশ কৃষক-ই গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নির্যাতিত হয়, এবং তাহারা এই গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদ চায় ও 'সস্তা' গভর্নমেণ্ট কামনা করে। **কেবল** মজুর শ্রেণী-ই এই কামনা সার্থক করিয়া তুলিতে পারে; এবং এই কামনা পূরণ করিয়া মজুর শ্রেণী রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অভিমুখে সঙ্গে-সঙ্গে এক কদম অগ্রসর হইয়া যায়।

৩। পার্লামেণ্টী প্রথার বিলোপ

মার্ক্স্ বলিয়াছেন :

> "কমিউন পার্লামেণ্টের মতো একটা সংসদ হইত না, একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা হইত—এক-ই সঙ্গে প্রশাসনকার্যে ও বিধান-প্রণয়নে তৎপর।"
>
> "শাসক শ্রেণীর কোন্ সভ্য পার্লমেণ্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিবে ও তাহাদের দমন করিবে [ver und zertreten], তিন বা ছয় বৎসর অন্তর একবার করিয়া তাহা স্থির করিবার পরিবর্তে, সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের সেবায় নিযুক্ত হইত, যেমন ব্যক্তিগত ভোটাধিকার অন্য প্রত্যেক মালিকের কাজে লাগে তাহার ব্যবসায়ের জন্য মজুর ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ খুঁজিয়া লইবার ব্যাপারে।"*

মার্ক্সের যে-সব উক্তি আজ বিস্মৃত হইয়াছে, ১৮৭১ সালের পার্লামেণ্টীয় প্রথার এই চমৎকার সমালোচনাও সেই সব 'বিস্মৃত উক্তি'র মধ্যে একটি, সোশাল-শভিনিস্ট মনোবৃত্তি ও সুবিধাবাদের কল্যাণেই ইহা ঘটিয়াছে। মন্ত্রী ও আইন-সভার পেশাদার রাজনীতিকেরা, মজুর শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকেরা ও বর্তমান সময়ের 'কেজো' সোশালিস্টরা পার্লামেণ্টী প্রথার সর্বপ্রকার সমালোচনা নৈরাজ্য-বাদীদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছে; এবং পার্লামেণ্টী প্রথার **সমস্ত** সমালো-চনাকেই তাহারা এই অদ্ভুত যুক্তিতে 'নৈরাজ্যবাদ' বলিয়া নিন্দা করে!! ইহা আশ্চর্য নয় যে, যে-সব দেশে পার্লামেণ্টী প্রথা প্রচলিত আছে সেই-সব দেশের মধ্যে 'অগ্রসর' দেশগুলির মজুর শ্রেণী শাইদেমান, ডেভিড, লেগীন, সাঁবা, রেনোদেল, হেণ্ডারসন, ভান্দের্ভেল্দে, স্টাউনিং, ব্রান্টিং, বিস্সলাতি গোষ্ঠীর মতো 'সোশালিস্ট'দের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে; এবং যদিও নৈরাজ্য-সিণ্ডিকালিস্ট

* ঐ, পৃঃ ৭৮, ৮০।—অ।

মতবাদ * সুবিধাবাদের-ই যমজ ভাই, তৎসত্ত্বেও তাহার-ই প্রতি ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

প্লেখানভ, কাউট্স্কি ও অন্যদের হাতে বৈপ্লবিক ডায়ালেক্টিক্স্ শূন্যগর্ভ বাক্যবিলাস ও ঝুমঝুমির ঝংকার মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে; মার্ক্সের কাছে কিন্তু বৈপ্লবিক ডায়ালেক্টিক্স্ কখনও এইরূপ ছিল না। পরিস্থিতি যখন বৈপ্লবিক নয়, বিশেষ করিয়া সেই সময়েও বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী প্রথা রূপ 'আস্তাবল'কে নৈরাজ্যবাদীরা কাজে লাগাইতে পারে নাই; নৈরাজ্যবাদীদের এই অক্ষমতার জন্য তাহাদের সঙ্গ কী করিয়া নির্দয়-ভাবে বর্জন করিতে হয়, মার্ক্স্ তাহা জানিতেন, সেই-সঙ্গে মার্ক্স্ আরও জানিতেন, যথার্থ বৈপ্লবিক মজুর-শ্রেণীর দৃষ্টিতে পার্লামেণ্টী প্রথার কিভাবে সমালোচনা করিতে হয়।

যে-সব দেশে পার্লামেণ্টী-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু আছে, শুধু সেই-সব দেশেই নয়, অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট-তন্ত্রের সারমর্ম হইতেছে এই—শাসক শ্রেণীর কোন্ সভ্য পার্লামেণ্টের মারফত জনগণকে দমন ও নির্যাতন করিবে, কয়েক বৎসর অন্তর একবার করিয়া তাহা স্থির করা।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্ন যদি আমাদের বিবেচ্য হয়, এবং পার্লামেণ্টকে যদি **এই ক্ষেত্রে** মজুর-শ্রেণীর কর্তব্যের দিক হইতে রাষ্ট্রের অন্যতম একটি সংস্থা হিসাবে গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্টী প্রথা হইতে বাহির হইবার উপায় কী? ইহাকে বাদ দিয়া কী ভাবে চলা যায়?

আমরা পুনঃ-পুনঃ এই কথা-ই বলিব যে, কমিউনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্স্ তাহার ভিত্তিতে যে-মতামত গড়িয়া তোলেন, তাহা এমন সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হইয়াছে যে, নৈরাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীলদের সমালোচনা ছাড়া পার্লামেণ্টী প্রথার অন্য কোনও সমালোচনাই আধুনিক 'সোশাল-ডেমোক্রাট'দের (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রতি আজকালকার বিশ্বাসঘাতকদের) নিকট একেবারেই বোধগম্য হয় না।

* নৈরাজ্য-সিণ্ডিকালিস্ট মতবাদ (এনার্কো-সিণ্ডিকালিজ্ম্)। নৈরাজ্যবাদ ও সিণ্ডিকালিস্ট মতবাদের এক খিচুড়ি বিশেষ। এই মতবাদের পরিপোষকেরা রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ট্রেড ইউনিয়ন-ই হইতেছে সংগঠনের একমাত্র রূপ, ধর্মঘট-ই হইতেছে মজুরদের সংগ্রামের একমাত্র রূপ। মার্ক্স্-বিরোধী ফরাসী নৈরাজ্যবাদী প্রুদ'র মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া এই মতবাদ গড়িয়া উঠে।—অ।

প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন-প্রথা বিলোপ করিয়া পার্লামেণ্ট-তন্ত্রের গণ্ডি হইতে বাহির হইবার পথ অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিছক 'মুখর বিপণি' হইতে কার্যনির্বাহক সংস্থায় রূপান্তরিত করিয়াই এই পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

"কমিউন পার্লামেণ্টের মতো একটি সংসদ হইত না, একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা হইত—একই-সঙ্গে প্রশাসনকার্যে ও বিধান-প্রণয়নে তৎপর।"

"পার্লামেণ্টের মতো সংসদ নয়, কার্যনির্বাহক সংস্থা"—এই কথা বলিয়া আজকালকার পার্লামেণ্টী রাজনীতিকদের ও পার্লামেণ্টী সোশাল-ডেমোক্রাট 'আদুরে কুকুরদের' মুখে সরাসরি চপেটাঘাত করা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে সুইৎসারলাণ্ড, ফ্রান্স হইতে ব্রিটেন, নরওয়ে প্রভৃতি যে-সব দেশে পার্লামেণ্টী প্রথা চালু আছে, সেই-সব দেশের যে-কোনও একটির কথা-ই ধরুন; দেখিতে পাইবেন, 'রাষ্ট্রের' আসল কাজকর্ম সেখানে পর্দার অন্তরালেই সমাধা হয়; বিভিন্ন বিভাগ, আপিস ও আমলাদের দিয়াই সম্পন্ন হয়। 'সাধারণ লোক'কে ধোঁকা দিবার বিশেষ উদ্দেশ্যেই পার্লামেণ্টে সভ্যদের বক্তৃতা করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা এত সত্য যে, এমন কি রুশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে* পর্যন্ত যথার্থ পার্লামেণ্ট গড়িয়া উঠিবার পূর্বেই পার্লামেণ্টী প্রথার এই-সব উদ্দেশ্য অবিলম্বে প্রকট হইয়া পড়ে। স্কোবেলেভ, ৎসেরেতেলি, চের্নভ, আভ্‌স্কেন্ত্যেভ প্রমুখ জঘন্য পণ্ডিতমূর্খ নেতারা অত্যন্ত জঘন্য খুদে-বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট-তন্ত্রের আদর্শে সোভিয়েতগুলিকে নিছক মুখর বিপণিতে পরিণত করিয়া কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। সোভিয়েতগুলিতে মহামান্য 'সোশালিস্ট' মন্ত্রীরা বুলি কপচাইয়া ও প্রস্তাব পাস করিয়া সরলবিশ্বাসী কৃষকদের ধোঁকা দিতেছে। সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিকরা যাহাতে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব 'আরামদায়ক' ও 'মোটা মাহিয়ানার' চাকুরি পাইতে পারে এবং জনসাধারণের মনোযোগ যাহাতে বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্টের মধ্যেই এক ধরনের চতুরঙ্গ নৃত্য † চলিয়াছে। ইতিমধ্যে, 'রাষ্ট্রে'র আসল কাজ-কর্ম বিভিন্ন আপিস ও দফ্‌তরগুলিতেই সমাধা হইয়া যাইতেছে।

* মেন্‌শেভিক, সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি প্রভৃতি তথাকথিত 'সোশালিস্ট'দের নেতৃত্বে রুশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রিপাব্‌লিকের আয়ুষ্কাল ১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লবে ৎসারতন্ত্রের পতনের পর হইতে নভেম্বর-বিপ্লব পর্যন্ত।—অ।

† লেনিন এখানে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের পুনঃ-পুনঃ পরিবর্তনের উল্লেখ করিতেছেন। পরিশিষ্টে ২০-সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।—অ।

শাসনকারী সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টির 'জ্যেলো নারদা' ['জনগণের লক্ষ্য'] নামক মুখপত্রে সম্প্রতি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; যে-'সৎ সমাজে' 'সকলেই' রাজনৈতিক ব্যভিচারে লিপ্ত, সেই সমাজের লোকেদের উপযোগী অতুলনীয় অকপটতার সহিত এই প্রবন্ধে স্বীকার করা হইয়াছে যে, মন্ত্রী-পরিষদের যে-সব দফ্‌তর 'সোশালিস্ট'দের (অনুগ্রহপূর্বক কথাটি মাফ কবিবেন) দখলে, এমন কি সেই-সব দফ্‌তরেও গোটা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র-ই কার্যত পূর্ববৎ বহাল রহিয়া গিযাছে, যথাপূর্ব কাজ করিয়া যাইতেছে এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচী 'অবাধে' বানচাল করিয়া দিতেছে *। এইভাবে স্বীকার যদি না-ও কবা হইত, তাহা হইলেও সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের গভর্নমেণ্টে অংশ গ্রহণের প্রকৃত ইতিহাস হইতেই কি তাহা প্রমাণিত হয় না? একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় ইহার মধ্যে এই যে, ক্যাডেটদের সহিত একযোগে মন্ত্রিত্ব করিবার সময় চের্নভ, রুসানভ, জেন্‌জিনভরা এবং 'জনগণের লক্ষ্য' পত্রিকার অন্যান্য সম্পাদকেরা এমন ভাবেই লজ্জার মাথা খাইয়াছেন যে, এই কথা বলিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র সংকোচ-ই 'বোধ করেন না' যে 'তাঁহাদের' মন্ত্রীদের দফ্‌তর-গুলিতে সব কিছু আগের মতোই আছে—ইহা যেন নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার!! গ্রামের সরলমতি লোকেদের ঠকাইবার জন্য বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো, আর পুঁজিপতিদের 'হিতার্থে' আমলাতন্ত্র ও নিয়মকানুনের কড়াকড়ি বজায় রাখা —ইহা-ই হইতেছে 'সম্মানজনক' কোয়ালিশনের **সারমর্ম**। †

বুর্জোয়া সমাজের দুর্নীতিদুষ্ট ও গলিত পার্লামেণ্টী ব্যবস্থার স্থানে কমিউন এমন প্রতিষ্ঠান খাড়া করে, যেখানে আলোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মরীচিকায় পর্যবসিত হইত না; কারণ, সেখানে পার্লামেণ্টের সভ্যদের নিজেদেরই কাজ করিতে হইত, নিজেদের তৈরি আইন নিজেদেরই চালু করিতে হইত, বাস্তব জীবনে সেই আইনের ফলাফল নিজেদেরই পরীক্ষা করিতে হইত, নির্বাচকদের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করিতে হইত। প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান থাকিয়া যায়, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে পার্লামেণ্টী প্রথার অস্তিত্ব

* লেনিন এখানে 'জনগণের লক্ষ্য' পত্রিকার ১১৩শ সংখ্যার (২৯এ জুলাই, ১৯১৭) সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছেন।—অ।

† (১৯১৭) মার্চ-বিপ্লবের পর হইতে নভেম্বর-বিপ্লব পর্যন্ত বিভিন্ন কোয়ালিশন-মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে সোশালিস্ট-রেভেলিউশনারি ও মেন্‌শেভিকদের কার্যকলাপ লেনিন এখানে উল্লেখ করিয়াছেন।—অ।

আর থাকে না; বিধান-প্রণয়ন ও প্রশাসনের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রতীক হিসাবে, প্রতিনিধিদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের ব্যবস্থা হিসাবে পার্লামেণ্টী প্রথার অস্তিত্ব লোপ পায়। প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গণতন্ত্রের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, এমন কি মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্রের কথাও না; কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনা যদি আমাদের পক্ষে শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র না হয়, মেন্‌শেভিক ও সোশালিষ্ট-রেভোলিউশনারিদের মতো, শাইদেমান লেগীন সাঁবা ভান্দের্‌ভেল্‌দের মতো বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন উচ্ছেদ করার অভিপ্রায় যদি আমাদের পক্ষে মজুরদের ভোট জোগাড়ের উদ্দেশ্যে 'নির্বাচনী' জিগীর মাত্র না হইয়া ঐকান্তিক ও আন্তরিক অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্টী প্রথা ছাড়াই গণতন্ত্রের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি এবং অবশ্যই করিব।

এই বিষয়টি লক্ষ্য করিলে খুব-ই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কমিউন ও মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্রের পক্ষে যে-সব আমলা-কর্মচারী আবশ্যক, তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে বলিবার সময়ে মার্ক্‌স্ 'অন্য প্রত্যেক মালিকে'র মজুরদের সহিত, অর্থাৎ 'মজুর ফোরম্যান হিসাবনবীশ' সমেত সাধারণ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবসায়ের মজুরদের সহিত তাহাদের তুলনা করিয়াছেন।

মার্ক্‌স্ 'নুতন' এক সমাজ উদ্ভাবন বা কল্পনা করেন নাই; কল্পনা-বিলাসের চিহ্নমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই। না, নাই। পুরাতন সমাজ হইতে নুতন সমাজের জন্ম, পুরাতন সমাজ হইতে নুতন সমাজে উত্তরণের রূপ মার্ক্‌স্ প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। মজুর-শ্রেণীর একটা গণ-আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করিয়া মার্ক্‌স্ ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিপীড়িত শ্রেণীদের বিরাট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বড়ো-বড়ো বিপ্লবী চিন্তানায়কেরা পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, মার্ক্‌স্‌ও ঠিক তেমন-ই কমিউনের অভিজ্ঞতা হইতে 'শিক্ষা গ্রহণ' করিয়াছেন; বড়ো-বড়ো বিপ্লবী চিন্তানায়কদের ন্যায় মার্ক্‌স্ নিপীড়িত শ্রেণীকে পণ্ডিতি চালে কখনও 'উপদেশ' দেন নাই (যেমন প্লেখানভ দিয়াছিলেন: "তাহাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নাই"; অথবা ৎসেরেতেলি যেমন বলিয়াছিলেন: "প্রত্যেক শ্রেণীরই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য")।

আমলাতন্ত্রকে সর্বত্র সম্পূর্ণ রূপে আশু ধ্বংস করার কথা চিন্তা করা যায় না। সে-চিন্তা একটা কল্পনাবিলাস। কিন্তু পুরানো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে অগৌণে

ধ্বংস করা এবং এমন একটা নূতন যন্ত্র নির্মাণের কাজ তৎক্ষণাৎ শুরু করিয়া দেওয়া যাহার দ্বারা আমরা সর্ববিধ আমলাতন্ত্রকে ক্রমে-ক্রমে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইব—এইরূপ চিন্তা কোনও কল্পনাবিলাস নয়; ইহা কমিউনের অভিজ্ঞতা, বিপ্লবী মজুর-শ্রেণীর ইহা প্রত্যক্ষ ও আশু কর্তব্য।

পুঁজিতন্ত্রে 'রাষ্ট্রীয়' প্রশাসনের কাজকর্ম সহজ হইয়া যায়, 'কর্তাগিরি' বর্জন করা সম্ভব হয়, এবং প্রশাসনের সমগ্র ব্যাপারটিকে (শাসক-শ্রেণী হিসাবে) মজুর-শ্রেণীকে সংগঠিত করার ব্যাপারে পর্যবসিত করা সম্ভব হয়; শাসক-শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী সমগ্র সমাজের নামে 'ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ'দের তাড়া করিয়া কাজ চালাইতে পারে।

আমরা স্বপ্নবিলাসী নই; কী করিয়া অবিলম্বে সর্বপ্রকার প্রশাসন-ব্যাপার ও সর্ববিধ তাঁবেদারি পরিহার করা যায়, এই ধরনের 'স্বপ্নবিলাসে' আমরা মজিয়া থাকি না। মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের ভূমিকা উপলব্ধি করিতে না পারার ফলে নৈরাজ্যবাদীরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; মার্ক্‌স্‌বাদের সহিত এই ধরনের স্বপ্নবিলাসের আদৌ কোনও সম্পর্ক নাই; বস্তুত, নৈরাজ্যবাদীদের এই স্বপ্ন মানুষের পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্থগিত রাখিতেই শুধু প্রয়াস পায়। না, এখন মানুষ যেমন আছে তেমন মানুষকে লইয়াই, তাঁবেদারি নিয়ন্ত্রণ এবং 'ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ' ছাড়া যে-মানুষ চলিতে পারে না, সেইরূপ মানুষকে লইয়াই আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই।

অবশ্য, সমস্ত শোষিত ও মেহনতী জনগণের সশস্ত্র পুরোবাহিনীর, অর্থাৎ মজুর-শ্রেণীর, তাঁবেদারি করিতে হইবে। আমলাদের বিশিষ্ট ধরনের 'কর্তাগিরি' বরবাদ করিয়া তাহার পরিবর্তে 'ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ'দের সহজ কর্মপদ্ধতি চালু করিবার জন্য অবিলম্বে রাতারাতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারা যায় ও অবশ্যই করিতে হইবে; এই-সব সহজ কর্মপদ্ধতি এখন-ই সাধারণ শহরবাসীর সাধ্যায়ত্ত, এবং 'শ্রমিকের-মজুরি'র বিনিময়েই এইরূপ সহজ পদ্ধতিতে কাজকর্ম সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

পুঁজিতন্ত্র ইতিপূর্বেই যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ভিত্তিতে আমরা মজুরেরা নিজেরাই বৃহদাকার উৎপাদন সংগঠন করিব—মজুর হিসাবে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, সশস্ত্র মজুরদের রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে লৌহকঠিন শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিয়া। রাষ্ট্রীয় আমলাদের ভূমিকাকে আমরা নিছক আমাদের আজ্ঞাবহের ভূমিকায় পর্যবসিত করিব (সকল রকমের, সকল ধরনের ও সকল

শ্রেণীর শিল্পকুশলীদের সহায়তায় অবশ্য) দায়িত্বশীল কর্মচারী, যাহাদের ফিরাইয়া আনা হবে, পরিমিত মাহিয়ানার 'ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ' রূপে ইহারা আমাদের আজ্ঞা পালন করিবে। মজুর-শ্রেণী হিসাবে ইহা-ই আমাদের কাজ, মজুর-বিপ্লব সম্পাদনের সময়ে এই কাজ হইতেই আমরা শুরু করিতে পারি এবং অবশ্যই করিব। বৃহদাকার উৎপাদনের ভিত্তিতে এইভাবে কাজ শুরু করিলে সমস্ত আমলাতন্ত্র আপনা হইতেই 'ক্রমশ ক্ষয় হইতে-হইতে লোপ পাইতে' শুরু করিবে, নূতন এক ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থার বর্ণনা দিবার জন্য উদ্ধার-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে না—ক্রমে-ক্রমে গড়িয়া উঠিবে, মজুরি-দাসত্বের সহিত সে-ব্যবস্থার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না, সে-ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষার কাজকর্মগুলি এত সহজ হইয়া যাইবে যে প্রত্যেকেই পালা করিয়া সেই কাজগুলি করিতে পারিবে; সেই-সব কাজ তারপর একটা অভ্যাসে পরিণত হইবে এবং জনসাধারণের এক বিশেষ স্তরের বিশেষ কাজ হিসাবে পরিণামে একেবারে লয় পাইবে।

বিগত শতকের অষ্টম দশকে জর্মানির এক পরিহাস-রসিক সোশাল-ডেমোক্রাট পোস্ট-আপিসকে সোশালিস্ট ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বর্তমান পোস্ট-আপিস রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া ব্যবস্থার ভিত্তিতে সংগঠিত একটি কারবার। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সমস্ত ব্যবসায়-সঙ্ঘই গ্রমে-ক্রমে পোস্ট-আফিসের মতো অনুরূপ ধরনের সংগঠনে রূপান্তরিত হইতেছে; এখানেও এক-ই বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র অত্যধিক কাজের চাপে পীড়িত ও অনশনক্লিষ্ট 'সাধারণ' মেহনতী মানুষের উপর চাপিয়া আছে, কিন্তু সামাজিক কার্য পরিচালনার যন্ত্র এখানে ইতিপূর্বেই আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। পুঁজিপতিদের পরাহত করিতে পারিলে, সশস্ত্র মজুরদের লৌহকঠিন হাতে এই-সব শোষকের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে পারিলে, আধুনিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ধ্বংস করিতে পারিলে, আমরা 'পরগাছা'-মুক্ত ও উন্নত-কৌশলসম্পন্ন একটি যন্ত্র আমাদের হাতের কাছেই পাইব; যন্ত্রকুশলী, ফোরম্যান ও হিসাবনবীশদের ভাড়া করিয়া এবং তাহাদের সকলকে (বস্তুত 'রাষ্ট্রীয়' কর্মচারীদের সকলকেই) সাধারণ শ্রমিকের-মজুরি দিয়া ঐক্যবদ্ধ মজুরেরা নিজেরাই এই যন্ত্রটি স্বচ্ছন্দে চালনা করিতে পারিবে। এই কাজটি একটি মূর্ত ব্যবহারিক কাজ, সমস্ত ব্যবসায়-সঙ্ঘ সম্পর্কেই এই কাজ অবিলম্বে সিদ্ধ হইতে পারে; এই কাজের ফলে মেহনতী জনগণ শোষণ হইতে মুক্তি পাইবে; (বিশেষ-ভাবে রাষ্ট্র-গঠনের ক্ষেত্রে) কমিউন যাহা সম্পাদন করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞতা এই কাজে ব্যবহার করা হইবে।

সমগ্র জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে পোস্ট-আপিসের ব্যবস্থার মতো এমন ভাবে সংগঠিত করা-ই আমাদের আশু উদ্দেশ্য যাহার ফলে যন্ত্রকুশলী, ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ, এবং **সমস্ত** কর্মচারী 'শ্রমিকের-মজুরি' অপেক্ষা বেশি মজুরি পাইবে না, এবং সকলেই সশস্ত্র মজুর-শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের অধীনে থাকিবে। এইরূপ অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন এক রাষ্ট্র-ই আমাদের প্রয়োজন। ইহা প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিয়া পার্লামেণ্টী প্রথার বিলোপ ঘটাইবে। বুর্জোয়াদের হাতে এই-সব প্রতিষ্ঠানের যে-ব্যভিচার হয়, মেহনতী শ্রেণীরা ইহাতে সেই ব্যভিচার হইতে মুক্তি পাইবে।

৪। জাতীয় ঐক্যের সংগঠন

"জাতীয় সংগঠনের যে খসড়া-চিত্র কমিউন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সময় পায় নাই, সেই চিত্রে স্পষ্ট দেখানো হইয়াছে যে কমিউন হইত এমন কি ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও রাজনৈতিক রূপ ··।"*

এই-সব কমিউন হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া প্যারিসে 'জাতীয় প্রতিনিধি-সভা' গঠিত হইবার ব্যবস্থা ছিল।

"কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের পক্ষে তখনও পর্যন্ত যে অল্পসংখ্যক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম থাকিয়া যাইত, সেগুলি বরবাদ করা হইত না—ইচ্ছা করিয়া এইরূপ মিথ্যা বলা হইযাছে যে এই কাজগুলি বরবাদ করা হইত; কমিউনের কর্ম-কর্তাদের, অর্থাৎ আত্যন্তিক-ভাবে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের দিয়া এই কাজগুলি নির্বাহ করা হইত।

"...জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত না, বরং কমিউনের সংবিধানের সাহায্যে সংগঠিত করা হইত। পরোপজীবী আঁচিলের মতো জাতির অঙ্গ হইতে উদ্গত হইয়া সেই জাতি হইতেই স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠতর জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বলিয়া যে-রাষ্ট্রশক্তি নিজেকে জাহির করিত, তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলার ফলে জাতীয় ঐক্য বাস্তবে মূর্ত হইয়া উঠিত। পুরাতন শাসনশক্তির নিছক নিপীড়ক অঙ্গগুলি কাটিয়া বাদ দেওয়া হইত; সেই-সঙ্গে যে-কর্তৃত্ব জোর করিয়া সমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, সেই কর্তৃত্বের কবল

* 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৮০।—অ।

হইতে পুরাতন শাসনশক্তির বৈধ বৃত্তিগুলি কাড়িয়া লইয়া সমাজের দায়িত্বশীল কার্যনির্বাহকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত।"*

এখনকার সোশাল-ডেমোক্রাট সুবিধাবাদীরা মার্ক্‌সের এই-সব মন্তব্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে কী পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে—অথবা, উপলব্ধি করিতে চায় নাই বলিলেই হয়তো ঠিক বলা হইবে—তাহা দলত্যাগী বের্নষ্টাইনের লেখা 'সমাজতন্ত্রের মূলসূত্র ও সোশাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য'-নামক হেরস্ত্রাতস্-তুল্য কুখ্যাত বইতে † বেশ স্পষ্ট-ই প্রকাশ পাইয়াছে।‡ উপরে উদ্ধৃত মার্ক্‌সের অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বের্নষ্টাইন লিখিয়াছেন যে, এই কর্মসূচীর

"রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও প্রধান-প্রধান লক্ষণগুলি লক্ষ্য করিলে, প্রুদঁ'র যুক্তরাষ্ট্রীয়তার সহিত ইহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশ পায়। মার্ক্‌স্ ও 'খুদে-বুর্জোয়া' প্রুদঁ'র মধ্যে [বের্নষ্টাইন 'খুদে-বুর্জোয়া' কথাটি উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে বসাইয়াছেন যাহাতে কথাটি বিদ্রূপের মতো শুনায়] অন্যান্য সব বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এই বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তাধারা যথাসম্ভব মিলিয়া যাইতেছে।"

বের্নষ্টাইন তারপর লিখিয়াছেন যে মিউনিসিপালিটিগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য বাড়িতেছে, কিন্তু

"মার্ক্‌স্ ও প্রুদঁ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির যেরূপ বিলয় [Auflosung] ও তাহাদের সংগঠনের যেরূপ সম্পূর্ণ রূপান্তর [Umwandlung] বর্ণনা করিয়াছেন (প্রাদেশিক বা জিলা পরিষদ্ হইতে প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় পরিষদ গঠিত হইবে, এই প্রাদেশিক বা জিলা পরিষদ্‌গুলি আবার কমিউন হইতে প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে), গণতন্ত্রের প্রথম কাজ সেরূপ হইবে কিনা যাহার ফলে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের পূর্ববর্তী সমস্ত পদ্ধতি-ই সম্পূর্ণ-রূপে

* ঐ, পৃঃ ৮০-৮১।—অ।

† 'এভোলিউশনাবি সোশালিজ্‌ম্' ('ক্রমবিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র') নামে এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইযাছে।—অ।

‡ এশিয়া মাইনরে গ্রীক-অধ্যুষিত য়োনিয়াতে (Ionia) বারোটি নগরের মধ্যে একটি ছিল এফেসস্। সেখানে আর্তেমিস্ দেবীর একটি মন্দির ছিল। জনশ্রুতি আছে, খ্রীসে মাকেদন্-এ পরবর্তী কালের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্সান্দর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সেইদিন রাত্রিতে হেরস্ত্রাতস্ নামক এক ব্যক্তি বিখ্যাত হইবার বাসনায় এফেসস্-এ আর্তেমিস্ দেবীর মন্দিরটি পুড়াইয়া দেয়।—অ।

অন্তর্হিত হইবে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।" (বের্নষ্টাইন, 'মূলসূত্র', জর্মান সংস্করণ, ১৮৯৯, পৃঃ ১৩৪ ও পৃঃ ১৩৬)

"পরোপজীবী আঁচিলের তথা রাষ্ট্রশক্তির বিনাশ" সম্পর্কে মার্ক্‌সের মতামতকে প্রুদঁ'র যুক্তরাষ্ট্রীয়তার অভিমতের সহিত এইভাবে গুলাইয়া ফেলা সত্যই বীভৎস ব্যাপার! কিন্তু ইহা আকস্মিক ঘটনা নয়; কারণ, সুবিধাবাদীর কখনও খেয়ালই হয় না যে, মার্ক্‌স্ এখানে কেন্দ্রিকতার বিরোধী রূপে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার কথা বলিতেছেন না, সমস্ত বুর্জোয়া দেশে প্রচলিত পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের কথা-ই মার্ক্‌স্ এখানে বলিতেছেন।

খুদেবুর্জোয়া-সুলভ কূপমণ্ডূকতা ও 'সংস্কার-প্রবণ' জড়তার সমাজে সুবিধাবাদী তাহার চতুর্দিকে শুধু 'মিউনিসিপালিটি-ই দেখিতে পায়, এবং একমাত্র এই 'মিউনিসিপালিটি'র কথা-ই তাহার মনে হয়। মজুর-বিপ্লবের কথা কিভাবে চিন্তা করিতে হয়, এমন কি তাহাও পর্যন্ত সুবিধাবাদী ভুলিয়া গিয়াছে।

হাস্যকর ব্যাপারই বটে। কিন্তু আশ্চর্য যে, এই বিষয়ে বের্নষ্টাইনের কথার প্রতিবাদ কেহ-ই করেন নাই। অনেকেই, বিশেষভাবে রুশ সাহিত্যে প্লেখানভ এবং ইওরোপীয় সাহিত্যে কাউট্‌স্কি, বের্নষ্টাইনের যুক্তি বহুবার যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু বের্নষ্টাইন যে মার্ক্‌সকে **এইভাবে** বিকৃত করিয়াছেন, সে-বিষয়ে ইঁহাদের কেহ-ই **কিছু-ই** বলেন নাই।

বৈপ্লবিক প্রণালীতে চিন্তা করিতে এবং বিপ্লব বিষয়ে নিবিষ্টভাবে ভাবিতে সুবিধাবাদী এমন-ই ভুলিয়া গিয়াছে যে, 'যুক্তরাষ্ট্রীয়তা'র মতবাদ সে মার্ক্‌সের নামে আরোপ করে এবং নৈরাজ্যবাদের প্রবর্তক প্রুদঁ'র সহিত মার্ক্‌স্‌কে গুলাইয়া ফেলে। প্লেখানভ ও কাউট্‌স্কি গোঁড়া মার্ক্‌স্‌বাদী রূপে পরিচিত হইতে এবং বৈপ্লবিক মার্ক্‌স্‌বাদের শিক্ষা রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইলেও, এই বিষয়ে তাঁহারা চুপ মারিয়া আছেন! মার্ক্‌স্‌বাদ ও নৈরাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে মতামতের চরম অপব্যাখ্যার অন্যতম মূল এইখানেই—এই অপব্যাখ্যা কাউট্‌স্কিপন্থী ও সুবিধাবাদীদের বৈশিষ্ট্য; আমরা পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করিব।

কমিউনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে মার্ক্‌সের যে-বক্তব্য আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার নামগন্ধও নাই। সুবিধাবাদী বের্নষ্টাইন যে-বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, ঠিক সেই বিষয়েই মার্ক্‌স্ প্রুদঁ'র সহিত একমত। বের্নষ্টাইন যে-বিষয়ে মার্ক্‌স্ ও প্রুদঁ'র মধ্যে মতৈক্য লক্ষ্য করিয়াছেন, ঠিক সেই বিষয়েই তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য রহিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র 'বিধ্বস্ত করা'র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্ক্‌স্ ও প্রুদঁ একমত। মার্ক্‌সবাদ এবং (প্রুদঁ ও বাকুনিনের) নৈরাজ্যবাদের মধ্যে এই যে-সাদৃশ্য, কাউট্‌স্কিপন্থী কিংবা সুবিধাবাদী কেহ-ই তাহা লক্ষ্য করিতে চায় না; কারণ, এই বিষয়ে তাহারা নিজেরাই মার্ক্‌সবাদের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

(মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের প্রশ্ন ছাড়াও), ঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার প্রশ্নেই প্রুদঁ ও বাকুনিন উভয়েরই সহিত মার্ক্‌সের মতবৈষম্য ছিল। নৈরাজ্যবাদের খুদেবুর্জোয়া-সুলভ ধারণা হইতে যুক্তিসংগত-ভাবেই নীতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মতবাদ দেখা দেয়। মার্ক্‌স্ ছিলেন কেন্দ্রিকতার পক্ষপাতী। উপরে মার্ক্‌সের যে-বক্তব্য তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানেও মার্ক্‌স্ কেন্দ্রিকতার ধারণা হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। রাষ্ট্র সম্পর্কে খুদেবুর্জোয়া-সুলভ 'কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাস' যাহাদের আছে, শুধু তাহারাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিনাশকে কেন্দ্রিকতার বিলোপ বলিয়া ভুল করিতে পারে।

মজুর-শ্রেণী ও দরিদ্র কৃষককুল যদি রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করিয়া কমিউনের মধ্যে স্বাধীন-ভাবে নিজেদের সংগঠিত করে; পুঁজির বিরুদ্ধে আঘাত হানিতে, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে এবং রেলপথ কল-কারখানা জমি ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানা **সমগ্র** জাতির, সমগ্র সমাজের হাতে হস্তান্তরিত করিতে তাহারা যদি সমস্ত কমিউনের কার্যকলাপ **সম্মিলিত করে**;—তাহা হইলে সে-ব্যবস্থা কি কেন্দ্রিকতা হইবে না? তাহা কি সর্বাপেক্ষা সুসংগত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, অধিকন্তু মজুরশ্রেণী-সম্মত কেন্দ্রিকতা হইবে না?

বের্নষ্টাইন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কেন্দ্রিকতার সম্ভাবনা কল্পনাই করিতে পারেন না। কমিউনগুলি যে স্বেচ্ছায় একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, বুর্জোয়া শাসন ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মজুরদের কমিউনগুলি যে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা বের্নষ্টাইন কল্পনাই করিতে পারেন না। অন্যান্য কূপমণ্ডূকের ন্যায় বের্নষ্টাইনও কেন্দ্রিকতাকে এমন একটা কিছু রূপেই কল্পনা করেন যাহা কেবল আমলাতন্ত্র ও সামরিক চক্রের সাহায্যে, কেবল উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া ও বজায় রাখা সম্ভব।

মার্ক্‌স্ তাঁহার মতামতের বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা যেন পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিয়া ইচ্ছা করিয়াই বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, যাহারা অভিযোগ করে যে কমিউন জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করিতে ও কেন্দ্রীয় শক্তির বিলোপ ঘটাইতে চাহিয়াছিল তাহারা ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলে। বুর্জোয়া, সামরিক,

আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সহিত সচেতন গণতান্ত্রিক মজুরশ্রেণী-সম্মত কেন্দ্রিকতার বৈপরীত্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই মার্ক্‌স্ ইচ্ছাপূর্বক, "জাতীয় ঐক্য···সংগঠিতই করা হইত", এই কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু যে শুনিবেই না তাহার মতো কালা কেহ-ই নাই। সমসাময়িক সোশাল-ডেমোক্রাট সুবিধাবাদীরা রাষ্ট্রশক্তির বিনাশের কথা, পরোপজীবী আঁচিলকে কাটিয়া বাদ দিবার কথা কিছুতেই শুনিতে চায় না।

৫। পরোপজীবী রাষ্ট্রের বিলোপ

এই বিষয়ে মার্ক্‌সের উক্তি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এখন তাহার পরিপূরণ করিতেছি। মার্ক্‌স্ লেখেন:

"যে-ঐতিহাসিক সৃষ্টি সম্পূর্ণ-রূপে নূতন তাহার ভাগ্যে সাধারণত এইরূপ-ই ঘটে যে, সমাজ-জীবনের প্রাচীনতর এমন কি অপ্রচলিত রূপের সহিত যদি তাহার কিছুটাও সাদৃশ্য থাকে, তবে এই নূতন সৃষ্টিকে তাহারই প্রতিরূপ বলিয়া ভুল করা হয়। এই যে নূতন কমিউন, যাহা আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে [*bricht* চুরমার করে], এই নূতন কমিউনকেও সেইরূপ মধ্যযুগীয় কমিউনেরই* প্রতিমূর্তি বলিয়া,...(মঁতেসকিয়্য ও জিরঁদ্যাঁরা† যেমন মনে করিতেন) ছোটো-ছোটো রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া···অতিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে পুরাতন সংগ্রামের একটি অতিরঞ্জিত রূপ বলিয়া···ভুল করা হইয়াছে।···রাষ্ট্র-রূপ পরভোজী জীব সমাজ-রূপ খাদ্যের উপর টিকিয়া আছে, এবং সমাজের স্বাধীন গতি ব্যাহত করিতেছে; সমাজ-

---

* মধ্যযুগে ইতালি ও ফ্রান্সে স্বায়ত্তশাসনাধিকারভোগী শহরগুলিকে বলা হইত 'কমিউন'। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এই শহরগুলি স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক অধিকার লাভ করে। ('কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার'-এর ১৮৯০ সালের জর্মান সংস্করণে এঙ্গেল্‌সের টীকা দ্রষ্টব্য)।—অ।

† জিরঁদ্যাঁ। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের যুগে (১৭৮৯-৯৩) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের দল। বিপ্লবের গতি ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হইতে না দিবার জন্য ইহারা ফ্রান্সকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিয়া বিপ্লবী প্যারিসের নেতৃত্বের ভূমিকা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।—অ।

দেহের যে-সব শক্তিকে এই পরোপজীবী রাষ্ট্র এতকাল গ্রাস করিয়া ছিল, কমিউনের সংবিধান প্রবর্তিত হইলে সমাজ সেই-সব শক্তি ফিরিয়া পাইত। এই একটি মাত্র কাজের ফলেই ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়া যাইত।··· কমিউনের সংবিধানের কল্যাণে গ্রাম্য উৎপাদকেরা তাহাদের জেলার কেন্দ্রীয় শহর-গুলির বুদ্ধিগত নেতৃত্বের অধীনে আসিত, এবং সেখানে শ্রমজীবীদের মধ্যে তাহাদের স্বার্থের স্বাভাবিক জিম্মাদার খুঁজিয়া পাইত। কমিউনের অস্তিত্বের মধ্যেই স্বভাবতই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রশক্তির রাশ টানিয়া ধরিবার জন্য আর নয়—রাষ্ট্রশক্তি তখন অতিরিক্ত অনাবশ্যক।"*

'রাষ্ট্রশক্তির বিনাশ', ইহা একটা 'পরোপজীবী আঁচিল'; ইহার 'ছেদন', ইহার 'বিনাশ-সাধন', 'রাষ্ট্রশক্তি তখন অতিরিক্ত অনাবশ্যক';—কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ও যাচাই করিবার সময়ে মার্ক্স্ রাষ্ট্র সম্পর্কে এই-সব কথা ব্যবহার করিয়াছেন।

পঞ্চাশ বছরের কিছু কম সময় হইল এই-সব কথা লেখা হইয়াছে; অথচ মার্ক্সের বিশুদ্ধ তত্ত্ব জনসাধারণের গোচরে আনিতে হইলে আজ যেন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিতে হয়। যে-বিরাট বিপ্লবের মধ্যে মার্ক্সের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবকে পর্যবেক্ষণ করিয়া মার্ক্স্ তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; আজ যখন পরবর্তী বিরাট মজুর-বিপ্লবের সময় উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক তখন-ই মার্ক্সের সেই সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হইয়াছে।

"কমিউনের অসংখ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; বিভিন্ন স্বার্থ নিজের-নিজের অনুকূলে কমিউনের ব্যাখ্যা করিয়াছে; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কমিউন ছিল একটি পুরাপুরি প্রসারক্ষম রাষ্ট্র-রূপ, অথচ গভর্নমেণ্টের পূর্ববর্তী সমস্ত রূপ-ই ছিল মূলত পীড়ন-পরায়ণ। ইহার যথার্থ রহস্য হইতেছে এই: কমিউন ছিল মূলত **মজুর-শ্রেণীর নিজস্ব গভর্নমেণ্ট**; অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করিয়া যাহারা ভোগদখল করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর যে-সংগ্রাম, এই কমিউন ছিল সেই সংগ্রামেরই ফল বিশেষ; যে রাজনৈতিক রূপের আধারে মজুরের আর্থিক মুক্তি সম্ভব হইতে পারে, কমিউন ছিল অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক রূপ।

'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৮১-৮২।—অ।

"এই সর্বশেষ শর্তটি ছাড়া কমিউনের সংবিধান হইত অসম্ভব ও মিথ্যা মরীচিকা।"*

যে রাজনৈতিক রূপের আওতায় সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হইতে পারে, কল্পনাবিলাসীরা সেই রূপ 'আবিষ্কার' করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের রূপের প্রশ্নটিকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে। আধুনিক সোশাল-ডেমোক্রাট সুবিধাবাদীরা পার্লমেণ্ট-মার্কা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া রাজনৈতিক রূপকেই চরম সীমা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যাহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নয়; এই বিগ্রহের দ্বারে ধর্না দিয়া তাহারা কপাল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই-সব রূপ **ভাঙ্গিয়া ফেলিবার** প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে তাহারা নৈরাজ্যবাদ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে।

সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া মার্ক্স্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাষ্ট্র অন্তর্হিত হইতে বাধ্য, এবং তাহার অন্তর্ধানের সংক্রমণ-পর্বে (রাষ্ট্র হইতে অ-রাষ্ট্রে সংক্রমণ) রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে 'শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'র রূপ। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ স্তরের রাজনৈতিক **রূপ আবিষ্কার** করিতে মার্ক্স্ আত্মনিয়োগ করেন নাই। ফ্রান্সের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার মধ্যে মার্কস্ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন; ১৮৫১ সাল যে-উপসংহারে উপনীত হইয়াছিল—অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিনাশের অভিমুখে ঘটনাবলীর অগ্রগতি—মার্ক্স্ তাহার আলোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন যখন বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল, সে-আন্দোলন ব্যর্থ এবং ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হইলেও, তাহার স্পষ্ট দুর্বলতা থাকিলেও, যে-রাষ্ট্ররূপ সে-আন্দোলনে **আবিষ্কৃত** হইয়াছিল, মার্ক্স্ তাহা পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন।

মজুর-শ্রেণীর বিপ্লবের ফলে যে-রূপ 'অবশেষে আবিষ্কৃত' হইল, কমিউন-ই হইতেছে সেই রূপ; এই রূপের আধারে শ্রমজীবীর আর্থনীতিক মুক্তি সম্ভব হইতে পারে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র **বিধ্বস্ত করিবার** জন্য মজুর-বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা হইল

---

* ঐ, পৃঃ ৮৩।—অ।

কমিউন ; এই কমিউন-ই হইল 'অবশেষে আবিষ্কৃত' সেই রাজনৈতিক রূপ যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে এবং অবশ্যই করিবে।

আমরা পরে দেখিব যে, ১৯০৫ ও ১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লব ভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন অবস্থায় কমিউনের কাজকেই আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে এবং মার্ক্‌সের প্রতিভাদীপ্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি : এঙ্গেল্‌সের পরিপূরক ব্যাখ্যা

কমিউনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য সম্পর্কে মূল বিষয়গুলি মার্ক্‌স্ নির্দেশ করিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্‌ও পুনঃ-পুনঃ এই এক-ই প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কখনও-কখনও এই প্রশ্নের অন্যান্য দিকগুলি এঙ্গেল্‌স্ এমন জোরালো ও স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যাখ্যা পৃথক ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

১। 'বাসস্থানের সমস্যা'

(১৮৭২ সালে রচিত) 'বাসস্থানের সমস্যা'-নামক গ্রন্থে এঙ্গেল্‌স্ ইতিপূর্বেই কমিউনের অভিজ্ঞতা বিচার করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপ্লবের কর্তব্য সম্বন্ধে বহু বার আলোচনা করিয়াছেন। কৌতুকের সহিত ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই মূর্ত বিষয়ের আলোচনায় দুইটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে: বর্তমান রাষ্ট্র ও মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে যে-সব বিষয়ে সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ যে-সব লক্ষণ থাকার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে, এক দিকে সেই-সব লক্ষণ আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়াছে, অন্য দিকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশক লক্ষণগুলি, অথবা, রাষ্ট্রের বিলোপে সংক্রমণের ব্যাপারটিও ও আলোচনায় স্পষ্ট রূপে প্রকট হইয়াছে।

> "বাসস্থানের সমস্যা তাহা হইলে কী উপায়ে সমাধান করিতে হইবে? বর্তমান সমাজে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ন্যায় এই সমস্যাও সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে একটা আর্থনীতিক সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাধান করা হয়; এই ধরণের সমাধানের ফলে কিন্তু ঐ এক-ই সমস্যা আবার নূতন করিয়া দেখা দেয়, আর তাই ইহা আদবেই কোনও সমাধান-ই নয়। সামাজিক বিপ্লব কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করিবে, তাহা শুধু তদানীন্তন অবস্থার উপরই নির্ভর করে না, আরও সুদূরপ্রসারী সমস্যার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে; এই-সব সুদূরপ্রসারী সমস্যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হইতেছে

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য লোপের সমস্যা। ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠনের জন্য কাল্পনিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা আমাদের কাজ নয়, তাই এই সম্পর্কে আলোচনা করাতে শুধুই সময় নষ্ট। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত : বড়ো-বড়ো শহরে বাসোপযোগী বাড়ি যথেষ্টই আছে, যুক্তিসংগত উপায়ে এই বাড়িগুলি ব্যবহার করিলে সত্যকার 'বাসস্থানের ঘাটতি'র অবিলম্বে প্রতিবিধান হইতে পারে। অবশ্য, এই-সমস্ত বাড়ির বর্তমান মালিকদের অধিকারচ্যুত করিয়া সেই-সব বাড়িতে গৃহহীন মজুরদের কিংবা যে-সব মজুর তাহাদের পুরানো বাসস্থানে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া আছে তাহাদের আশ্রয় দিয়া-ই কেবল ইহা হইতে পারে; মজুর-শ্রেণী রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই, জনকল্যাণের স্বার্থে প্রণোদিত এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসে কার্যকর করা যাইতে পারে, বর্তমান রাষ্ট্র যেমন সহজেই নানা বিষয়ে মানুষের অধিকার কাড়িয়া নেয় এবং সামরিক প্রভৃতি কাজের জন্য বাসস্থান দখল করে।"*

এখানে রাষ্ট্রশক্তির রূপ-পরিবর্তনের কথা আলোচনা করা হয় নাই, রাষ্ট্র-শক্তির কার্যকলাপের বিষয়-বস্তুই কেবল আলোচনা করা হইয়াছে। এমন কি বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির তরফেও হুকুম জারি করিয়া বাড়ির মালিকদের অধিকারচ্যুত করিয়া সেই-সব বাড়ি দখল করা হইয়া থাকে। মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্রও বাড়ির বর্তমান মালিকদের অধিকারচ্যুত করিয়া বাড়ি দখলের বিধিবৎ 'আদেশ' দিবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুরানো প্রশাসন-যন্ত্রকে অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সহিত সংশ্লিষ্ট আমলাতন্ত্রকে মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্রের আদেশ পালনে নেহাতই অনুপযুক্ত দেখা যাইবে।

"...ইহা বলিতেই হইবে যে, মেহনতী জনগণ কর্তৃক শ্রমের উপকরণ 'কার্যত দখল করা' এবং সমগ্র শিল্প অধিকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারটি প্রুদঁ'র 'ক্রমে-ক্রমে কিনিয়া লওয়া'র মতবাদের ঠিক বিপরীত। প্রুদঁ'র ব্যবস্থা অনুসারে, একজন মজুর ব্যক্তিগত-ভাবে একটি বাসাবাড়ি একখণ্ড জোতজমি, ও শ্রমের হাতিয়ারের মালিক হয়; কিন্তু অপর ব্যবস্থা অনুসারে, 'মেহনতী জনগণ' সমষ্টিগত-ভাবে ঘরবাড়ি কল-কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারের মালিক হয়; এবং খরচা বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় না করিয়া তাহারা ব্যক্তি বা সমিতি বিশেষকে অন্তত সংক্রমণ-কালে এইগুলির উপস্বত্ব কদাচিৎ ভোগ করিতে দিবে; ঠিক যেমন জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা মানেই জমির

* 'বাসস্থানের সমস্যা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ৫১-৫২।—অ।

খাজনা লোপ করা নয়, বরং, পরিবর্তিত রূপে হইলেও, সমাজের হাতে সেই খাজনা কেবল তুলিয়া দেওয়া। সুতরাং মেহনতী জনগণ শ্রমের সমস্ত উপকরণ কার্যত দখল করিয়া লইলেই যে খাজনা-সম্পর্ক বরবাদ হইয়া যায় তাহা নয়।"*

রাষ্ট্রের ক্রম-তিরোধানের অর্থনৈতিক কারণ এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র; পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিব। এঙ্গেল্‌স্ খুব সতর্ক ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র খরচ বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় না করিয়া 'অন্তত সংক্রমণ-কালে' বাড়িঘর 'কদাচিৎ' ব্যবহার করিতে দিবে। সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত বাসস্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দিতে হইলে ভাড়া আদায়, কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রন, ও বাড়িগুলি বিলি করিয়া দিবার বিশেষ একটা মান আগে হইতেই স্বীকাব করিয়া লইতে হয়। এই-সব কাজের জন্য কোনও রকমের এক রাষ্ট্র-শক্তি চাই; কিন্তু ইহার জন্য বিশেষ-অধিকার-ভোগী পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত বিশেষ কোনও সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের আদবেই প্রয়োজন হয় না। যে-অবস্থায় বিনা খাজনায় বাসস্থান ভাড়া দেওয়া সম্ভব হইবে, বর্তমান অবস্থা হইতে সেই অবস্থায় সংক্রমণের প্রশ্ন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ 'ক্রম-তিরোধানের' প্রশ্নের সহিত জড়িত।

কমিউনের পূরে এবং কমিউনের অভিজ্ঞতার ফলে ব্লাঁকিপন্থীরা তাহাদের নীতি পরিত্যাগ করিয়া মার্ক্‌সীয় নীতি গ্রহণ করে, ব্লাঁকি-পন্থীদের এই নীতি-পরিবর্তনের কথা বলিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স্ প্রসঙ্গক্রমে মার্ক্‌সীয় নীতি নিম্নলিখিত ভাবে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন :

"...মজুর শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার আবশ্যকতা, এবং শ্রেণী-বিলোপ ও সেই-সঙ্গে রাষ্ট্র-বিলোপে সংক্রমণের পর্যায় হিসাবে মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের আবশ্যকতা..."(পৃ : ৫৫)।†

এখানে 'রাষ্ট্রের বিলোপ' স্বীকার করা হইয়াছে; 'আন্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থ হইতে আগে ‡ যে-অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানে এই সূত্রকে নৈরাজ্যবাদী সূত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে; চুলচেরা সমালোচনায় যাহাদের আসক্তি, বুর্জোয়া "মার্ক্‌সবাদ-উচ্ছেদকারী" যাহারা, তাহারা হয়তো উক্ত স্বীকৃতি ও

* ঐ, পৃঃ ১৫৫-৫৬।—অ।

† ঐ, পৃঃ ১২৬।—অ।

‡ দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৭-১৮।—অ

অস্বীকৃতির মধ্যে অসংগতি দেখিতে পাইবে। সুবিধাবাদীরা যদি এঙ্গেল্‌সকেও 'নৈরাজ্যবাদী' বলিয়া ছাপ মারিয়া দেয়, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; কারণ আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নৈরাজ্যবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করার অভ্যাস সোশাল-শভিনিস্টদের মধ্যে বর্তমানে ক্রমশই প্রসারলাভ করিতেছে।

শ্রেণী-বিলোপের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রেরও যে বিলোপ ঘটিবে—এই শিক্ষা মার্ক্‌স্‌বাদ বরাবরই দিয়া আসিয়াছে। 'আন্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থে 'রাষ্ট্রের ক্রমবিলোপ' সম্পর্কে যে-সুবিদিত অনুচ্ছেদ আছে, সেখানে নৈরাজ্যবাদীদিগকে নিছক রাষ্ট্র-বিলোপের পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করা হয় নাই; 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে' রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটানো সম্ভব, এই মত প্রচারের জন্যই নৈরাজ্যবাদীদের সেখানে নিন্দা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র-বিলোপের প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদের সহিত মার্ক্‌স্‌বাদের যে-সম্পর্ক আছে, বর্তমানে প্রচলিত 'সোশাল-ডেমোক্রাটিক' মতবাদ সেই সম্পর্ককে সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত করিয়া দেখাইতেছে; এই কারণে নৈরাজ্যবাদীদের সহিত মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের একটা বিশেষ বিতর্কের কথা স্মরণ করা এখানে খুবই দরকার।

২। নৈরাজ্যবাদীদের সহিত বিতর্ক

এই বিতর্ক হইয়াছিল ১৮৭৩ সালে। প্রুদঁপন্থী, 'স্বায়ত্তশাসনবাদী' বা 'কর্তৃত্ব-বিরোধী'দের বিরুদ্ধে মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ তখন একখানি ইতালীয় সোশালিস্ট বার্ষিকীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; পরে ১৯১৩ সালে এই-সব প্রবন্ধ জর্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া 'নয়্‌এৎসাইট্‌'-নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়[+]। নৈরাজ্যবাদীরা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অস্বীকার করে বলিয়া মার্ক্‌স্‌ তাহাদের বিদ্রূপ করিয়া লেখেন:

"মজুর-শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করে, মজুর-শ্রেণী যদি বুর্জোয়া-শ্রেণীর একাধিপত্যের স্থানে তাহাদের নিজেদের বৈপ্লবিক একাধিপত্য[৩০] কায়েম করে, তাহা হইলে তাহারা নীতি লঙ্ঘনের সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী হইয়া পড়ে; কারণ, অস্ত্র ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র লোপ করিবার পরিবর্তে, মজুর-শ্রেণী তাহাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ ইতর প্রয়োজন পূরণের জন্য

+ মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের এই রচনা যথাক্রমে 'রাজনৈতিক ঔদাসীন্য' ও 'কর্তৃত্ববাদী নীতি সম্পর্কে' নামে 'নবযুগ' পত্রিকার ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় ১৯১৩-১৪ সালে প্রকাশিত হয়।—অ।

এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে একটা বৈপ্লবিক ও সংক্রমণকালীন রূপ দান করে।...” (নয়্‌এৎ সাইট্‌’, ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯১৩-১৪, পৃঃ ৪০)

এই ভাবে [অর্থাৎ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া] রাষ্ট্র ‘লোপ করা’! নৈরাজ্যবাদীদের মত খণ্ডন করিতে গিয়া মার্ক্‌স্‌ একান্তভাবে এই ধরনের রাষ্ট্র-‘বিলোপে’র প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করিয়াছেন। শ্রেণী-বিভাগ যখন অন্তর্হিত হইবে রাষ্ট্রও তখন অন্তর্হিত হইবে, অথবা, শ্রেণী-বিলোপের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটিবে—মার্ক্‌স্‌ এই মতবাদের বিরোধিতা করেন নাই। মজুরদের পক্ষে অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত হইবে না, সংগঠিত বল **অর্থাৎ রাষ্ট্র**, যাহা ‘বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে’ কাজে লাগিবে, তাহাকে কাজে লাগানো উচিত হইবে না—মার্ক্‌স্‌ এই প্রকার প্রতিজ্ঞারই বিরোধিতা করিয়াছেন।

নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মার্ক্‌সের বিতর্কের অর্থ যাহাতে বিকৃত করা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে মার্ক্‌স্‌ মজুর-শ্রেণীর পক্ষে আবশ্যকীয় রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক ও **সংক্রমণকালীন** রূপের উপর ইচ্ছা করিয়াই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। মজুর-শ্রেণীর নিকট রাষ্ট্রের প্রয়োজন শুধু কিয়ৎকালের জন্য। **লক্ষ্য** হিসাবে রাষ্ট্রের বিলোপের প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীদের সহিত আমাদের আদবেই মতভেদ নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলি যে, এই লক্ষ্য সাধনের জন্য শোষকদের **বিরুদ্ধে** রাষ্ট্রশক্তির উপকরণ সংগতি ও পদ্ধতিগুলি অস্থায়ী ভাবে অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে, ঠিক যেমন শ্রেণী-বিলোপের জন্য নিপীড়িত শ্রেণীর একাধিপত্য সাময়িকভাবে আবশ্যক। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মার্ক্‌স্‌ তাঁহার মত ও নীতি বর্ণনা করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা তীব্র ও স্পষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন : পুঁজিপতিদের জোয়াল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া মজুরদের কি উচিত ‘অস্ত্র সংবরণ করা’, না, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার জন্য উচিত তাহাদের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা? এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর-এক শ্রেণীর নিয়মিত-ভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের একটা ‘সংক্রমণকালীন রূপ’ নয় তো কী?

প্রত্যেক সোশাল-ডেমোক্রাট নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন : নৈরাজ্যবাদীদের সহিত আলোচনায় রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে তিনি কি **এই ভাবে** উপস্থাপিত করিয়াছেন? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত সরকারি সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির অধিকাংশ কি **এই ভাবে** প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করিয়াছে?

এঙ্গেল্‌স্‌ ঐ এক-ই ধারণা আরও বিস্তারিত ভাবে, জনসাধারণের পক্ষে আরও

বেশি বোধগম্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রুঁদপন্থী, যাহারা নিজেদের 'কর্তৃত্ব-বিরোধী' বলিত অর্থাৎ যাহারা সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব, সর্বপ্রকারের আজ্ঞানুবর্তিতা ও সর্বপ্রকারের ক্ষমতা অস্বীকার করিত, এঙ্গেল্‌স্ সর্বপ্রথমে তাহাদের জগাখিচুড়ি ধারণাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্ বলেন: একটা কারখানা, একটা রেলপথ, উন্মুক্তসমুদ্রবক্ষে একখানা জাহাজের কথা ধরুন—যন্ত্রের ব্যবহার ও বহু লোকের সুব্যবস্থিত সহযোগিতাই এই-সব জটিল শিল্পযন্ত্রের ভিত্তি; কিছু পরিমাণ আজ্ঞানুবর্তিতা আর তাই কিছু পরিমাণ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা ব্যতীত এই-সব জটিল শিল্পযন্ত্রের কোনও একটিও কি চলিতে পারে? এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন:

> অতি-উৎকট কর্তৃত্ববিরোধীদের বিরুদ্ধে আমি যখন এই-সব যুক্তি প্রয়োগ করি, তখন তাহারা এই উত্তরই শুধু দিতে পারে: হ্যাঁ, ইহা সত্য, কিন্তু, যে-কর্তৃত্ব আমরা নিজেদের প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করি, সেইরূপ কর্তৃত্বের প্রশ্ন এখানে নয়, এখানে প্রশ্নটা হইতেছে **বরং ভার অর্পণের**'! এই লোকগুলি মনে করে যে, নাম বদলাইয়াই তাহারা জিনিসটিকেও বদলাইয়া ফেলিতে পারে…।"

এঙ্গেল্‌স্ এইভাবে দেখান যে, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন আপেক্ষিক শব্দ, সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তাহাদের প্রয়োগক্ষেত্রও বিভিন্ন হয়, এবং এই সংজ্ঞা দুইটিকে পরম বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসংগত; এঙ্গেল্‌স্ আরও বলেন যে, যন্ত্র ও বৃহদাকার উৎপাদনের প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে—তারপর এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃত্বের সাধারণ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের প্রশ্নে চালয়া আসেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> "স্বায়ত্তশাসনবাদীরা যদি এই কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত যে, উৎপাদন-সম্পর্ক কর্তৃত্বের অবশ্যম্ভাব্যতার যে-সীমা নির্ধারণ করিবে, ভবিষ্যতের সমাজ-সংগঠনে কর্তৃত্ব শুধু সেই সীমার মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকিবে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত একটা বুঝাপড়ায় আসা সম্ভব হইত; কিন্তু যে-সব ঘটনার ফলে কর্তৃত্বের প্রয়োজন ঘটে, সেই-সব ঘটনার প্রতি তাহারা অন্ধ, এবং শুধু একটি কথার বিরুদ্ধেই তাহারা উত্তেজিত ভাবে লড়াই করে।
>
> "কর্তৃত্ববিরোধীরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীৎকার করাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না কেন? সমস্ত সোশালিস্ট-ই এই বিষয়ে একমত যে, আগামী সমাজ-বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র ও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লোপ পাইবে; অর্থাৎ সরকারি কাজকর্মের রাজনৈতিক প্রকৃতি লোপ পাইবে, এই-সব কাজ যথার্থ সামাজিক স্বার্থের উপর নজর

রাখার মতো সহজ প্রশাসন-ব্যাপারে পরিণত হইবে। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করে, যে-সব সামাজিক অবস্থার মধ্য হইতে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে সেই-সব অবস্থা লোপ পাইবার আগেই রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে এক আঘাতে নিশ্চিহ্ন করা উচিত। তাহারা দাবি করে, সমাজ-বিপ্লবের প্রথম কাজ-ই হওয়া উচিত কর্তৃত্ব বিলোপ করা।

"এই-সব ভদ্রলোক বিপ্লব কখনও দেখিয়াছেন কি? বিপ্লব নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্বমূলক ব্যাপার—যত কর্তৃত্বমূলক হওয়া সম্ভব। বিপ্লব হইতেছে এমন একটি কর্মকাণ্ড যাহাতে জনসাধারণের এক অংশ বন্দুক সঙ্গিন কামান অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্বমূলক উপায়ের সাহায্যে অপর এক অংশের উপর তাহার ইচ্ছা চাপাইয়া দেয়; এবং বিজয়ী দলের অস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে যে-ভীতির উদ্রেক করে, সেই ভীতি সঞ্চারের উপায় অবলম্বন কবিয়া-ই বিজয়ী দল তাহার আধিপত্য বজায় রাখিতে অবশ্যম্ভাবী রূপে বাধ্য হয়। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করিলে প্যারিস কমিউন কি এক দিনের জন্যও টিকিতে পারিত। এই কর্তৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় নাই বলিয়া কমিউনকে ভৎর্সনা করা-ই বরং উচিত নয় কি? আর তাই হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা জানে না তাহারা কী বলিতেছে এবং সে-ক্ষেত্রে তাহারা শুধু সংশয়-ই সৃষ্টি করে, না হয়, তাহারা জানিয়া-শুনিয়াই বলিতেছে এবং সে-ক্ষেত্রে তাহারা মজুর-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই তাহারা শুধু প্রতিক্রিয়ার স্বার্থ-ই চরিতার্থ করে।" (পৃঃ ৩৯)

এই আলোচনায় কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে: রাষ্ট্রের 'ক্রম-তিরোধানে'র কালে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতে হইবে (পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে)। এই প্রশ্নগুলি হইতেছে: সরকারি কাজকর্মের রাজনৈতিক প্রকৃতি লোপ পাইয়া সহজ প্রশাসন-ব্যাপারে রূপান্তর, এবং 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র'। এই শেষ কথাটি [অর্থাৎ 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র'] বিশেষভাবে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে; এই কথাটি রাষ্ট্রের 'ক্রম-তিরোধানে'র প্রক্রিয়া নির্দেশ করে: ক্রম-তিরোধানের একটা বিশেষ স্তরে মুমূর্ষু রাষ্ট্রকে অ-রাজনৈতিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে।

এঙ্গেল্‌সের রচনা হইতে যে-অনুচ্ছেদ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেখানে

সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এঙ্গেল্‌সের বক্তব্য বর্ণনার ভঙ্গি। এঙ্গেল্‌সের শিষ্য হইবার অভিলাষে সোশাল-ডেমোক্রাটরা ১৮৭৩ সাল হইতে লক্ষ-লক্ষ বার নৈরাজ্যবাদীদের সহিত এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছে; কিন্তু মার্ক্‌সবাদীরা যেভাবে আলোচনা করিতে পারে এবং যেভাবে তাহাদের আলোচনা করা উচিত, সোশাল-ডেমোক্রাটরা সেভাবে আলোচনা করে নাই। রাষ্ট্রের বিলোপ সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের ধারণা একটা গোলমেলে খিচুড়ি বিশেষ এবং **অবৈপ্লবিক** ধারণা—এঙ্গেল্‌স্ এই ভাবেই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিপ্লবের অভ্যুত্থান ও বিকাশ এবং বল-প্রয়োগ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপ্লবের বিশিষ্ট কাজ—বিপ্লবের ঠিক এই রূপ ও ভূমিকা-ই নৈরাজ্যবাদীরা লক্ষ্য করিতে চায় না।

আধুনিক সোশাল-ডেমোক্রাটদের হাতে নৈরাজ্যবাদের চল্‌তি সমালোচনা খাঁটি কূপমণ্ডুকসুলভ ইতরামিতে পর্যবসিত হইয়াছে: "আমরা রাষ্ট্রকে স্বীকার করি, নৈরাজ্যবাদীরা কিন্তু করে না!" বিপ্লবীমনা মজুর যাহারা আদৌ চিন্তা করে, এইরূপ ইতরামিতে স্বভাবতই তাহারা বিরক্ত হইবেই। এঙ্গেল্‌স্ বলেন ভিন্ন কথা; তিনি জোর দিয়া বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের অন্তর্ধান সকল সোশালিস্ট-ই স্বীকার করে। তারপর এঙ্গেল্‌স্ বিশেষভাবে বিপ্লবের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করেন; সোশাল ডেমোক্রাটরা সুবিধাবাদের বশে ঠিক এই প্রশ্নটিকেই সাধারণত এড়াইয়া যায়, অথবা, বলিতে গেলে, তাহারা এই প্রশ্নটির 'সমাধানের ভার' একান্তভাবে নৈরাজ্যবাদীদের হাতেই ছাড়িয়া দেয়। এঙ্গেল্‌স্ প্রশ্নটি এড়াইয়া যান নাই, সাহসের সহিত সোজাসুজি প্রশ্নটিকে এইরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন: **রাষ্ট্রের** অর্থাৎ শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত সশস্ত্র মজুর-শ্রেণীর **বৈপ্লবিক** ক্ষমতা **আরও বেশি** ব্যবহার করা কি কমিউনের পক্ষে উচিত ছিল্ না?

বর্তমান কালের সরকারি সোশাল-ডেমোক্রাটরা বিপ্লবে মজুর শ্রেণীর নির্দিষ্ট মূর্ত কর্তব্য কী, সে-প্রশ্ন পণ্ডিতমূর্খের ন্যায় বিদ্রূপ-ভরে উড়াইয়া দেয় অথবা বড়ো-জোর 'অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক' এই কুট যুক্তি দেখাইয়া এড়াইয়া যায়। আর তাই সোশাল-ডেমোক্রাটদের সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের এই উক্তি যুক্তিসংগতই যে, সোশাল-ডেমোক্রাটরা মজুর-শ্রেণীকে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিবার কর্তব্য পালনে অবহেলা করিতেছে। ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মজুর শ্রেণীর কী করা উচিত এবং কী উপায়ে তাহা করা উচিত, সে-সম্পর্কে মূর্ত ভাবে আলোচনা

করার উদ্দেশ্যেই এঙ্গেল্‌স্ গত মজুর-বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

৩। বেবেল-কে লেখা পত্র

মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনাসম্ভারের মধ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা না হইলেও অন্যতম উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮এ মার্চ তারিখে বেবেল-কে লেখা এঙ্গেল্‌সের পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যত দূর জানা যায় ১৯১১ সালে বেবেল তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'র [Aus meinem Leben] দ্বিতীয় খণ্ডে এই পত্র* সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন—অর্থাৎ, চিঠি লেখা ও ডাকে দেওয়ার ছত্রিশ বছর পরে।

ব্রাক্কে-কে লেখা বিখ্যাত পত্রে** [১৮৭৫ সালের ৫ই মে লণ্ডন হইতে লিখিত] মার্ক্‌স্ গোথা কর্মসূচীর যে-খসড়ার সমালোচনা করিয়াছিলেন, এঙ্গেল্‌স্‌ও সেই এক-ই খসড়ার সমালোচনা করিয়া বেবেল-কে চিঠি লেখেন। বিশেষ-ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্ন সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্ বলেন [দ্রষ্টব্য 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ২৯৮]:

"...স্বাধীন জনরাষ্ট্র রূপান্তরিত হইয়াছে স্বাধীন রাষ্ট্রে। কথাগুলির ব্যাকরণ-গত অর্থ অনুসারে স্বাধীন রাষ্ট্র হইতেছে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের সম্পর্কে স্বাধীন, আর তাই যে-রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট যথেচ্ছচারী। রাষ্ট্র বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, কমিউনকে সেই অর্থে আর রাষ্ট্র বলা চলিত না, বিশেষ-ভাবে এই কমিউনের পরে রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত অর্থহীন প্রলাপ বন্ধ করা উচিত। প্রুদঁ'র বিরুদ্ধে লেখা মার্ক্‌সের গ্রন্থে† এবং পরে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ‡ এই কথা যদিও সুনির্দিষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে যে, সমাজ-

---

* দ্রষ্টব্য 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলিকাতা, পৃঃ ২৯৪-৩০০।—অ।

** দ্রষ্টব্য 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১৩-১৫। অ।

† অর্থাৎ 'দর্শনের দৈন্য'। বর্তমান বইয়ের ২য় অধ্যায়ের প্রথমেই (পৃঃ ২৬) 'দর্শনের দৈন্য' গ্রন্থ হইতে যে-অনুচ্ছেদটি লেনিন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এঙ্গেল্‌স্ এখানে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন।—অ।

‡ "বিকাশের গতিপথে শ্রেণীবৈষম্য যখন লোপ পাইবে,...রাষ্ট্রশক্তির রাজনৈতিক

তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা হইতে মিলাইয়া যাইবে [sich auflost] এবং লোপ পাইবে, তবুও নৈরাজ্যবাদীরা বহুদিন যাবৎ 'জনরাষ্ট্র' কথাটি আমাদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে, তাহাদের সবলে দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যে-সংক্রমণ-কালীন প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রামে বিপ্লবে ব্যবহার করিতে হয়, রাষ্ট্র হইতেছে সেই প্রতিষ্ঠান; সুতরাং, স্বাধীন জনরাষ্ট্র, এই কথা বলার কোন-ই অর্থ হয় না। মজুর-শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্র আবশ্যক স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, তাহার প্রতিপক্ষকে দাবাইয়া রাখিবার জন্যই; মজুর শ্রেণী যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে, এই উদ্দেশ্য লইয়া-ই করে; এবং যে-মুহূর্তে স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়, সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রও লোপ পায়। সুতরাং আমরা প্রস্তাব করি যে, রাষ্ট্র কথাটির পরিবর্তে প্রত্যেক জায়গায় **গেমাইন্‌ভেসেন্** কথাটি ব্যবহার করা উচিত—'গেমাইন্‌ভেসেন্' জর্মান ভাষায় একটি সুন্দর প্রাচীন কথা, ফরাসী কথা **কমিউন** বলিতে যাহা বুঝায়, ইহার অর্থও তাহা-ই"। (মূল জর্মান সংস্করণের পৃঃ ৩২১-২২)[৩১]

মনে রাখিতে হইবে, এঙ্গেল্‌সের এই চিঠি লেখার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে মার্ক্‌স্ তাঁহার চিঠিতে * (মার্ক্‌সের চিঠির তারিখ ৫ই মে ১৮৭৫) পার্টির যে কর্মসূচীর সমালোচনা করিয়াছিলেন, এঙ্গেল্‌সের এই চিঠিও সেই কর্মসূচী সম্পর্কেই লিখিত; এবং এঙ্গেল্‌স্ সে-সময়ে মার্ক্‌সের সহিত একসঙ্গে লণ্ডনে ছিলেন। সুতরাং শেষ বাক্যে 'আমরা' কথাটি ব্যবহার করিয়া এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার নিজের ও মার্ক্‌সের উভয়ের তরফেই জর্মান মজুরদের পার্টির নেতাকে [অর্থাৎ বেবেল-কে] এই কথা-ই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, 'রাষ্ট্র' কথাটি **কর্মসূচী হইতে তুলিয়া দিয়া** তাহার পরিবর্তে **'কমিউন'** কথাটি ব্যবহার করা উচিত।

সুবিধাবাদীদের স্বার্থে আজকাল মার্ক্‌স্‌বাদের মধ্যে ভেজাল মিশাইয়া চালানো হয়; আজকালকার এই মার্ক্‌স্‌বাদ-এর নেতাদের কাছে কর্মসূচীতে এই ধরনের কোনও অদল-বদলের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহারা 'নৈরাজ্যবাদ নৈরাজ্যবাদ' বলিয়া কী সোরগোল-ই না তুলিবে!

চরিত্রও তখন লোপ পাইবে। রাজনৈতিক শক্তি বলিতে প্রকৃতপক্ষে বুঝায় এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাইবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি।" ('কামউনিষ্ট পার্টির ইশ্‌তেহার', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৭১-৭২)।—অ।

* 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১৩-১৫।—অ।

করুক তাহারা সোরগোল বুর্জোয়ারা সেজন্য তাহাদের প্রশংসাই করিবে।

আমরা কিন্তু আমাদের কাজ করিয়া যাইব। আমরা যাহাতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারি, মার্ক্‌স্‌বাদকে বিকৃতি হইতে মুক্ত করিয়া যাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, মজুর-শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামকে যাহাতে ঠিক পথে পরিচালন করিতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে আমাদের পার্টির কর্মসূচী সংশোধন করিবার সময়ে মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের উপদেশ আমাদের অবশ্য-ই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বল্‌শেভিকদের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়-ই মিলিবে না যে এঙ্গেল্‌স্‌ ও মার্ক্‌সের উপদেশের বিরোধী। একমাত্র মুশ্‌কিল হয়তো দেখা দিতে পারে পরিভাষা লইয়া। জর্মান ভাষায় 'কমিউন' বুঝায় এইরূপ দুইটি কথা * আছে, তাহার মধ্যে যে-কথাটি কোনও বিশেষ একটি কমিউনকে না বুঝাইয়া কমিউনের সমষ্টিকে, নানা কমিউনের একটি ব্যবস্থাকে বুঝায়, এঙ্গেল্‌স্‌ সেই কথাটি-ই ব্যবহার করিয়াছেন। রুশ ভাষায় এরূপ কোনও কথা নাই, এবং ফরাসী 'কমিউন' কথাটির ত্রুটি থাকিলেও আমাদের হয়তো ঐ কথাটি-ই ব্যবহার করিতে হইবে।

"রাষ্ট্র বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, কমিউন সেই অর্থে আর রাষ্ট্র ছিল না"—তত্ত্বের দিক হইতে বলিতে গেলে এঙ্গেল্‌সের এই বিবৃতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর এই বিবৃতির অর্থ খুবই পরিষ্কার। যেহেতু কমিউনকে জনসাধারণের অধিকাংশের পরিবর্তে অল্পাংশকে (শোষণকারীদিগকে) দমন করিতে হয়, সেই-হেতু কমিউনের রাষ্ট্রসত্তা **লোপ পাইতে থাকে।** কমিউন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করিয়া ফেলে; একটা **বিশেষ** দমনকারী শক্তির জায়গায় সমগ্র জনসাধারণ-ই আসিয়া হাজির হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ ধরিলে, এই সব কিছুকেই বলিতে হয় রাষ্ট্রের বিপরীত। কমিউন যদি নিজেকে একটা স্থায়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, রাষ্ট্রের অবশিষ্ট সমস্ত লক্ষণ-ই তাহা হইলে কমিউনের মধ্যে আপনা হইতে **ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত;** রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'লোপ' করিবার প্রয়োজন হইত না; এই-সব প্রতিষ্ঠানের করণীয় কাজকর্ম যে-অনুপাতে কমিয়া যাইত, সেই অনুপাতে তাহাদের কর্মতৎপরতাও বন্ধ হইয়া আসিত।

* 'গেমাইন্‌ডে' ও 'গেমাইন্‌ডেসেন্‌'।—অ।

"'জনরাষ্ট্র' এই কথাটিকে নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারে"। এই কথা বলিবার সময়ে এঙ্গেল্‌সের মনে ছিল বিশেষ-ভাবে বাকুনিন ও জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে তাঁহার [বাকুনিনের] আক্রমণের কথা। 'স্বাধীন জনরাষ্ট্রে'র ন্যায় জনরাষ্ট্রও যে-পরিমাণে সমান অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র হইতে বিচ্যুত, এঙ্গেল্‌স্ স্বীকার করেন যে জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে বাকুনিনের আক্রমণও সেই পরিমাণে ন্যায়সংগত। এঙ্গেল্‌স্ চেষ্টা করিয়াছেন নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে, নীতির দিক হইতে নির্ভুল করিয়া তুলিতে এবং 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে সুবিধাবাদিসুলভ কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে। হায়! এঙ্গেল্‌সের চিঠিখানি ছত্রিশ বছর ধরিয়া বন্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া ছিল! এঙ্গেল্‌স্ যে-সব ভুল হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, এমন-কি এঙ্গেল্‌সের চিঠি প্রকাশিত হইবার পরেও, কাউট্‌স্কি একগুঁয়ের মতো বস্তুত সেই-সব ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন।

১৮৭৫ সালের ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে বেবেল এঙ্গেল্‌সের পত্রের জবাব দেন। সেই জবাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি লেখেন যে, এঙ্গেল্‌স্ কর্মসূচীর খসড়ার যে-সমালোচনা করিয়াছেন তিনি তাহার সহিত 'সম্পূর্ণ একমত'; তিনি আরও লেখেন যে, লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ সুবিধা দিতে রাজি বলিয়া তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন (বেবেল্-এর 'জীবনস্মৃতি', জর্মান সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪)। কিন্তু 'আমাদের লক্ষ্য' নামক বেবেলের পুস্তিকায় আমরা রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ্য করি:

> "শ্রেণীগত **আধিপত্যের** উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে **জনরাষ্ট্রে** রূপান্তরিত করিতে হইবে।" (Unsere Zeib, জর্মান সংস্করণ, ১৮৮৬, পৃঃ ১৪)

বেবেলের পুস্তিকার নবম সংস্করণে (নবম!) এই কথা ছাপা হয়। এঙ্গেল্‌সের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা যখন সাবধানে ধামাচাপা দিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত অবস্থা-ই যখন জনসাধারণকে দীর্ঘকালের জন্য বিপ্লব হইতে 'দূরে সরাইয়া' রাখিবার পক্ষে উপযোগী ছিল, সেই সময়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে এমন সনির্বন্ধভাবে পুনঃ-পুনঃ প্রচারিত সুবিধাবাদিসুলভ ধারণা যে জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা গলাধঃকরণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী।

৪। এরফুর্ট কর্মসূচীর খসড়ার সমালোচনা

১৮৯১ সালের ২৯এ জুন তারিখে এঙ্গেল্‌স্ কাউট্‌স্কিকে এরফুর্ট কর্মসূচীর খসড়ার সমালোচনা লিখিয়া পাঠান; 'নয়্‌এ ৎসাইট্' ['নবযুগ'] পত্রিকায় দশ বছর পরে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌সীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করিবার সময়ে এই সমালোচনা উপেক্ষা করা যায় না, কারণ **রাষ্ট্রের** কাঠামোর প্রশ্ন সম্পর্কে সোশাল-ডেমোক্রাটদের **সুবিধাবাদিসুলভ** ধারণা-ই এই সমালোচনার বিষয়বস্তু[৩২]।

প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, এঙ্গেল্‌স্ অর্থনৈতিক বিষয়েও অত্যন্ত মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায়, এঙ্গেল্‌স্ কী গভীর অভিনিবেশ ও অনুধ্যান সহকারে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং আমাদের নিজেদের যুগের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমস্যাগুলিও তিনি পূর্ব হইতে কেমন অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। মন্তব্যটি এই: কর্মসূচীর খসড়াতে ব্যবহৃত 'পরিকল্পনা-হীনতা' [Planlosigkeit] কথাটিকে পুঁজিতন্ত্রের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ কবিয়া এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন:

> "কারবার যখন জয়েণ্ট-স্টকের রূপ ছাড়াইয়া ট্রাস্টের রূপ পরিগ্রহ করে, যে-ট্রাস্ট শিল্পের সমস্ত শাখাকে একচেটিয়া কর্তৃত্বের মধ্যে আনিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তখন শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদন-ই নয় পরিকল্পনাহীনতাও লোপ পায়।" 'নয়্‌এ ৎসাইট্', ২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯০১-০২, পৃঃ ৮)

পুঁজিতন্ত্রে, আধুনিকতম পর্যায় অর্থাৎ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিতে হইলে এই সার বিষয়টি উপলব্ধি করিতে হইবে যে পুঁজিতন্ত্র একচেটিয়া **পুঁজিতন্ত্রে** পরিণত হয়, উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে ঠিক এই বিষয়টি-ই উল্লেখ করা হইয়াছে। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রকে বা রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রকে **আর** পুঁজিতন্ত্র বলা চলে **না**, 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' বা ঐ ধরনের কিছু একটা বরং বলা চলে—বুর্জোয়া সংস্কারবাদিসুলভ এই ভ্রান্ত ধারণা আজ বেশ ব্যাপক হইয়া দেখা দিয়াছে; এই কারণেই উক্ত বিষয়টির উপর আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। ট্রাস্টের আওতায় অবশ্য সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি হয় নাই, এখনও হয় না এবং হইতে পারেও না। কিন্তু ট্রাস্টের আওতায় পরিকল্পনা যতই তৈরি হোক না কেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের হিসাবে উৎপাদনের পরিমাণ পুঁজিপতি বিত্তবানেরা আগে হইতে যতই নির্ধারণ করুন না কেন, এবং যত

সুব্যবস্থিত ভাবেই সে উৎপাদন তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করুন না কেন, **পুঁজিতন্ত্রের একাধিপত্য** তবুও বজায় থাকিবে; পুঁজিতন্ত্রের সে একটা নূতন স্তর বটে, তবুও সে পুঁজিতন্ত্র-ই সন্দেহ নাই। সমাজতন্ত্রের সহিত **এইরূপ** পুঁজিতন্ত্রের 'আসক্তি' আছে, এই অজুহাতে সংস্কারপন্থীরা সকলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে অথবা পুঁজিতন্ত্রকে অধিকতর লোভনীয় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়—মজুর-শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধিদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই অস্বীকৃতি এবং পুঁজিতন্ত্রকে অধিকতর লোভনীয় করিয়া তুলিবার এই প্রয়াস আদৌ সহ্য করা উচিত নয়। সমাজতন্ত্রের সহিত এইরূপ পুঁজিতন্ত্রের 'আসক্তি'কে মজুর-শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধিদের বরং উচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নৈকট্য সৌকর্য ও আবশ্যিকতার অনুকূলে যুক্তি হিসাবেই গণ্য করা।

রাষ্ট্রের প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাক। এঙ্গেল্‌স্ এখানে তিনটি মূল্যবান্ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন: প্রথমত, প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে; দ্বিতীয়ত, জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্র-রূপের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে; এবং তৃতীয়ত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে।

প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, এঙ্গেল্‌স্ এই বিষয়টিকেই এরফুর্ট কর্মসূচীর খসড়ার সমালোচনার ভারকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এরফুর্ট কর্মসূচী আন্তর্জাতিক সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে কী গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে এবং সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষে কী রকম একটা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেকথা স্মরণ করিয়া ইহা বলা চলে যে এই কর্মসূচীর সমালোচনা করিয়া এঙ্গেল্‌স্ সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদেরই সমালোচনা করিয়াছেন।

> "খসড়ায় যে-সব রাজনীতিক দাবির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা বিরাট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যে-বিষয়টি বস্তুত ব্যক্ত করা উচিত ছিল, **ইহাতে তাহার উল্লেখ নাই।**"* (বড়ো হরফ এঙ্গেল্‌স্-কর্তৃক ব্যবহৃত)

পরে এঙ্গেল্‌স্ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, জর্মানির সংবিধান, সঠিকভাবে বলিতে হইলে, ১৮৫০ সালের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধানেরই একটা নকল মাত্র; রাইখ্‌স্টাগ† হইতেছে, ভিল্‌হেল্‌ম্ লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ যেমন বলিয়াছিলেন, 'স্বৈরতন্ত্রের অবগুণ্ঠন' মাত্র; এঙ্গেল্‌স্ আরও বলেন যে, যে-সংবিধানে ছোটো-ছোটো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং ছোটো-ছোটো জর্মান রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন

---

* দ্রষ্টব্য 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ৪২৬।—অ।

† জর্মানির আইনসভা।—অ।

আইনসংগত করা হইয়াছে, সেই সংবিধানের ভিত্তিতে "উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার" ইচ্ছা "নিছক বাতুলতা" ছাড়া আর কিছু নয়।

এঙ্গেল্‌স্ ভালোভাবেই জানিতেন যে, জর্মানিতে প্রজাতন্ত্রের জন্য দাবি ঐ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা আইনঘটিত কারণে সম্ভব ছিল না; তাই তিনি বলিয়াছেন: "অবশ্য, এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে যাওয়ায় বিপদ আছে।" কিন্তু এই মামুলি যুক্তিতে 'প্রত্যেকে' সন্তুষ্ট হইলেও এঙ্গেল্‌স্ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন:

> "কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একভাবে-না-একভাবে এই প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইবে।...সোশাল-ডেমোক্রাটদের পত্র-পুস্তিকার একটা বড়ো অংশের মধ্যে সুবিধাবাদ যেভাবে বাসা বাঁধিতেছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, উক্ত প্রশ্নের আলোচনা ঠিক বর্তমান সময়ে কত প্রয়োজন। সোশালিস্ট-বিরোধী আইন* পুনরায় চালু হইতে পারে এই আশঙ্কায়, এবং এই আইন বলবৎ থাকিবার কালে যত রকমের কাঁচা উক্তি মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল সেই-সব মনে পড়াতে, এখন তাহারা [সোশাল-ডেমোক্রাটরা] হঠাৎ ঘোষণা করিতেছে যে, জর্মানিতে বর্তমানে যে-রকম আইন-কানুন চালু আছে, তাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়েই পার্টির সমস্ত দাবির নিষ্পত্তি হইতে পারে।"†

সোশালিস্ট-বিরোধী আইন আবার চালু হইতে পারে, জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা এই আশঙ্কার দ্বারাই চালিত হয়—এঙ্গেল্‌স্ এই মূল বিষয়টির উপর বিশেষ-ভাবে জোর দেন এবং ইহাকে অসংকোচে সুবিধাবাদ আখ্যা দেন; তিনি ঘোষণা করেন যে যেহেতু জর্মানিতে প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা বর্তমান নাই, ঠিক

* সোশাল-ডেমোক্রাটদের কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিস্‌মার্কের গভর্নমেন্ট ১৮৭৮ সালের ১৯এ অক্টোবর তারিখে জর্মান পার্লামেন্টে 'সোশালিস্ট-বিরোধী আইন' পাস করে। এই আইনে সোশালিস্ট আন্দোলন ও প্রচারকার্যের সহিত কোনও ক্রমে সংশিষ্ট সর্বপ্রকার সভা-সমিতির অনুষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্যের প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্দেশে বৈধ ও গোপন কার্যকলাপ যুগপৎ সমানে চালাইয়া যাইবার ফলে, এই আইন সত্ত্বেও সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি-বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে ১৮৯০ সালের ২৫এ জানুয়ারি তারিখে জর্মান পার্লামেন্টে এই আইনের পক্ষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, এবং আইন উঠিয়া যায়।—অ।

† 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৪২৬।—অ।

সেইজন্যই 'শান্তিপূর্ণ' পথের স্বপ্ন দেখা একেবারে অর্থহীন। এঙ্গেল্‌স্ যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন যেন নিজের হাত বাঁধা না পড়ে। যে-দেশে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত আছে অথবা যে-সব দেশ খুবই স্বাধীন, এঙ্গেল্‌স্ স্বীকার করেন যে সেই-সব দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে শান্তিপূর্ণ প্রগতির কথা 'কল্পনা করা যাইতে পারে' (শুধুই 'কল্পনা করা'!); কিন্তু জর্মানিতে

"...যেখানে গভর্নমেণ্ট প্রায় সর্বশক্তিমান্ এবং রাইখ্‌স্টাগ ও অন্যান্য প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের যেখানে প্রকৃত ক্ষমতা কিছু নাই, সেই জর্মানিতে এইরূপ কথা ঘোষণা করার—তাহাও আবার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই—অর্থ হইতেছে স্বৈরতন্ত্রের উপর হইতে অবগুণ্ঠন সরাইয়া ফেলিয়া নিজেই তাহার উলঙ্গ রূপ আড়াল করিয়া রাখা।" ['নবযুগ', ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকারি নেতারা এই উপদেশটিকে কোটর-বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহাদের অধিকাংশ বস্তুত স্বৈরতন্ত্রের-ই অবগুণ্ঠন রূপে প্রমাণিত হইয়াছেন।

"...এইরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত নিজেদের পার্টিকে শুধু ভুল পথেই লইয়া যাইতে পারে। সাধারণ বিমূর্ত রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে পুরোভাগে আনিয়া হাজির করা হইয়াছে; প্রথম বড়ো রকমের ঘটনার, প্রথম রাজনৈতিক সংকটের সময়ে যে-সব আশু মূর্ত সমস্যা স্বতই কার্যতালিকার মধ্যে আসিয়া হাজির হয়, সে-সব সমস্যাকে এইভাবে আড়ালে রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে চরম মুহূর্তে পার্টি হঠাৎ পরিচালনার অভাবে অসহায় হইয়া পড়ে, এবং চূড়ান্ত বিষয়গুলি কখনও আলোচিত না হইবার দরুন সে-সব বিষয়ে অস্পষ্টতা ও অনৈক্য থাকিয়া যায়; ইহা ছাড়া ফল আর কী হইতে পারে?... "দৈনন্দিন ক্ষণিকের স্বার্থের খাতিরে বৃহৎ মুখ্য বিষয়গুলিকে এইভাবে অবহেলা করা, ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা বিবেচনা না করিয়া ক্ষণিকের সাফল্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা ও লড়াই করা, আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে বর্তমানের খাতিরে এইভাবে বলি দেওয়া—'সাধু' উদ্দেশ্য লইয়াই হয়তো এই-সব করা হইতে পারে, কিন্তু তবুও ইহা সুবিধাবাদ-ই, এবং সব রকমের সুবিধাবাদের মধ্যে 'সাধু' সুবিধাবাদ হয়তো সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক।... "একটি বিষয় শুধু নিশ্চিত, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আওতায়ই আমাদের পার্টি ও মজুর শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই বিশেষ রূপের

মাধ্যমেই মজুর-শ্রেণী বস্তুত তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ; বিরাট ফরাসী বিপ্লবে ইতিপূর্বেই ইহা দেখা গিয়াছে।··· *

মার্ক্‌সের সমগ্র রচনার মধ্যে যে-ধারণাটি প্রাণসূত্রের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে, এঙ্গেল্‌স্ এখানে বিশেষ জোরালো ভাবে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ; সেই মূল ধারণাটি হইতেছে এই যে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্য দিয়া মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের সব-চেয়ে কাছাকাছি আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। কারণ, এই ধরনের প্রজাতন্ত্রে পুঁজির আধিপত্য বিন্দুমাত্র লোপ পায় না, আর তাই জনগণের উপর নির্যাতন ও শ্রেণী-সংগ্রামও বিন্দুমাত্র তিরোহিত হয় না, বরং এই সংগ্রাম এত প্রসার ও বিকাশ লাভ করে এবং এত তীব্র হইয়া উঠে যে নিপীড়িত জনগণের মূল স্বার্থগুলি চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবা মাত্র মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের মধ্যে, মজুর-শ্রেণী কর্তৃক জনগণের পরিচালনের মধ্যেই কেবল সেই সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী রূপে সিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষে এই-সব কিছুও মার্ক্‌সবাদের 'বিস্মৃত কথা'য় পরিণত হইয়াছে ; এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রথম বৎসরার্ধে মেন্‌শেভিক পার্টির ইতিহাস হইতে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জনসাধারণের জাতিগত গড়ন সম্পর্কে বলিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নে এঙ্গেলস লিখিয়াছেন :

"(এখনকার জর্মানির সংবিধান প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক ; বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে তাহার বিভাগও অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ; যে-সব লক্ষণ একান্ত ভাবে 'প্রুশীয়', এইরূপ বিভাগের ফলে সেই-সব লক্ষণকে সমগ্রভাবে জর্মানির মধ্যে মিলাইয়া দিবার বদলে চিরস্থায়ী করিয়া রাখা হইতেছে।) এখনকার জর্মানির এই রূপের বদলে কী রূপ কায়েম হওয়া উচিত ? আমার মতে, মজুর শ্রেণী শুধু এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রের রূপকেই ব্যবহার করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র মোটের উপর এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয়, যদিও পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ইতিমধ্যেই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটেনে দুইটি দ্বীপে চারিটি জাতি বাস করে, এবং একটি পার্লামেণ্ট থাকা সত্ত্বেও সেখানে আইন প্রণয়নের তিনটি ব্যবস্থা

* 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৪২৬-২৭।—অ।

পাশাপাশি আজও বর্তমান*; এহেন ব্রিটেনে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র এক কদম অগ্রগতিরই শামিল হইবে। ক্ষুদ্র সুইৎসারলাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র অনেক দিন হইতেই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে ইহাকে এখনও সহ্য করার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, সুইৎসারলাণ্ড ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সভ্য হিসাবে থাকিয়াই সন্তুষ্ট। জর্মানিতে সুইস ধরনের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার অর্থ হইবে পিছনের দিকে এক লম্বা কদম হটিয়া আসা। যুক্তরাষ্ট্র ও ঐকিক রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি বিষয়ে পার্থক্য আছে: প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি আলাদা রাষ্ট্রের অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রদেশেরই নিজস্ব দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা আছে; এবং দ্বিতীয়ত, লোকসভার পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি রাজ্যসভাও আছে; এই রাজ্যসভায় প্রত্যেক প্রদেশ প্রদেশ হিসাবেই ভোট দেয়, তাহার আয়তন যাহা-ই হোক না কেন।"

জর্মানিতে 'যুক্তরাষ্ট্র' হইতেছে সম্পূর্ণ ঐকিক রাষ্ট্রে সংক্রমণের পর্যায়। ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালে 'উপর হইতে যে বিপ্লব' ঘটিয়াছে[৩৩], আমাদের কাজ নয় সেই বিপ্লবকে বিপরীত দিকে হটাইয়া দেওয়া, "নিচে হইতে আন্দোলনের' মারফত সেই বিপ্লবের পরিপূরণ করা-ই আমাদের কাজ।

রাষ্ট্রের রূপের প্রশ্নটিকে এঙ্গেল্‌স্ অবহেলা করেন নাই; পক্ষান্তরে, **কোন্ জিনিস হইতে কী জিনিসে** সংক্রমণকালীন রূপের বিবর্তন হইতেছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রের মূর্ত ঐতিহাসিক বিশিষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী যাহাতে তাহা স্থির করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এঙ্গেল্‌স্ সংক্রমণকালীন রূপগুলিকে অতি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করিবারই বরং চেষ্টা করিয়াছেন।

মজুর-শ্রেণী ও মজুর-বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ হইতে মার্ক্‌সের ন্যায় এঙ্গেল্‌স্‌ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উপর, এক অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রের উপর জোর দিয়াছেন। এঙ্গেল্‌সের বিবেচনায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হয় একটা ব্যতিক্রম এবং বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক, অথবা, রাজতন্ত্র হইতে কেন্দ্রিত প্রজাতন্ত্রে পৌঁছিবার একটি

---

* ইংলাণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ড লইয়া গঠিত যুক্তরাজ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়ার্লাণ্ড যদিও তখন ইংলাণ্ডের সাক্ষাৎ শাসনের অধীন ছিল, তবুও আয়ার্লাণ্ডের জন্য আলাদা আইন পাস হইত, স্কটলাণ্ডের জন্য আজও যেমন হইয়া থাকে।—অ।

সংক্রমণকালীন রূপ, বিশেষ কতকগুলি শর্তে 'এক কদম আগাইয়া' যাওয়া। এই-সব বিশেষ শর্তের মধ্যে জাতীয় সমস্যার প্রশ্ন দেখা দেয়।

মার্ক্‌সের ন্যায় এঙ্গেল্‌সও ছোটো-ছোটো রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতির নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন; এবং কোনও-কোনও বাস্তব ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যার আবরণে এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতিকে যে ঢাকিয়া রাখা হয়, তাঁহারা তাহারও সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও মার্ক্‌স্ বা এঙ্গেল্‌স্ কেহ-ই জাতীয় সমস্যাকে এড়াইয়া চলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছার প্রমাণ দেন নাই; হলাণ্ড ও পোলাণ্ডের মার্ক্‌স্‌বাদীরা 'তাঁহাদের' ছোটো-ছোটো রাষ্ট্রের কূপমণ্ডূকোচিত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অত্যন্ত ন্যায়সংগত বিরোধিতা করিতে গিয়া প্রায়ই এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেলেন।

ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থা, এক-ই ভাষা ও বহু শতাব্দীর ইতিহাস হইতে মনে হইবে যে, বৃটেনের পৃথক-পৃথক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিভাগে জাতীয় সমস্যার 'বিলোপ' ঘটিয়াছে; কিন্তু এহেন বৃটেনেও যে জাতীয় সমস্যার অবসান হয় নাই, এঙ্গেল্‌স্ সেই স্পষ্ট ঘটনাটি অবগত ছিলেন, আর তাই তিনি এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বৃটেনে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠন করার অর্থ হইবে 'এক কদম আগাইয়া যাওয়া'। এই স্বীকৃতির মধ্যে এইরূপ কোনও লক্ষণ অবশ্যই বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নাই যাহার ফলে মনে হইতে পারে যে, এঙ্গেল্‌স্ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের ত্রুটি সমালোচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, অথবা, ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে প্রচার ও লড়াই চালাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বুর্জোয়া ও খুদে-বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, ইঁহাদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদীরাও আছেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কথাটিকে আমলাতান্ত্রিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের ধারণা কিন্তু আদৌ সেইরূপ নয়। যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আওতায় 'কমিউন' ও জেলাগুলি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করে, এবং সেই-সঙ্গে সমস্ত আমলাতন্ত্র ও উপর হইতে সর্বপ্রকার 'হুকুমদারি' সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, এঙ্গেল্‌সের কেন্দ্রিকতার ধারণায় সেইরূপ ব্যাপক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আদবেই অস্বীকার করা হয় নাই। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌বাদের কর্মসূচীগত ধারণা বর্ণনা করিয়া এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন:

"সুতরাং ঐকিক প্রজাতন্ত্র চাই, কিন্তু বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মতো নয়; ১৭৯৮ সালে যে-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্র সম্রাট্‌বিহীন

সেই সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছু-ই নয়[৩৪]। ফ্রান্সের প্রত্যেক বিভাগ, প্রত্যেক কমিউন ['গেমাইন্‌ডে'] ১৭৯২ সাল হইতে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত* মার্কিন ধরনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়াছে, আমাদেরও এই রকমটি চাই। স্বায়ত্তশাসন কিভাবে সংগঠন করিতে হইবে এবং আমলাতন্ত্র ছাড়া আমরা কিভাবে কাজ চালাইতে পারি, আমেরিকা ও প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র তাহা দেখাইয়া দিয়াছে, এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে আজও তাহা দেখা যাইতেছে। এই ধরনের প্রাদেশিক [আঞ্চলিক] ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাধীন ; সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে 'বুন্দ'-এর [অর্থাৎ সমগ্র-ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের] সহিত সম্পর্কে প্রদেশগুলি খুবই স্বাধীন বটে, কিন্তু জেলা [Bezirk] ও কমিউনের সহিত সম্পর্কেও তাহারা স্বাধীন। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট জেলার শাসনকর্তা [Bezirksstatthalter] ও তত্ত্বাবধায়কদের নিয়োগ করে—ইংরেজি-ভাষী দেশগুলিতে এমনটি দেখা যায় না, এবং আমাদের দেশেও প্রুশীয় Landrate ও Regierungsrate-দের (কমিশনার, জেলা কোতোয়াল, গভর্নর, ও সাধারণভাবে উপর হইতে নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তাদের) সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রথাও ভবিষ্যতে উচ্ছেদ করিতে হইবে।"

তদনুসারে এঙ্গেল্‌স্ কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত বাক্যাংশে নিম্নলিখিত কথাগুলি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন :

"সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মারফত প্রদেশগুলির [গুবের্নিয়া বা অঞ্চলগুলির], জেলা ও কমিউনগুলির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত যাবতীয় স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃত্বের বিলোপ।"

আমাদের ছদ্ম-বৈপ্লবিক ছদ্ম-গণতন্ত্রের ছদ্ম-সোশালিস্ট প্রতিনিধিরা এই প্রসঙ্গে (এই একটি মাত্র প্রসঙ্গে কিছুতেই নয়) কিভাবে নির্লজ্জের মতো গণতন্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, কেরেন্‌স্কি ও অন্যান্য 'সোশালিস্ট' মন্ত্রীদের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক রুদ্ধকণ্ঠ 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকায় (৬৮শ সংখ্যা, ২৮এ মে, ১৯১৭) আমি তাহা ইতিপূর্বেই দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছি[৩৫]। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত 'কোয়ালিশন'-এর রজ্জুতে যাহারা নিজেদের বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা স্বভাবতই এই সমালোচনায় কর্ণপাত করে নাই।

* অর্থাৎ প্রথম ফরাসী রিপাব্‌লিকের সময়ে। —অ।

খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মধ্যে এই সংস্কার ব্যাপক-ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র বলিতে অবশ্য ইহা-ই বুঝায় যে কেন্দ্রিত প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে স্বাধীনতা বেশি—ইহা লক্ষ্য করা খুবই দরকার যে এঙ্গেল্‌স্ নানা তথ্য সমাবেশ করিয়া যথাযথ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সংস্কার খণ্ডন করিয়াছেন। এই সংস্কার সত্য নয়। ১৭৯২-১৭৯৮ সালের ফরাসী প্রজাতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সুইস্ প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্ যে-সব তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই সংস্কার খণ্ডিত হয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিত প্রজাতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা **বেশি** স্বাধীনতা পাওয়া গিয়াছিল। অন্য কথায় বলা যায় : **সর্বাধিক** পরিমাণে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও অন্যান্য স্বাধীনতা কেন্দ্রিত প্রজাতন্ত্রের আওতায় পাওয়া গিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের আওতায় নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রিত প্রজাতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সমগ্র প্রশ্নের ন্যায় এই বিষয়ের প্রতিও আমাদের পার্টির প্রচার-সাহিত্য ও আন্দোলনে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই এবং দেওয়া হইতেছে না।

৫। মার্ক্‌সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের ১৮৯১ সালের ভূমিকা

'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯১ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে লিখিত এই ভূমিকা* প্রথম প্রকাশিত হয় 'নয়্‌এ ৎসাইট্' পত্রিকায়) এঙ্গেল্‌স্ রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হইবে সে-সম্পর্কে প্রসঙ্গত অনেক চিত্তাকর্ষক মন্তব্য প্রকাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে কমিউনের অভিজ্ঞতার একটা অত্যন্ত চমৎকার চুম্বক দিয়াছেন। কমিউনের বিশ বছর পরে এঙ্গেল্‌স্ এই ভূমিকা লিখিয়াছেন; এই বিশ বছরের সমগ্র অভিজ্ঞতা-ই এই চুম্বকের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে। 'রাষ্ট্রের প্রতি কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাস' জর্মানিতে ব্যাপক-ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে; এই চুম্বক বিশেষ-ভাবে ঐ অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে যে-প্রশ্নের আলোচনা করা হইতেছে, এই চুম্বককে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে মার্ক্‌সবাদের **শেষ কথা** বলা যাইতে পারে।

এঙ্গেল্‌স্ বলিতেছেন, ফ্রান্সে প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই মজুরেরা সশস্ত্র হইয়াছে, "আর তাই রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়ার পক্ষে পহেলা ফরমান-ই ছিল মজুরদের

* দ্রষ্টব্য 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৭-২৬।—অ।

নিরস্ত্র করা। সুতরাং মজুরেরা প্রত্যেকটি বিপ্লবে জয় লাভ করার পর শুরু হইত নূতন সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রাম শেষ হইত মজুরদের পরাজয়ে।"*

বুর্জোয়া বিপ্লবের অভিজ্ঞতার এই চুম্বক যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি অর্থব্যঞ্জক। সমগ্র বিষয়টির এবং সেই-সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশ্নেরও সারমর্ম (**নিপীড়িত শ্রেণীর হাতে অস্ত্র আছে কি?**) এখানে অতি চমৎকারভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। বুর্জোয়া মতবাদের বশবর্তী অধ্যাপকেরা ও খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ঠিক এই মর্মবস্তুটিকেই অবহেলা করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের এই গুপ্ত কথা বলিয়া দিবার সম্মান (কাভেইঞাক-সুলভ সম্মান †) মেন্‌শেভিক ও 'হবু-মার্ক্‌সবাদী' ৎসেরেতেলির ভাগ্যেই জুটিয়াছিল। ১১ই জুন তারিখের 'ঐতিহাসিক' বক্তৃতায় ৎসেরেতেলি ফাঁস করিয়া দেন যে, বুর্জোয়ারা পেত্রোগ্রাদের মজুরদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; ৎসেরেতেলি অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং 'রাষ্ট্রের' পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বলিয়াই চালাইয়াছিলেন!

শ্রীযুত ৎসেরেতেলির নেতৃত্বে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিকদের দল বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর **বিরুদ্ধে** কিভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে গিয়া ভিড়িয়াছিল, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রত্যেক ঐতিহাসিক-ই ৎসেরেতেলির ১১ই জুন তারিখের ঐতিহাসিক বক্তৃতার মধ্যে তাহার চমৎকার স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করিবেন।

রাষ্ট্রের প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট এঙ্গেল্‌সের আরও একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছিল ধর্ম সম্পর্কে। ইহা সুবিদিত যে, জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা যতই অধঃপাতে যাইয়া সুবিধাবাদীতে পরিণত হইতে থাকে, ততই তাহারা 'ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার' এই বিখ্যাত সূত্রটির ইতর কদর্থ করিতে থাকে; অর্থাৎ এই সূত্রটিকে এমন-ভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, **এমন কি** বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর **পার্টির পক্ষেও** ধর্মের প্রশ্ন একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র!! মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মসূচীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেই এঙ্গেল্‌স্ তীব্র প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন। ১৮৯১ সালে এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদের **অতি ক্ষীণ** সূত্রপাত মাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আর তাই তিনি ঐ বিষয়ে তাঁহার মতামত অত্যন্ত সাবধানে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"মজুর বা মজুরদের স্বীকৃত প্রতিনিধিরা-ই শুধু কমিউনে আসন গ্রহণ করিত,

---

* ঐ, পৃঃ ১০।—অ।

† পরিশিষ্ট 'ব্যক্তি-পরিচিতি' ('কাভেইঞাক') দ্রষ্টব্য।—অ।

ইহার ব্যতিক্রম প্রায় ছিলই না; এবং সেইজন্য কমিউনের সিদ্ধান্তগুলির উপর মজুরোচিত বৈশিষ্ট্যের দৃঢ় ছাপ পড়িয়া যাইত। গ্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা শুধু কাপুরুষতার বশেই যে-সব সংস্কার প্রবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই, অথচ যে-সব সংস্কার চালু হইলে মজুর শ্রেণীর স্বাধীন কার্যকলাপের একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচিত হইতে পারিত, কমিউন হয় সেই-সব সংস্কার প্রবর্তনের আদেশ জারি করে—যেমন, কমিউন এই নীতি গ্রহণ করে যে, **রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে** ধর্ম সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার—অথবা, কমিউন এমন ফতোয়া জারি করে যাহা ছিল সাক্ষাৎভাবে মজুর শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল, এবং যাহাতে পুরাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে অংশত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হইত।"*

'রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে' এই কথাটির উপর এঙ্গেল্‌স্ ইচ্ছা করিয়াই জোর দিয়াছেন। জর্মান সুবিধাবাদ এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে **পার্টির সহিত সম্পর্কে** ধর্ম হইতেছে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া সুবিধাবাদীরা বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর পার্টিকে 'স্বাধীন-চিন্তা-বিলাসী' অত্যন্ত-ইতর পণ্ডিতমূর্খদের স্তরে নামাইয়া আনিয়াছে, এই ইতর পণ্ডিতমূর্খেরা ধর্মনিরপেক্ষতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর্ম রূপ যে-আফিমের নেশা মানুষকে হতচেতন করিয়া রাখে তাহার বিরুদ্ধে পার্টির সমস্ত সংগ্রাম ইহারা পরিহার করিয়া চলে। 'রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে' এই কথাটির উপর জোর দিয়া এঙ্গেল্‌স্ এই জর্মান সুবিধাবাদের মর্মস্থলেই সরাসরি আঘাত হানিয়াছেন[৩৬]।

যে-ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাসির [অর্থাৎ, জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটদের মতামত, নীতি ও কর্মধারার] ইতিহাস রচনা করিবেন, ১৯১৪ সালে তাহার লজ্জাকর অধঃপাতের† মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এই বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক উপাদানের কোনই অভাব নাই; জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মন্ত্রদাতা নেতা কাউট্‌স্কি তাঁহার বিভিন্ন রচনায় নিজেকে ধরা না দিয়া কৌশলে এমন সব ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন

* দ্রষ্টব্য 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ১৭-১৮।—অ।

† অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটদের বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যোগদান ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে লেনিনের 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন' (ইংরেজি সংস্করণ, লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরি, লবেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন) পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।—অ।

যাহার ফলে পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে ;—কাউট্স্কির এই-সব ঘোষণা হইতে শুরু করিয়া ১৯১৩ সালে Los-von-Kirche-Bewegung-এর ('গীর্জার সংশ্রব ত্যাগ করার' আন্দোলনের) প্রতি পার্টির মনোভাব পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাঁহার অনুসন্ধানের প্রচুর উপাদান পাইবেন।

কিন্তু কমিউনের বিশ বছর পরে এঙ্গেল্স্ সংগ্রামরত মজুর শ্রেণীর জন্য কমিউনের শিক্ষা কিভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন দেখা যাক।

কমিউনের নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলির উপর এঙ্গেল্স্ প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেন :

"...১৭৯৮ সালে নাপোলেয়ঁ কেন্দ্রিত গভর্নমেণ্ট, সৈন্যবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিস ও আমলাতন্ত্র গড়িয়া তোলেন, এবং সেই সময় হইতে প্রত্যেক নূতন গভর্নমেণ্ট-ই এইগুলিকে বাঞ্ছিত যন্ত্র হিসাবে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে ; কেন্দ্রিত গভর্নমেণ্টের ঠিক এই পীড়নশীল ক্ষমতারই পতন হওয়া উচিত ছিল সর্বত্র—প্যারিসে যেমন হইয়াছিল।

"কমিউন প্রথম হইতেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, একবার আধিপত্য লাভ করার পর মজুর শ্রেণী পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়া আর কাজ চালাইতে পারে না ; সদ্য-অর্জিত আধিপত্য মজুর শ্রেণী যাহাতে আবার হারাইয়া না ফেলে, সেইজন্য, পীড়নের যে-পুরাতন যন্ত্র তাহার নিজের বিরুদ্ধেই এতদিন প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছিল, মজুর শ্রেণীকে একদিকে সেই যন্ত্র অপসারিত করিতে হইবে, অন্যদিকে নিজের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের হাত হইতে নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য মজুর শ্রেণীকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, এই-সব প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সকলকেই বিনা ব্যতিক্রমে যে-কোনও মুহূর্তে তাহাদের পদ হইতে সরাইয়া আনা যাইবে...।"*

রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক লক্ষণ হইতেছে এই : যাহারা রাষ্ট্রের কর্মচারী, রাষ্ট্রের যন্ত্র, 'সমাজের ভৃত্য' যাহারা, তাহারা সমাজের প্রভু হইয়া উঠে। এঙ্গেল্স্ পুনঃ-পুনঃ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, শুধু রাজতন্ত্রেই নয়, গণতান্ত্রিক

* 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৩।—অ।

প্রজাতন্ত্রেও রাষ্ট্র রাষ্ট্র-ই থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের উক্ত মূল বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক লক্ষণ বজায় থাকে।

"রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের যন্ত্রগুলি সমাজের ভৃত্য হইতে সমাজের প্রভুতে পরিবর্তিত হয়—পূর্ববর্তী সমস্ত রাষ্ট্রেই এই প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই পরিবর্তন যাহাতে ঘটিতে না পারে, সেইজন্য কমিউন দুইটি অমোঘ প্রতিষেধক প্রয়োগ করে। প্রথমতঃ প্রশাসন-বিভাগ বিচার-বিভাগ শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতি সমস্ত পদেই কমিউন সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত লোক নিয়োগ করে, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচকদের এই অধিকারও ছিল যে, তাহারা যে-কোনও সময় তাহাদের প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য মজুরেরা যে-পরিমাণ মজুরি পাইত, ঊর্ধ্বতন নিম্নতন সমস্ত কর্মচারীকেই মাত্র সেই পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইত। কমিউন উচ্চতম বেতন দিত ৬০০০ ফ্রাঁ।* এইভাবে পদসন্ধানী ও ভাগ্যান্বেষী বৃত্তির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, ইহা ছাড়া প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বাধ্যতামূলক নির্দেশ তো ছিলই…"।†

এঙ্গেল্‌স্ এখানে সেই কৌতূহলোদ্দীপক সীমারেখার সমীপবর্তী হইয়াছেন যেখানে সুসংগত গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রে রূপান্তর লাভ করে, যেখানে সুসংগত গণতন্ত্র দাবি করে যে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা হোক। কারণ, রাষ্ট্রকে লোপ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা ও হিসাব রাখার মতো এমন সহজ কাজে পরিণত করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের অধিকাংশ-ই এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি-ই সে কাজ করিতে পারে, এবং ভাগ্যান্বেষী বৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে দূর করার জন্য এমন ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে যাহাতে অলাভজনক হইলেও কোনও 'সম্মানজনক' সরকারি চাকুরিকে ব্যাঙ্ক বা জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানিতে খুব মোটা টাকার চাকুরি লাভের সুযোগ হিসাবে

* এই অর্থ নামে বছরে ২৪০০ রুবলের সমান, বর্তমান [অর্থাৎ ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে] বিনিময়-হার অনুযায়ী প্রায় ৬০০০ রুবলেব সমান। যে-সব বল্‌শেভিক সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য উচ্চতম বেতন ৬০০০ রুবলের—বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণ-ই—বদলে আরও বেশি ধার্য করার প্রস্তাব করেন, যেমন মিউনিসিপাল শাসনকার্যে নিযুক্ত সভ্যদের জন্য ৯০০০ রুবল বেতন ধার্য করার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা অমার্জনীয় অপরাধ করিতেছেন।—লেনিন।

† 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৫।—অ।

ব্যবহার করা আদৌ **সম্ভব না হয়**; সর্বাপেক্ষা স্বাধীন পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে **প্রতিনিয়তই** এই রকম ঘটিয়া থাকে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পুঁজিতন্ত্রের অধীনে অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রে অনাবশ্যক—কোনো-কোনো মার্ক্‌স্‌বাদী* জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আলোচনা করিতে গিয়া এইরূপ ভুল উক্তি করিয়াছেন; এঙ্গেল্‌স্ কিন্তু সে-ভুল করেন নাই। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে এইরূপ উক্তি আপাত-দৃষ্টিতে চতুর মনে হইলেও আসলে কিন্তু ভুল, এবং যে-**কোনও** গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই, সরকারি কর্মচারীদের পরিমিত বেতনের বেলাতেও, এইরূপ উক্তির পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে, কারণ পুঁজিতন্ত্রের আওতায় পরিপূর্ণ সুসমঞ্জস গণতন্ত্র অসম্ভব, আবার সমাজতন্ত্রের আওতায় সমস্ত গণতন্ত্র-ই **ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে বিলীন হইয়া যাইবে**।

ইহা একটা কুট তর্ক, সেই সেকেলে রসিকতার মতো—আর একটা চুল উঠিয়া গেলে মাথায় টাক পড়িবে।

গণতন্ত্রের **চরম** বিকাশ ঘটানো, এই বিকাশের **রূপ** অনুসন্ধান করা, **প্রয়োগে** পরীক্ষা করা, ইত্যাদি—এই সমস্তই সমাজ-বিপ্লবের সংগ্রামের অন্যতম মূল কাজ। পৃথক পৃথক ভাবে দেখিলে, কোনও ধরনের গণতন্ত্র-ই সমাজতন্ত্রের জন্ম দিবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে গণতন্ত্রকে কখন-ই 'পৃথক পৃথক ভাবে' দেখা চলিবে না; গণতন্ত্রকে অন্যান্য জিনিসের সহিত 'একসঙ্গে দেখিতে' হইবে; গণতন্ত্র অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করিবে, **ইহার** রূপান্তরে প্রেরণা সঞ্চার করিবে; আবার অর্থনৈতিক বিকাশও গণতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, ইত্যাদি। জীবন্ত ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়াই [ডায়ালেক্‌টিক্‌স্] এইরূপ। এঙ্গেল্‌স্ আরও বলিয়াছেন:

"...পূর্ববর্তী রাষ্ট্রশক্তিকে বিধ্বস্ত [sprengung] করিয়া তাহার স্থানে এক

* 'কোনো-কোনো মার্ক্‌স্‌বাদী' বলিতে লেনিন এখানে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে বামপন্থী সুবিধাবাদি-সুলভ ধারণার বশবর্তীদের উল্লেখ করিতেছেন—অর্থাৎ, পোলাণ্ড ও জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে রোজা লুক্সেমবুর্গ ও তাঁহার অনুবর্তীরা এবং রুশিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে বুখারিন ও পিয়াতাকভের দল। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানিবার জন্য লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী'র (ইংরেজি সংস্করণ, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন) পঞ্চম খণ্ডে 'সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'-শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য।—অ।

নূতন ও প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করা—'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ভাঙ্গাগড়ার কতিপয় লক্ষণ সম্বন্ধে আর একবার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার ছিল ; কারণ, বিশেষ-ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস জর্মানিতে আজ দর্শনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং এমন-কি অনেক মজুরেরও সাধারণ চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দার্শনিক ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্র হইতেছে 'ভাবের বাস্তব রূপায়ণ', অথবা, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য ; দার্শনিক পরিভাষায়, রাষ্ট্র সেই লোক যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় বাস্তবে উপলব্ধ হয় বা হওয়া উচিত। এই ধারণা হইতেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি একটা অন্ধ ভক্তি দেখা দেয়। উচ্চ-বেতনভুক্ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মারফত ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে অতীতে সমগ্র সমাজের সাধারণ কাজকর্ম পরিচালন ও স্বার্থ রক্ষা করা যাইত না—জনসাধারণ আশৈশব এইরূপ ধারণা পোষণ করিতে অভ্যস্ত বলিয়াই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি অন্ধ ভক্তি আরও দ্রুত বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। জনসাধারণ মনে করে যে, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস বর্জন করিয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেই সম্মুখের দিকে জোর এক কদম আগাইয়া যাওয়া যায়। বস্তুত রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাইবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু-ই নয় ; এবং রাজতন্ত্রের আওতায়ও ইহা যেমন সত্য, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আওতায় তাহার চেয়ে কম সত্য নয়। বড়ো জোর বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্র হইতেছে একটা পাপ, এবং মজুর-শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয় লাভ করার পর এই পাপের উত্তরাধিকারী হয়। ঠিক কমিউনের মতোই বিজয়ী মজুর-শ্রেণীকেও যথাসম্ভব শীঘ্রই এই পাপের নিকৃষ্ট অঙ্গগুলি ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। নূতন ও স্বাধীন সামাজিক অবস্থার আওতায় লালিত এক নূতন উত্তরপুরুষ ভবিষ্যতে একদিন রাষ্ট্রের সমগ্র জঞ্জালস্তূপ আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইবে ; সেইদিন না আসা পর্যন্ত মজুর-শ্রেণীকে রাষ্ট্র রূপ পাপের উত্তরাধিকার বহন করিয়া চলিতে হইবে।"*

এঙ্গেল্‌স্ জর্মানদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, জর্মানিতে রাজতন্ত্রের স্থানে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে তাহারা যেন সে-অবস্থায় সাধারণ-ভাবে

* 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৫-২৬।—অ।

রাষ্ট্র সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি বিস্মৃত না হয়। আজ মনে হয়, এঙ্গেল্‌সের এই সাবধান-বাণী ৎসেরেতেলি ও চের্নভকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষাৎ বক্তৃতা যেন; এই ভদ্রলোকদের 'কোয়ালিশন'-কৌশলের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

আরও দুইটি বিষয়। প্রথম: এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও রাষ্ট্র "এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাইবার যন্ত্র" হিসাবেই বজায় থাকে—রাজতন্ত্রে যেমন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও তাহার চেয়ে 'কম নয়'। এঙ্গেল্‌সের কথার অর্থ কিন্তু আদৌ এই নয় যে, নির্যাতনের রূপ যাহা-ই হোক না কেন, মজুর শ্রেণীর তাহাতে কিছু যায় আসে না। কোনও-কোনও নৈরাজ্যবাদী অবশ্য এইরূপ-ই 'শিক্ষা দেন'। শ্রেণীগত নির্যাতন ও শ্রেণীসংগ্রাম অধিকতর ব্যাপক অব্যাহত ও প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করিলে, তাহার ফলে শ্রেণী-বিলোপের সংগ্রামে মজুর-শ্রেণীর প্রচুর সাহায্যই হয়।

দ্বিতীয়: কেবল এক নূতন উত্তরপুরুষ-ই কেন রাষ্ট্রের জঞ্জালস্তূপ আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিতে সক্ষম হইবে? গণতন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রশ্নের সহিত এই প্রশ্নটি জড়িত। আমরা এখন এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিব।

৬। গণতন্ত্র অতিক্রমণের বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্

'সোশাল-ডেমোক্রাটিক' কথাটি যে বৈজ্ঞানিক দিক হইতে ভুল, সে প্রসঙ্গে ঝুঁকিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স্ এই বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন।

গত শতকের অষ্টম দশকে এঙ্গেল্‌স্ নানা বিষয়ে, প্রধানত 'আন্তর্জাতিক' প্রশ্ন সম্পর্কে, অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৯৪ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে দেড় বছরের মধ্যে, এঙ্গেল্‌স্ এই প্রবন্ধাবলীর এক সংস্করণের ভূমিকা লেখেন।* ভূমিকায় তিনি বলেন যে, তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধেই তিনি 'সোশাল-ডেমোক্রাট' কথা না লিখিয়া 'কমিউনিস্ট' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন; কারণ,

* ভিল্‌হেল্‌ম্ লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ কর্তৃক সম্পাদিত জর্মানির 'সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি'র মুখপত্র 'জনরাষ্ট্র'-এ ১৮৭১ হইতে ১৮৭৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে লেখা এঙ্গেল্‌সের প্রবন্ধাবলী "'জনরাষ্ট্র' হইতে সংকলিত আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রবন্ধাবলী (১৮৭১-৭৫)" নামে পুস্তিকাকারে ১৮৯৪ সালে বার্লিন হইতে প্রকাশিত হয়। এঙ্গেল্‌স্ স্বয়ং ইহার ভূমিকা লেখেন। লেনিন এখানে এই ভূমিকার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।—অ।

সে-সময় ফ্রান্সে প্রুদঁ'র দল ও জর্মানিতে লাসালে'র দল-ই নিজেদের সোশাল-ডেমোক্রাট বলিয়া পরিচয় দিত। এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন :

"...সুতরাং, আমাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য মার্ক্‌স্ ও আমার পক্ষে এইরূপ একটি স্থিতিস্থাপক শব্দ নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব ছিল না। আজকাল ব্যাপার অন্য রকম, এই কথাটি ['সোশাল-ডেমোক্রাট'] এখন উতরাইয়া যাইবে [*mag passieren*] ; যদিও, যে-পার্টির অর্থনৈতিক কার্যসূচী শুধু সাধারণ-ভাবে সমাজতান্ত্রিক নয়, সাক্ষাৎ ভাবে কমিউনিস্টও বটে, এবং গোটা রাষ্ট্রকে আর তাই গণতন্ত্রকেও অতিক্রম করিয়া যাওয়া-ই যে-পার্টির চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য, সে-পার্টির পক্ষে ঐ কথাটি এখনও অনুপযোগী [*unpassend*]। যাহা হোক, প্রকৃত রাজনৈতিক পার্টির নাম কখনও সম্পূর্ণ-রূপে উপযোগী হয় না, পার্টি বিকাশ লাভ করে, নাম কিন্তু থাকিয়া যায়।"*

দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাসী এঙ্গেল্‌স্ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডায়ালেক্‌টিক্সের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন : মার্ক্‌স্ ও আমি পার্টির জন্য একটা চমৎকার ও বিজ্ঞানসম্মত সঠিক নাম নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকৃত পার্টি অর্থাৎ মজুর-শ্রেণীর গণপার্টি তখন ছিল না। উনিশ শতকের শেষে এখন প্রকৃত পার্টি একটা আছে, কিন্তু সে-পার্টির নাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যথাযথ নয়। না হোক, তবু এই নাম-ই "উতরাইয়া যাইবে"। শুধু পার্টি যদি বাড়িয়া উঠিতে পারে, পার্টির নিকট হইতে যদি ইহা গোপন করা না হয় যে তাহার নাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যথাযথ নয়, এবং ঠিক পথে পার্টির বিকাশের পক্ষে তাহার নামের এই অনুপযোগিতা যদি বাধা সৃষ্টি না করে—তবে এই নাম-ই উতরাইয়া যাইবে।

কোনও রসিক হয়তো এঙ্গেল্‌সের ধরনে আমাদের বল্‌শেভিকদের এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবে যে—আমাদের একটা প্রকৃত পার্টি আছে, এই পার্টি চমৎকার বিকাশ লাভ করিতেছে ; ১৯০৩ সালে ব্রুসেল্‌স্ ও লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে ঘটনাচক্রে আমরা-ই ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ ; 'বল্‌শেভিক'† কথাটিতে এই আকস্মিক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছাড়া অন্য কিছু না বুঝাইলেও, এইরূপ একটি অর্থহীন ও অদ্ভুত শব্দ-ই

* " 'জনরাষ্ট্র' হইতে সংকলিত আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রবন্ধাবলী (১৮৭১-৭৫)", বার্লিন, ১৮৯৪, পৃঃ ৬।—অ।

† পরিশিষ্টে ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।—অ।

পরীক্ষায় 'উতরাইযা যাইবে'। প্রজাতন্ত্রী ও 'বিপ্লবী' খুদে-বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রের আওতায় জুলাই ও আগস্ট মাসে আমাদের পার্টির উপর যে-নির্যাতন * চলিয়াছে, তাহার ফলে 'বল্‌শেভিক' কথাটি এখন সর্বসাধারণের কাছে এত শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা ছাড়াও আমাদের পার্টি কার্যকর বিকাশের পথে যে-বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতি দেখাইযাছে, এই-সব নির্যাতন সেই অগ্রগতিরই নিদর্শন ;— অতএব আমাদের পার্টির নাম পবিবর্তনের জন্য এপ্রিল মাসে আমি যে-প্রস্তাব করিযাছিলাম, এখন হযতো সে-প্রস্তাব পুনরুত্থাপন কবিতে আমি দ্বিধা বোধ করিব। আমাদের কমরেডদের কাছে আমি হয়তো একটা 'আপসে'র প্রস্তাব পেশ কবিব, অর্থাৎ আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি নামে অভিহিত করিয়া 'বল্‌শেভিক' কথাটি বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া দিবার প্রস্তাব করিব।[৩৭]

কিন্তু রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপ্লবী মজুর-শ্রেণী কী মনোভাব অবলম্বন করিবে, সে-প্রশ্নের তুলনায় পার্টিব নামের প্রশ্ন কম গুরুত্বপূর্ণ।

যে-ভুল সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্ এখানে সতর্ক করিযা দিয়াছেন এবং যে-ভুল আমরা উপরে নির্দেশ করিযাছি, রাষ্ট্র সম্পর্কে চল্‌তি আলোচনায় বরাবর সেই ভুল-ই করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ, এই কথা নিয়তই ভুলিয়া যাওয়া হয যে, রাষ্ট্রের বিলোপ মানে গণতন্ত্রেরও বিলোপ, রাষ্ট্রের ক্ষয় পাইতে-পাইতে তিরোহিত হওয়া মানে গণতন্ত্রেরও ক্ষয় পাইতে-পাইতে তিরোহিত হওয়া।

প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপ একটি বিবৃতিকে মনে হইবে অদ্ভুত ও অবোধ্য। বাস্তবিকই কেউ হয়তো এইরূপ আশঙ্কাও করিতে পারে যে, আমরা বুঝি এমন এক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব আশা করিতেছি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতার নীতি স্বীকৃত হইবে না—কারণ, গণতন্ত্রের অর্থ-ই কি এই নীতির স্বীকৃতি নয় ?

না, গণতন্ত্র আর সংখ্যাগবিষ্ঠের নিকট সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতা এক-ই জিনিস নয়। গণতন্ত্র হইতেছে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করা হয় ; অর্থাৎ, গণতন্ত্র হইতেছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে, জনসংখ্যার এক অংশ কর্তৃক অপর অংশের বিরুদ্ধে নিয়মিত-ভাবে বল-প্রয়োগের এক সংগঠন।

রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন, অর্থাৎ সর্ববিধ সংগঠিত ও সুব্যবস্থিত বল-প্রয়োগের, সাধারণ-ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বল-প্রয়োগের অবসান ঘটানোই

* পরিশিষ্টে ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।—অ।

আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয় আশা করি না যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতার নীতি মানিয়া চলা হইবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে-করিতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, সমাজতন্ত্র বিকাশ লাভ করিতে-করিতে কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরিত হইবে; আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ-ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের প্রয়োজনও লোপ পাইবে; একজনের নিকট আর একজনের, জনসংখ্যার এক অংশের নিকট আর-এক অংশের **বশ্যতার** সমস্ত আবশ্যকতা লোপ পাইবে; কারণ, **বল-প্রয়োগ ও বশ্যতা ব্যতিরেকেই** জনসাধারণ সামাজিক জীবনযাত্রার প্রাথমিক শর্তগুলি মানিয়া চলিতে **অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।**

এই অভ্যাসের উপর জোর দিবার জন্য এঙ্গেল্‌স্ 'নূতন ও স্বাধীন সামাজিক অবস্থার আওতায় লালিত' এক **নূতন উত্তরপুরুষের** কথা বলিয়াছেন, যে-পুরুষ.গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমেত যে-কোনও রাষ্ট্রকেই, 'রাষ্ট্রের সমগ্র জঞ্জালস্তূপকেই আঁস্তাকুঁড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইবে।'

এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য রাষ্ট্রের ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইবার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের ক্রম-বিলোপের অর্থনৈতিক ভিত্তি

'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' নামক পুস্তিকায়* (১৮৭৫ সালের ১৫ই মে তারিখে ব্রাক্কে-কে লেখা চিঠি, ১৮৯১ সালে 'নয়্এ ৎসাইট' পত্রিকার ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত, এবং পরে বিশেষ রুশ সংস্করণে† প্রকাশিত) মার্ক্স্ এই প্রশ্নটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই চমৎকার রচনার বিতর্কমূলক অংশে লাসালে'র মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে; আর সদর্থক অংশে আছে কমিউনিস্ট সমাজের বিকাশ ও রাষ্ট্রের ক্রম-বিলোপের মধ্যে কী সম্পর্ক তাহার বিশ্লেষণ। বচনার বিতর্কমূলক অংশ সদর্থক অংশকে আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে।

১। মার্ক্স্ যেরূপে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করিয়াছেন

১৮৭৫ সালের ২৮এ মার্চ তারিখে বেবেল-কে লেখা এঙ্গেল্সের চিঠিব সহিত—পূর্বে [দ্রষ্টব্য পৃ: ৭৫-৭৮] এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে—১৮৭৫ সালের ৫ই মে তাবিখে ব্রাক্কে-কে লেখা মার্ক্সের চিঠি ভাসা-ভাসা ভাবে তুলনা করিলে মনে হইতে পারে যে, এঙ্গেল্সের তুলনায় মার্ক্স্ অনেক বেশি 'রাষ্ট্রের পক্ষপাতী' ছিলেন, এবং এই দুই লেখকের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রশ্ন সম্পর্কে মতভেদও ছিল যথেষ্ট।

এঙ্গেল্স্ বেবেলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে অর্থহীন সব বকুনি বাদ দেওয়া হোক, এবং কর্মসূচী হইতে 'রাষ্ট্র' কথাটি তুলিয়া দিয়া তাহার স্থানে 'কমিউন' কথাটি ব্যবহার করা হোক। এঙ্গেল্স্ এমন কি ইহাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র বলিতে প্রকৃতই যাহা বুঝায় সে-অর্থে কমিউনকে আর রাষ্ট্র বলা চলিত না; অথচ মার্ক্স্ 'কমিউনিস্ট সমাজে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে'র কথা পর্যন্ত বলিয়াছেন;

* 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭।—অ।

† লেনিন এখানে ১৯০৬ সালে ভেরা জাসুলিস কর্তৃক সম্পাদিত রুশ অনুবাদের উল্লেখ করিতেছেন।—অ।

অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মার্ক্‌স্ এমন কি কমিউনিস্ট সমাজেও রাষ্ট্রের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

কিন্তু এইরূপ ধারণা করা মূলত ভুল হইবে। আরও গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের ক্রম-তিরোভাব সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের মতামত সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং রাষ্ট্রের এই **ক্রম-তিরোভাবের** প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াই শুধু মার্ক্‌স্ ঐ উক্তি করিয়াছেন।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের **ভবিষ্যৎ** 'ক্রম-তিরোভাবে'র সঠিক মুহূর্তটি নির্দেশ করার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না; প্রশ্ন উঠিতে পারে না আরও এই কারণে যে, এই ক্রম-তিরোভাব ব্যাপারটি স্পষ্টতই একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া হইবেই। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের মধ্যে আপাত-অনৈক্যের কারণ হইল এই যে, তাঁহাদের আলোচনার বিষয় ও লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত পূর্বসংস্কারগুলির নিতান্ত অযৌক্তিকতা এঙ্গেল্‌স্ স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট রূপে বেবেলকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; লাসালে'রও এই পূর্বসংস্কার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। পক্ষান্তরে, মার্ক্‌স্ প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়টি স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার আকর্ষণ ছিল প্রধানত অন্য বিষয়ে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের **ক্রমবিকাশ** সম্পর্কে।

মার্ক্‌সের সমগ্র তত্ত্ব বলিতে বুঝায়—আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুসমঞ্জস সুচিন্তিত ও সংহত রূপে বিকাশ-তত্ত্বের প্রয়োগ। পুঁজিতন্ত্রের **আগামী** বিপর্যয় এবং **ভবিষ্যৎ** কমিউনিস্ট সমাজের **ভবিষ্যৎ** বিকাশ, উভয় ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব প্রয়োগের প্রশ্ন উত্থাপন করা মার্ক্‌সের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

যে **তথ্যের** উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করা যাইতে পারে, সেই তথ্য কী?

সেই তথ্য হইতেছে এই: পুঁজিতন্ত্র হইতেই কমিউনিস্ট সমাজের **উদ্ভব**, পুঁজিতন্ত্র হইতেই কমিউনিস্ট সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ, এবং পুঁজিতন্ত্র যে-সামাজিক শক্তিকে **জন্ম দিয়াছে** কমিউনিস্ট সমাজ সেই শক্তিরই ক্রিয়াফল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাইতে পারে। কল্পরাজ্য রচনা করিবার, অজ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে বৃথা অনুমান করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস মার্ক্‌সের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্গত কোনও নূতন প্রজাতির কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ দিকে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে-বিষয় জানা থাকিলে একজন জীববিজ্ঞানী সেই প্রজাতির বিকাশের

প্রশ্ন যেভাবে আলোচনা করিবেন, মার্ক্‌স্‌ও ঠিক সেই ভাবেই কমিউনিস্ট সমাজের প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছেন।

গোথা কর্মসূচী রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটিকে গোলমেলে করিয়া ফেলে; মার্ক্‌স্‌ সর্বপ্রথম এই গোলমালের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া দূর করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"'এখনকার সমাজ' পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ; মধ্যযুগীয় আবহাওয়া হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত, অল্পবিস্তর বিকশিত এবং প্রত্যেক দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বারা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত ধরনের এই সমাজ সকল সভ্য দেশেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, 'এখনকার রাষ্ট্র' প্রত্যেক দেশের সীমানার সঙ্গে-সঙ্গে বদ্‌লায়। সুইৎসারলাণ্ডে এখনকার রাষ্ট্র যেরূপ, প্রুশো-জর্মান সাম্রাজ্যে এখনকার রাষ্ট্র তাহা হইতে পৃথক্‌, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ, ইংলাণ্ডে তাহা হইতে পৃথক্‌। 'এখনকার রাষ্ট্র' তাই একটা অলীক বস্তু।

"বিভিন্ন সভ্য দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রূপ বহু বিচিত্র; তবুও, এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যেই একটি বিষয়ে মিল আছে, সমস্ত রাষ্ট্রেরই ভিত্তি হইতেছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ, কেবল কোনও সমাজ পুঁজিতান্ত্রিক প্রথায় বেশি উন্নত এবং কোনও সমাজ বা তাহার তুলনায় কম উন্নত। সুতরাং, সমস্ত রাষ্ট্রেরই কতকগুলি সার লক্ষণও আছে এক-ই রকম। এই অর্থে 'এখনকার রাষ্ট্রে'র কথা বলা সম্ভব; ভবিষ্যৎ কালে কিন্তু ইহার বিপরীত, তখন এই রাষ্ট্রের বর্তমান মূল বুর্জোয়া সমাজ-ই লোপ পাইবে।

"তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে: কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের কী রূপান্তর ঘটিবে? অন্য কথায় বলিতে গেলে, এমন কী কী সামাজিক বৃত্তি সেই সমাজে তখনও বজায় থাকিবে যে-সব বৃত্তি রাষ্ট্রের বর্তমান বৃত্তির অনুরূপ? একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; এবং 'রাষ্ট্র' কথাটির সহিত 'জন' কথাটি হাজার বার জুড়িয়া দিলেও এই সমস্যার সমাধানে বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না।"*

জনরাষ্ট্র' সম্পর্কে সমস্ত আলোচনাকে এইভাবে উপহাস করিয়া মার্ক্‌স্‌ প্রশ্নটিকে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং এই বলিয়া যেন আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, বিজ্ঞানসম্মত সমাধানে পৌঁছিবার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইবে।

* 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৮।—অ।

সমগ্র বিকাশতত্ত্ব, সমগ্রভাবে বিজ্ঞান প্রথম যে-সত্যটিকে পরিপূর্ণ যথাযথ রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের একটি বিশেষ স্তর বা পর্যায় ঐতিহাসিক দিক হইতে অবশ্যই থাকিবে। রামরাজ্যবাদীরা এই সত্যটি-ই ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত আজকালকার সুবিধাবাদীরাও ঠিক এই সত্যটি-ই ভুলিয়া যায়।

২। পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণ

মার্ক্স্ আরও বলিয়াছেন :

> "পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে একটি পর্যায়ের ব্যবধান আছে ; এই পর্যায়ে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ কমিউনিস্ট সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর লাভ করে। এই পর্যায়ের অনুরূপ রাজনৈতিক একটি পর্যায়ও আছে, যখন রাষ্ট্র মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক একাধিপত্য ব্যতীত ভিন্নরূপ কিছু হইতে পারে না।"*[৩৮]

আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মজুর শ্রেণীর ভূমিকা, এই সমাজের বিকাশ সম্পর্কে তথ্যাবলী এবং মজুর শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থের আপস-মীমাংসার অসম্ভাব্যতা—এই-সব কিছু মার্ক্স্ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং সেই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছেন।

ইহার আগে প্রশ্নটিকে এই ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল : মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে মজুর শ্রেণীকে অবশ্যই বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া নিজের বৈপ্লবিক একাধিপত্য কায়েম করিতে হইবে।

এখন কিছুটা অন্য ভাবে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হইয়াছে : পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ—যে সমাজ কমিউনিস্ট সমাজের দিকে বিকাশ লাভ করিতেছে—সেই সমাজ হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণ একটা 'রাজনৈতিক উত্তরণের পর্যায়'

* ঐ, পৃঃ ৩৯। এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে লেনিন ১৯১৬ সালের শরৎকালে বলেন "আজ পর্যন্ত সোশালিস্টরা এই স্বতঃসিদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই ; কিন্তু বিজয়ী সমাজতন্ত্র যখন পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সমাজে বিকশিত হইয়া উঠিবে, সেই সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে এই স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করা হইয়াছে বুঝা যায়।" (লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, ১৯শ খণ্ড, "আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার" দ্রষ্টব্য)।—অ।

ব্যতিরেকে অসম্ভব ; এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের একমাত্র রূপ হইতে পারে মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক একাধিপত্য।[৩৯]

গণতন্ত্রের সহিত এই একাধিপত্যের তাহা হইলে সম্পর্ক কী ?

'মজুর-শ্রেণীকে শাসক-শ্রেণীর পদে উন্নীত করা' এবং 'গণতন্ত্রের যুদ্ধ জয় করা'—এই দুইটি ধারণা 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ কেবল পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছে দেখিয়াছি। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের পর্যায়ে গণতন্ত্রও কিভাবে পরিবর্তন লাভ করে—উপরে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে ইহা আরও সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা যখন বর্তমান থাকে, সেই অবস্থায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অল্পবিস্তর পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে। কিন্তু এই গণতন্ত্র পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে সর্বদাই সীমাবদ্ধ, কাজেই এই গণতন্ত্র বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য, একমাত্র বিত্তশালী শ্রেণীর জন্য, একমাত্র ধনিকদের জন্য। প্রাচীন গ্রীক প্রজাতন্ত্রে স্বাধীনতা যেমন ছিল শুধু গোলামদারদেরই স্বাধীনতা, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেরও স্বাধীনতা ঠিক তেমন-ই। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার দৌলতে আধুনিক কালের মজুরি-দাসেরা অভাবে ও দারিদ্র্যে এত বেশি নিষ্পেষিত যে, 'গণতন্ত্র লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইতে পারে না', 'রাজনীতি লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইতে পারে না', শান্তিপূর্ণ সাধারণ অবস্থায় জনসাধারণের অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকে।

জর্মানি-ই হয়তো এই কথার যাথার্থ্য সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, নিয়মতান্ত্রিক বৈধতা এই রাষ্ট্রে অনেক দিন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী (১৮৭১-১৯১৪) যাবৎ স্থায়ী ছিল, এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় জর্মানিতেই সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন 'বৈধতার সদ্ব্যবহা'র করিতে পারিয়াছে অনেক বেশি, এবং দুনিয়ার অন্য যে-কোনও দেশের তুলনায় মজুর শ্রেণীর একটা বৃহত্তর অংশকে রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

রাজনৈতিক দিক হইতে সচেতন ও সক্রিয় মজুরি-দাস পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এ-যাবৎ যত দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তম এই সংখ্যাটি কী ? দেড় কোটি

মজুরদের মধ্যে দশ লক্ষ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য! দেড় কোটির মধ্যে ত্রিশ লক্ষ ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ!

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গণতন্ত্র হইতেছে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য গণতন্ত্র, ধনীর জন্য গণতন্ত্র। পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কলকৌশল যদি আরও ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে ইহার সর্বত্র—ভোটাধিকারের 'সামান্য' তথাকথিত সামান্য খুঁটিনাটিতে (বাসস্থানগত যোগ্যতা, নারীদের বাদ দেওয়া, ইত্যাদিতে), প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কায়দা-কানুনে, সভা-সমিতির অধিকারে প্রকৃত বাধায় (পাব্লিক হলগুলি 'গরীবদের' জন্য নয়!), দৈনিক সংবাদপত্রের নিছক পুঁজিতান্ত্রিক সংগঠনে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—সব দিকেই দেখা যাইবে গণতন্ত্রের উপর শুধু বাধা আর বাধা। দরিদ্রদের বেলায় এই সব বাধা-নিষেধ, ব্যতিক্রম অস্পৃশ্যতা ও প্রতিবন্ধকতা নেহাৎ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় বিশেষ-ভাবে তাহারই কাছে যে অভাব কাহাকে বলে কখনও জানে নাই এবং নিপীড়িত শ্রেণীদের গণজীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনও আসে নাই (বুর্জোয়া সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের শতকরা ৯৯ জন না হইলেও ৯০ জন-ই এই শ্রেণীর লোক); কিন্তু এই-সব বাধা-নিষেধের মোট যোগফল দাঁড়ায় গিয়া এই যে, দরিদ্ররা রাজনীতি হইতে বিতাড়িত ও দূরে অপসারিত হয়, গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হয়।

কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মার্ক্স্ বলিয়াছিলেন, নিপীড়িতদের কয়েক বছর অন্তর একবার করিয়া স্থির করিতে দেওয়া হয় উৎপীড়ক শ্রেণীর কোন্ কোন্ বিশেষ প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবে ও দাবাইয়া রাখিবে;—এই কথা বলিবার সময়ে মার্ক্স্ পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রের **সারমর্ম** চমৎকার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্যম্ভাবী রূপে সংকীর্ণ এই পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্র সুকৌশলে দরিদ্রদের দূরে সরাইয়া রাখে, আর তাই ইহা মর্মে-মর্মে ভণ্ড ও মিথ্যা[৩০]; এই পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্র হইতে 'বৃহৎ ও বৃহত্তর গণতন্ত্রে' অগ্রগতি সরল সহজ সোজাসুজি ভাবে নিষ্পন্ন হয় না, যদিও উদারনৈতিক অধ্যাপক ও খুদে-বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা আমাদের সেইরূপ-ই বিশ্বাস করিতে বলেন। না, অগ্রগতি সেইভাবে হয় না; মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের মধ্য দিয়াই কমিউনিষ্ট সমাজের দিকে অগ্রগতি সংঘটিত হয়; ইহা ছাড়া অন্য উপায়ে অগ্রগতি ঘটিতে পারে না, কারণ পুঁজিতন্ত্রী শোষকদের **প্রতিরোধ** আর কেহ-ই চুর্ণ করিতে পারে না, কিংবা অন্য কোনও উপায়েই চুর্ণ করা যায় না।

কিন্তু মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য, অর্থাৎ অত্যাচারীদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে অত্যাচারিতদের অগ্রণী দলের শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠন নিছক গণতন্ত্রের প্রসারেই পরিণতি লাভ করিতে পারে না। মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য গণতন্ত্রের বিপুল প্রসার সাধন করে; এই **সর্বপ্রথম** গণতন্ত্র ধনীদের পরিবর্তে দরিদ্রদের, জনগণের গণতন্ত্রে পরিণত হয়—গণতন্ত্রের এই বিপুল প্রসার সাধনের **সঙ্গে-সঙ্গে** মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য অত্যাচারীদের, শোষকদের, পুঁজিপতিদের স্বাধীনতার উপর একের-পর-আর বাধানিষেধ চাপাইয়া দেয়। মানব-সমাজকে মজুরি-দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের অবশ্যই দমন করিতে হইবে; বলপ্রয়োগের দ্বারা ইহাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে হইবে; ইহা তো পরিষ্কার যে, যেখানে দমন আছে, যেখানে বলপ্রয়োগ আছে, সেখানে স্বাধীনতা নাই, গণতন্ত্র নাই।

পাঠকদের স্মরণে আছে, এঙ্গেল্‌স্ বেবেলকে লেখা চিঠিতে এই কথাটি-ই সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে,

> "মজুর শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রকে **আবশ্যক** স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, তাহার প্রতিপক্ষকে দাবাইয়া রাখিবার জন্যই; এবং যে-মুহূর্তে স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়, সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রও লোপ পায়।"*

জনগণের বিপুলসংখ্যকের জন্য গণতন্ত্র, এবং জনগণের শোষক ও অত্যাচারীদিগকে বলপ্রয়োগে দমন করা অর্থাৎ গণতন্ত্র হইতে তাহাদের বাদ দেওয়া—পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে **উত্তরণের** পর্বে গণতন্ত্রের এই পরিবর্তন ঘটে।

কেবল কমিউনিস্ট সমাজেই—পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ যখন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছে, পুঁজিপতিরা যখন তিরোহিত হইয়াছে, শ্রেণীবিভাগ যখন আর নাই (অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক উপকরণের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সমাজের সভ্যদের মধ্যে যখন আর পার্থক্য নাই), কেবল **তখন-ই** 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পায়' এবং **'স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়'**। কেবল তখন-ই যথার্থ পূর্ণ গণতন্ত্র, ব্যতিক্রমহীন গণতন্ত্র সম্ভব হইবে এবং বাস্তবে আয়ত্ত হইবে।[৪১] কেবল তখন-ই গণতন্ত্রের **ক্রম-তিরোধান শুরু** হইবে, এবং তাহার সহজ কারণ হইতেছে এই যে—পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের অবর্ণনীয় বিভীষিকা বর্বরতা অসংগতি ও **জঘন্যতা** হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণ সমাজ-জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালন করিতে ক্রমশ **অভ্যস্ত হইয়া**

* দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৫-৭৬।—অ।

যাইবে; এই-সব নিয়ম শত-শতাব্দী কাল ধরিয়া জানা আছে, এবং সমস্ত ইস্কুলপাঠ্য পুস্তকে হাজার-হাজার বছর ধরিয়া এই-সব নিয়মের পুনরাবৃত্তি করিয়া আসা হইতেছে; বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, অধীনতা এবং রাষ্ট্র নামে অভিহিত জবরদস্তির **বিশেষ যন্ত্র ব্যতিরেকেই** জনসাধারণ সমাজ-জীবনের ঐ সব প্রাথমিক নিয়ম পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

"রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়"—এই বাক্যটি খুব-ই সুনির্বাচিত, কারণ ইহাতে ঐ প্রক্রিয়ার ক্রমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উভয় প্রকৃতি-ই নির্দেশ করা হইয়াছে। শুধু অভ্যাসের ফলেই এইরূপ কার্যফল দেখা দিতে পারে এবং দেখা দিবেও সন্দেহ নাই; কারণ, যদি কোনও শোষণ না থাকে এবং যদি এমন কিছু না থাকে যাহার ফলে বিরক্তি ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং যাহার ফলে দমন করার প্রয়োজন ঘটে, তাহা হইলে জনসাধারণ জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি পালন করিতে কত দ্রুত ও সহজেই অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ আমাদের চারিপাশে লক্ষ-লক্ষ বার আমরা দেখিতে পাই।

সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এমন এক গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি যে-গণতন্ত্র সংকুচিত, দীন ও মিথ্যা, যে-গণতন্ত্র শুধু ধনীদেরই জন্য, শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠেরই জন্য। মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য, কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের পর্যায়, শোষকদের অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠের আবশ্যিক অবদমনের সঙ্গে-সঙ্গে জনগণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সৃষ্টি করিবে। একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই প্রকৃত পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রবর্তন হইতে পারে; এবং গণতন্ত্র যত পূর্ণ হইবে, ততই দ্রুত অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে ও আপনা হইতেই ক্রমশ ক্ষয় পাইতে-পাইতে বিলীন হইয়া যাইবে।

অন্য কথায় বলা যায়: পুঁজিতন্ত্রের আওতায়ই আমরা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাই, অর্থাৎ এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে, সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠকে দমন করিবার একটা বিশেষ যন্ত্র পুঁজিতন্ত্রেই বিদ্যমান। শোষণকারী সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্তৃক শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠকে নিয়মিতভাবে দমন করার ন্যায় একটা কাজ সাফল্যের সহিত নির্বাহ করিবার জন্য স্বভাবতই দমনের কাজে চরম হিংস্রতা ও বর্বরতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় রক্ত-সমুদ্রের, এই রক্ত-সমুদ্রের মধ্য দিয়াই মানব-জাতিকে গোলাম, ভূমি-দাস ও মজুর হিসাবে ছুটিয়া চলিতে হইতেছে।

আবার, পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের পর্বেও দমনের আবশ্যকতা থাকে ; কিন্তু এই দমন হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত কর্তৃক সংখ্যা-লঘিষ্ঠ শোষকের দমন। একটা বিশেষ যন্ত্র, দমনের একটা বিশেষ যন্ত্র অর্থাৎ 'রাষ্ট্র' তখনও প্রয়োজন ; কিন্তু এই রাষ্ট্র হইতেছে সংক্রমণকালীন রাষ্ট্র, প্রচলিত অর্থে ইহাকে আর রাষ্ট্র বলা চলে না ; সংখ্যাগরিষ্ঠ যাহারা গতকালও ছিল মজুরি-দাস, তাহাদের দ্বারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ শোষকদের দমন করার কাজ অপেক্ষাকৃত এত সহজ ও সরল ও স্বাভাবিক যে, গোলাম ভূমি-দাস বা মজুরদের দমন করার জন্য যে-পরিমাণ রক্তপাতের প্রয়োজন হয় তাহার তুলনায় ইহাতে অনেক কম রক্তপাত হইবে এবং মানব-জাতির ক্ষতিও হইবে অনেক কম। ইহার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়াই গণতন্ত্রকে জনসাধারণের এমন বিপুলসংখ্যকের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যায় যাহার ফলে দমনের বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যকতা লোপ পাইতে শুরু করিবে। শোষণকারীরা স্বভাবতই অত্যন্ত জটিল একটা যন্ত্র ব্যতীত জনগণকে দমন করিতে পারে না ; জনগণ কিন্তু কোনও 'যন্ত্রে'র সাহায্য প্রায় না লইয়াই, কোনও বিশেষ 'যন্ত্র' ব্যতিরেকেই, সশস্ত্র জনগণের খুব সরল একটা সংগঠনের (আমরা একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি, মজুর ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সোভিয়েতগুলির ন্যায় সংগঠনের) সাহায্যেই শোষকদের দমন করিতে পারে।

সর্বশেষে, কেবল কমিউনিস্ট সমাজেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, যেহেতু সেখানে এমন কেহ-ই থাকে না যাহাকে দমন করিতে হয়—'কেহ' অর্থাৎ একটি শ্রেণী, জনসংখ্যার একটা নির্দিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে নিয়মিত সংগ্রামের অর্থে 'কেহ'। আমরা রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি না ; ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে অমিতাচারের সম্ভাবনা ও অবশ্যম্ভাব্যতা যে আছে, কিংবা সে অমিতাচার দমনের আবশ্যকতাও যে আছে, তাহা আমরা আদবেই অস্বীকার করি না। কিন্তু, প্রথমত, ইহার জন্য কোনও বিশেষ যন্ত্রের, কোনও বিশেষ দমন-যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না ; এমন-কি বর্তমান সমাজেও, দুইজন লোকে মারামারি করিতে থাকিলে, কতিপয় ভদ্রলোক যেমন মাঝখানে পড়িয়া দুইজনকে ছাড়াইয়া দেন কিংবা কোনও মহিলার লাঞ্ছনায় বাধা দেন, ঠিক তেমন-ই সহজে স্বচ্ছন্দে সশস্ত্র জনগণ নিজেরাই এই [দমনের] কাজটি সম্পন্ন করিবে। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে সমাজ-জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন রূপ অমিতাচারের মূল সামাজিক কারণ হইতেছে জনগণের শোষণ, তাহাদের অভাব ও দারিদ্র্য। এই মুখ্য কারণ অন্তর্হিত হইবার

সঙ্গে-সঙ্গে অমিতাচারও অবশ্যম্ভাবী রূপে **'লোপ পাইতে'** শুরু করিবে। কত তাড়াতাড়ি ও কী ক্রম অনুযায়ী এই-সব অমিতাচার লোপ পাইবে, তাহা আমরা জানি না, তবে লোপ যে পাইবে তাহা জানি। এই-সব অমিতাচার লোপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রও **বিলীন হইয়া যাইবে।**

এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন যাহা বলা যাইতে পারে, কল্পলোকে আশ্রয় না লইয়াই মার্ক্‌স্ আরও পরিপূর্ণ রূপে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের নিম্নতর ও উচ্চতর পর্যায়ের (মাত্রার, স্তরের) মধ্যে পার্থক্য।

৩। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়

সমাজতন্ত্রের আওতায় মজুর 'তাহার শ্রমের অটুট' বা 'সম্পূর্ণ ফসলই' পাইবে—লাসালে-র এই ধারণাকে[৩২] খণ্ডন করিবার জন্য মার্ক্‌স্ 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' পুস্তকে খুঁটিনাটির মধ্যে গিয়াছেন। মার্ক্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, উৎপাদনের প্রসারের জন্য, 'ক্ষয়প্রাপ্ত' যন্ত্রপাতি বদলাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি নিয়োগের জন্য এবং এইরূপ আরও নানা কাজের জন্য সমাজের সমগ্র সামাজিক শ্রম হইতে একটা সংরক্ষিত তহবিল বাদ দিয়া রাখা দরকার; তারপর, পরিচালনার খরচের জন্য এবং ইস্কুল, হাসপাতাল, বৃদ্ধদের আশ্রয়-নিবাস ইত্যাদির জন্য একটা তহবিলও ভোগের উপকরণ হইতে বাদ দিয়া রাখিতে হইবে।

লাসালে-র ন্যায় অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ঢালাও মন্তব্য ("মজুর তাহার শ্রমের সম্পূর্ণ ফসল পাইবে") না করিয়া, তাহার পরিবর্তে, সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ঠিক কিভাবে তাহার কাজকর্ম নির্বাহ করিতে হইবে, মার্ক্‌স্ তাহার-ই একটা পরিমিত হিসাব করিয়াছেন। যে-সমাজে পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকিবে না, মার্ক্‌স্ সেই সমাজের জীবনধারণের অবস্থার একটা **মূর্ত** বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

> "এক্ষেত্রে [মজুরদের পার্টির কর্মসূচীর বিশ্লেষণ ব্যাপারে] আমরা এমন এক কমিউনিস্ট সমাজের আলোচনা করিতেছি না যে-সমাজ তাহার নিজের ভিতের উপরেই **বিকাশ-লাভ করিয়াছে**; **পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হইতে যে-সমাজ সদ্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক নৈতিক ও মানসিক সর্ব বিষয়েই যে-সমাজ পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে জন্মলাভের**

লক্ষণগুলি তখনও অঙ্গে ধারণ করিতেছে—আমরা এখানে বরং সেই কমিউনিস্ট সমাজেরই আলোচনা করিতেছি।"*

এই কমিউনিস্ট সমাজ—পুঁজিতন্ত্রের জঠর হইতে যে-সমাজ সদ্য আবির্ভূত হইয়াছে এবং সমস্ত বিষয়েই পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণের নিদর্শন যাহার অঙ্গে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে—সেই কমিউনিস্ট সমাজকেই মার্ক্স্ কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা নিম্নতর পর্যায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উৎপাদনের উপায়গুলি আর ব্যষ্টির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সমগ্র সমাজ-ই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক। সামাজিকভাবে আবশ্যক কাজের একটা অংশ সম্পাদন করিয়া সমাজের প্রত্যেক সভ্য সমাজের নিকট হইতে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট পায় যে, সে এই-এই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। এই সার্টিফিকেট অনুসারে সে ভোগ্য বস্তুর সাধারণ ভাণ্ডার হইতে অনুরূপ পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য লাভ করে। সাধারণ ভাণ্ডারে শ্রমের যে-ভাগ জমা হয়, সেই ভাগ বাদ দিবার পর প্রত্যেক মজুর-ই তাই সমাজকে সে যতটুকু দিয়াছে সমাজের নিকট হইতে ততটুকু-ই পায়।†

'সাম্যে'র অপ্রতিহত রাজত্ব মনে হয়।

কিন্তু, (যে-সামাজিক বিধানকে সাধারণত সমাজতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু মার্ক্স্ যাহাকে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন), এমন এক সামাজিক বিধানকে লক্ষ্য করিয়া লাসালে যখন বলেন যে ইহা হইতেছে 'ন্যায়-সংগত বণ্টন' এবং 'প্রত্যেকের সমান পরিমাণে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য পাইবার সমান অধিকার', তখন লাসালে ভুল করেন, এবং মার্ক্স্ তাঁহার ভুল উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখান।

* মার্ক্স্ বলেন, 'সমান অধিকার' এখানে বাস্তবিকই আছে, কিন্তু তবুও ইহা 'বুর্জোয়া অধিকার', এবং প্রত্যেক অধিকারের বেলাতে যেমন, এই 'বুর্জোয়া অধিকারে'র বেলাতেও তেমনি আগে হইতেই ধরিয়া লওয়া হয় যে অসাম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন লোক, যাহারা বস্তুত এক-ই রকম নয় এবং পরস্পরের সহিত সমানও নয়, তাহাদের সকলের সম্পর্কেই এক-ই মান প্রয়োগ করা—অধিকার বলিতে ইহা-ই বুঝায়, প্রত্যেক অধিকার-ই এইরূপ, এই কারণেই

* 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ২৪।—অ।

† দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ২৫।—অ।

'সমান অধিকার' হইতেছে প্রকৃতপক্ষে সাম্যের লঙ্ঘন এবং একটা অবিচার। কার্যত, প্রত্যেক লোক-ই সমপরিমাণ সামাজিক শ্রম নির্বাহ করিয়া (পূর্বোল্লিখিত অংশ বাদ দিবার পর) সামাজিক উৎপন্নের সমপরিমাণ অংশ লাভ করে।

কিন্তু বিভিন্ন লোক এক-ই রকম নয়: একজন সবল, আর-এক জন দুর্বল; একজন বিবাহিত, আর-এক জন অবিবাহিত; একজনের সন্তান-সন্ততি বেশি, আর-এক জনের কম, ইত্যাদি। মার্ক্‌স্ সিদ্ধান্ত করেন যে,

"সমান পরিশ্রম করাতে আর তাই ভোগ্য বস্তুর সামাজিক ভাণ্ডারে সমান ভাগ থাকাতে একজন কার্যত আর-এক জনের তুলনায় বেশি পাইবে এবং ধনী হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। এই-সব ত্রুটি যাহাতে পরিহার করা যায়, সেই-জন্য অধিকার সমান হইবার বদলে অ-সমানই হইতে হইবে।"*

কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়েও তাই ন্যায় ও সাম্য প্রবর্তিত হইতে পারে না। ধনসম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অন্যায় বৈষম্য তখনও থাকিবে, কিন্তু মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ তখন অসম্ভব হইয়া পড়িবে, কারণ কলকারখানা যন্ত্রপাতি জমি ইত্যাদি **উৎপাদনের উপকরণ** তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে অধিকার করা আর সম্ভব হইবে না। **সাধারণভাবে** 'সাম্য' ও 'ন্যায়ে'র কথা লাসালে বলিয়াছিলেন, লাসালে-র এই খুদেবুর্জোয়া-সুলভ গোলমেলে উক্তিকে নিঃশেষে খণ্ডন করিবার সময় মার্ক্‌স্ কমিউনিস্ট সমাজের **বিকাশের ধারা** দেখাইয়া দিয়াছেন—উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে ব্যষ্টির অধিকারে থাকার মধ্যে যে-'অন্যায়' নিহিত রহিয়াছে, কমিউনিস্ট সমাজ সর্বপ্রথম **শুধু** সেই 'অন্যায়ে'র বিলোপ ঘটাইতেই **বাধ্য** হয়; 'কাজ অনুযায়ী' (প্রয়োজন অনুযায়ী নয়) ভোগ্য বস্তু বণ্টনের মধ্যে আরও যে-অন্যায় নিহিত আছে, কমিউনিস্ট সমাজ তখন-ই সে-অন্যায়ের বিলোপ ঘটাইতে **পারে না**।[৩]

বুর্জোয়া অধ্যাপক ও 'আমাদের' তুগান-বারানভ্‌স্কি প্রমুখ ইতর অর্থনীতিবিদেরা সোশালিস্টদের সর্বদাই এই বলিয়া ভর্ৎসনা করেন যে, কেন মানুষ যে সমান নয় সোশালিস্টরা তাহা ভুলিয়া যায় এবং এই অসাম্য নিশ্চিহ্ন করিবার 'স্বপ্ন' দেখে। আমরা বুঝিতে পারি, বুর্জোয়া মতবাদ যাঁহারা প্রচার করেন সেই-সব ভদ্রলোকের চরম অজ্ঞতা-ই শুধু এইরূপ ভর্ৎসনায় প্রতিপন্ন হয়।[৪৪]

মানুষের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী রূপে যে-অসাম্য রহিয়াছে, মার্ক্‌স্ অতি সতর্কতার

* দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ২৬।—অ।

সহিত তাহা বিবেচনা করিয়াছেন, শুধু তাহা-ই নয়; তিনি এই বিষয়টিও বিবেচনা করিয়াছেন যে, উৎপাদনের উপায়গুলিকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলেই (সাধারণত যাহাকে 'সমাজতন্ত্র' বলা হয়), বণ্টনের ত্রুটি ও 'বুর্জোয়া অধিকারে'র অসাম্য **লোপ পায় না**, এবং যতদিন 'কাজ অনুযায়ী' উৎপন্ন ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ততদিন এই ত্রুটি ও অসাম্যও বজায় থাকে। মার্ক্স্ আরও বলিয়াছেন :

"দীর্ঘ জন্মযন্ত্রণার পর পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের জঠর হইতে সদ্য জন্ম লাভ করিয়াছে যে-কমিউনিস্ট সমাজ, তাহার প্রথম পর্যায়ে এই-সব ত্রুটি কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও সেই কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত সাংস্কৃতিক বিকাশকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না।"*

সুতরাং কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে (যাহাকে সাধারণত সমাজতন্ত্র বলা হয়) 'বুর্জোয়া অধিকার' সম্পূর্ণ রূপে লোপ পায় না, শুধু অংশত লোপ পায়: অর্থনৈতিক রূপান্তর তখন পর্যন্ত যতটা সম্পন্ন হইয়াছে শুধু সেই অনুপাতেই অর্থাৎ কেবল উৎপাদনের উপায় সম্পর্কেই 'বুর্জোয়া অধিকার' লোপ পায়। 'বুর্জোয়া অধিকার' উৎপাদনের উপায়গুলিকে স্বতন্ত্র ব্যষ্টির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে স্বীকার করে। উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজতন্ত্রে **সাধারণের** সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। **সেই পরিমাণে**, কেবল সেই পরিমাণেই 'বুর্জোয়া অধিকার' লোপ পায়।

'বুর্জোয়া অধিকারে'র আরও একটা অংশ আছে, এবং সেই দিক হইতে দেখিলে, 'বুর্জোয়া অধিকার' টিকিয়া থাকে—সমাজের সভ্যদের মধ্যে শ্রম ও উৎপন্ন ভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে নিয়ামক (নির্ধারক) হিসাবে 'বুর্জোয়া অধিকার' বজায় থাকে। 'যে কাজ করে না সে খাইতে পাইবে না'—এই সমাজতান্ত্রিক নীতি **ইতিপূর্বেই** বাস্তবে আয়ত্ত হইয়াছে। 'সম-পরিমাণ শ্রমের জন্য সম-পরিমাণ উৎপন্ন'—এই সমাজতান্ত্রিক নীতিও **ইতিপূর্বেই** আয়ত্ত হইয়াছে। তবুও ইহা কমিউনিজ্ম্ নয়, এবং যে-'বুর্জোয়া অধিকার' অনুযায়ী অ-সম ব্যক্তিরা অ-সম (বস্তুতই অ-সম) পরিমাণ কাজের বিনিময়ে সম-পরিমাণ উৎপন্ন লাভ করে, সেই 'বুর্জোয়া অধিকার' ইহাতে লোপ পায় না।

মার্ক্স্ বলিয়াছেন, ইহা একটা 'ত্রুটি', কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে ইহা অনিবার্য; কারণ, কল্পনাবিলাস ছাড়া ইহা ধারণাই করা যায় না

* ঐ, পৃঃ ২৬।—অ।

যে, পুঁজিতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া জনগণ তৎক্ষণাৎ **অধিকারের কোনও মানদণ্ড ব্যতিরেকেই সমাজের জন্য কাজ** করিতে শিখিবে। তাহা ছাড়া, পুঁজিতন্ত্রের বিলোপের **সঙ্গে-সঙ্গেই এইরূপ** পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ভিত্তি **সৃষ্টি হয় না।**

'বুর্জোয়া অধিকারে'র মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও মানদণ্ড তখনও পর্যন্ত নাই। সেই হিসাবে, একটা রাষ্ট্র তাই তখনও প্রয়োজন, যে-রাষ্ট্র উৎপাদনের উপায়ের সার্বজনিক মালিকানাস্বত্ব বজায় রাখিবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রমের সাম্য ও উৎপন্ন বণ্টনে সাম্যও বজায় রাখিবে।

যে-হিসাবে কোনও পুঁজিপতি, কোনও শ্রেণী তখন আর নাই, আর কাজে-কাজেই এমন কোনও শ্রেণী নাই যাহাকে দমন করিতে পারা যায়, সেই হিসাবে রাষ্ট্রও তখন ক্ষয় পাইয়া যায়।

কিন্তু রাষ্ট্র তখনও পুরাপুরি লোপ পাইয়া যায় নাই; কারণ, যে-'বুর্জোয়া অধিকার' বাস্তব অসাম্যকে অনুমোদন করে, সেই অধিকারের রক্ষাকবচ তখনও রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্ষয় পাইতে-পাইতে সম্পূর্ণ তিরোভাবের জন্য আবশ্যক পুরাপুরি কমিউনিস্ট সমাজ।

৪। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়

মার্ক্স্ আরও বলিয়াছেন :

"কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে—শ্রম-বিভাগের অধীনে ব্যক্তির দাসত্ব যখন লোপ পাইয়াছে এবং সেই-সঙ্গে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধও অন্তর্হিত হইয়াছে, শ্রম যখন জীবন-ধারণের একটি উপায়-ই শুধু নয়, জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন-ই হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিও যখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সমবায়ী ধনসম্পদের সকল উৎস-ই যখন প্রবলতর ধারায় বহিতে থাকে—কেবল তখন-ই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ চক্রবাল সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যাইতে পারে; এবং এই নীতি তখন সমাজ ঘোষণা করিতে পারে যে, প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী লওয়া হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হইবে!"*[৫৫]

'স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্র' এই কথা দুইটিকে একসঙ্গে জুড়িয়া দিবার বাতুলতাকে

* ঐ, পৃঃ ২৬-২৭।—অ।

নির্মম-ভাবে উপহাস করিয়া এঙ্গেল্‌স্ যে-সব মন্তব্য ব্যক্ত করেন, সেই-সব মন্তব্যের যাথার্থ্য আমরা কেবল এখনই পরিপূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। রাষ্ট্র যতকাল বিদ্যমান আছে, ততকাল কোনও স্বাধীনতা-ই নাই। স্বাধীনতা যখন থাকিবে, তখন কোনও রাষ্ট্র-ই থাকিবে না।

রাষ্ট্রের ক্ষয় পাইতে-পাইতে সম্পূর্ণ তিরোধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতেছে কমিউনিষ্ট সমাজের বিকাশের এমন এক উচ্চ স্তর, যে-স্তরে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইবে, আর তাই বর্তমান কালের সামাজিক অসাম্যের অন্যতম প্রধান উৎস-ই নিশ্চিহ্ন হইবে; উৎপাদনের উপায়গুলিকে কেবল সাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া, যাহারা অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ভোগদখল করিতেছে সেই পুঁজিপতিদের কেবল অধিকারচ্যুত করিয়া, সামাজিক অসাম্যের এই উৎসমুখ সঙ্গে-সঙ্গে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

এই অধিকারচ্যুতির ফলে উৎপাদিকা শক্তির প্রভূত মাত্রায় বিকাশ-লাভ সম্ভব হইবে। পুঁজিতন্ত্র কী অবিশ্বাস্য মাত্রায় এই বিকাশকে এমন-কি এখন-ই ব্যাহত করিতেছে, আধুনিক শিল্পকৌশলের বর্তমান স্তরের উপর ভিত্তি করিয়াই কী পরিমাণ উন্নতি আয়ত্ত করিতে পারা যাইত, তাহা বিবেচনা করিয়া পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, আত্মসাৎকৃত ধনসম্পদের উপর হইতে পুঁজিপতিদের অন্যায় অধিকার ছিনাইয়া লইবার ফলে মানব-সমাজের উৎপাদিকা শক্তির অবশ্যম্ভাবী রূপে বিপুল বিকাশ দেখা দিবে। কিন্তু এই বিকাশের গতিবেগ কত দ্রুত হইবে, কত শীঘ্র সেই মাত্রা আয়ত্ত হইবে যেখানে শ্রম-বিভাগের সহিত সম্পর্ক ছেদ করা সম্ভব হইবে, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইবে এবং 'শ্রম জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনে' রূপান্তর লাভ করিবে—তাহা আমরা জানি না, জানিতে পারি না।

সুতরাং, আমরা শুধু এই কথা-ই বলিতে পারি যে, রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; আমরা এই কথার উপর জোর দিব যে, এই ক্রম-তিরোধানের প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হইতেছে দীর্ঘস্থায়ী, এবং কমিউনিষ্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশের দ্রুততার উপর এই প্রক্রিয়া নির্ভর করে; এই প্রক্রিয়া কত দীর্ঘ কাল ধরিয়া চলিবে এবং ক্রম-তিরোধানের মূর্ত রূপ কী হইবে, সে-প্রশ্নে আমরা কিছু-ই বলিব না, যেহেতু এই-সব প্রশ্ন সমাধান করিবার মতো কোনও উপাদান আমাদের হাতে নাই।

"প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী লওয়া হইবে এবং প্রত্যেককে

তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হইবে"—সমাজ যখন এই বিধি বাস্তবে আয়ত্ত করিতে পারিবে, অর্থাৎ, জনগণ যখন সমাজ-জীবনের মূল বিধিগুলি পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহাদের শ্রম যখন এত-ই উৎপাদনক্ষম হইবে যে তাহারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছায় কাজ করিতে থাকিবে, তখন-ই রাষ্ট্র ক্ষয় পাইতে-পাইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারিবে। 'বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ চক্রবাল'—মানুষকে যাহা শাইলক-এর মতো নির্দয়-ভাবে হিসাব করিতে বাধ্য করে যে সে আর-এক জনের চেয়ে আধ ঘণ্টা বেশি কাজ করিয়াছে কি না, আর-এক জনের চেয়ে সে কম বেতন পাইতেছে কি না—এই সংকীর্ণ চক্রবাল তখন অতিক্রম করা যাইবে। সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে কী পরিমাণ উৎপন্ন বাঁটিয়া দিতে হইবে, তাহা সঠিক-ভাবে হিসাব করিবার কোনও প্রয়োজন সমাজের পক্ষে তখন আর থাকিবে না; প্রত্যেকেই 'তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী' অবাধে গ্রহণ করিতে পারিবে।

এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ হইতে 'নিছক রামরাজ্য' বলিয়া অভিহিত করা সহজ। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক নাগরিকের শ্রমের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকেই, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমাজের নিকট হইতে যত খুশি ব্যাঙ্কের-ছাতা মোটর-গাড়ি পিয়ানো ইত্যাদি পাইবার অধিকার থাকিবে—সোশালিস্টরা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় বলিয়া বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের বিদ্রূপ করা সহজ। এমন কি আজও অধিকাংশ বুর্জোয়া 'পণ্ডিত' এইভাবে উপহাস করাতেই আত্মনিয়োজিত আছেন, ইহাতে তাঁহাদের অজ্ঞতা-ই ধরা পড়ে, ধরা পড়ে যে তাঁহারা স্বার্থের খাতিরেই পুঁজিতন্ত্রের সাফাই গাহিতেছেন।

অজ্ঞতা—কারণ কমিউনিস্ট সমাজে উচ্চতর পর্যায় আসিবেই এইরূপ 'প্রতিশ্রুতি' দিবার কথা কোনও সোশালিস্টেরই মাথায় কখনও আসে নাই। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের আবির্ভাব বিষয়ে বড়ো-বড়ো সোশালিস্টদের যে-ভবিষ্যদ্বাণী, তাহাতে ইহা ধরিয়াই লওয়া হয় যে, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা আর বর্তমানের পর্যায়ে নাই, এবং মানুষও আর বর্তমান কালের সাধারণ মানুষের মতো নাই যে কিনা পমিয়ালভ্স্কির বইয়ের ইস্কুল-ছাত্রদের মতো 'নিছক মজার জন্য' সামাজিক ধন-সম্পদের ভাণ্ডার নষ্ট করিতে ও অসম্ভব কিছু দাবি করিতে পারে।†

---

* শেক্স্পীয়রের 'ভেনিসের বণিক্' ('মার্চেন্ট অব্ ভেনিস') নাটকের এক য়িহুদী সুদখোর মহাজনের চরিত্র।—অ।

† পমিয়ালভ্স্কির 'পাঠশালার চিত্র' নামক বইতে এক মিশনারি ইস্কুলের ছাত্রদের

সোশালিস্টরা দাবি করে যে, কমিউনিস্ট সমাজে 'উচ্চতর' পর্যায় যত দিন না আসে ততদিন সমাজ এবং রাষ্ট্র শ্রম ও ভোগের পরিমাণ **কঠোর-ভাবে** নিয়ন্ত্রণ করিবে; পুঁজিপতিদের স্বত্বচ্যুত করিয়া এবং পুঁজিপতিদের উপর মজুরদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করিয়া কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করিতে হইবে, এবং আমলাতন্ত্রীদের রাষ্ট্রের দ্বারা নয়, **সশস্ত্র মজুরদের** নিজস্ব রাষ্ট্রের দ্বারাই এই নিয়ন্ত্রণের কাজ পরিচালন করিতে হইবে।

বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তাদের (এবং ৎসেরেতেলি, চের্নভ প্রমুখ তাঁহাদের অনুচরদের) পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে স্বার্থ-প্রণোদিত ওকালতির নমুনা হইতেছে **অদ্যকার** রাজনীতির অত্যাবশ্যক জলজ্যান্ত প্রশ্ন **এড়াইয়া তাহার পরিবর্তে** সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনায় লিপ্ত হওয়া। অদ্যকার রাজনীতির অত্যাবশ্যক জলজ্যান্ত প্রশ্ন হইতেছে : পুঁজিপতিদের স্বত্বচ্যুত করা, **সমস্ত** নাগরিককে **একটি** বিরাট 'সিণ্ডিকেটে'র—সমগ্র রাষ্ট্রের—মজুর ও অন্য কর্মচারিতে রূপান্তরিত করা; এবং এই সিণ্ডিকেটের সমস্ত কাজকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, মজুর ও **সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত** [৬] রাষ্ট্রের, অধীন করা।

বস্তুত, কোনও পণ্ডিত অধ্যাপক, তাঁহার অনুবর্তী কোনও পণ্ডিতমূর্খ এবং তাঁহার অনুবর্তী ৎসেরেতেলি ও চের্নভ মহাশয়েরা যখন অযৌক্তিক রামরাজ্যের কথা, জনসভায় বল্‌শেভিকদের বক্তৃতায় ঘোষিত প্রতিশ্রুতির কথা, এবং সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তনে'র অসম্ভাব্যতার কথা বলেন, তখন কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তর বা পর্যায়ের কথা মনে করিয়াই তাঁহারা বলেন, কমিউনিস্ট সমাজের এই স্তরের প্রতিশ্রুতি কেহ-ই দেয় নাই, এমন কি এই স্তর 'প্রবর্তন করা'র কথাও কেহ-ই ভাবে নাই, কারণ, সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে, এই স্তর 'প্রবর্তন' করা যায় না।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের প্রশ্ন এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত; 'সোশাল-ডেমোক্রাট' নামটির ভ্রান্তি সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের যে-আলোচনা আগে উদ্ধৃত করা হইয়াছে*, সেখানে এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম বা নিম্নতর পর্যায় ও উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য কালে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিতন্ত্রের আওতায় এই পার্থক্যের উপর জোর দিলে তাহা হাস্যকরই হইবে; শুধু কেবল

উচ্ছৃঙ্খল জীবন বর্ণনা করা হইয়াছে; এই-সব ডাকাতে ছাত্রদের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে তাহারা শুধু জিনিসপত্র নষ্ট করিয়াই আনন্দ পাইত।—অ।

* দ্রষ্টব্য ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৯৯-১০১।—অ।

নৈরাজ্যবাদী কোনও-কোনও ব্যক্তিই হয়তো ইহার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারে (অবশ্য যদি নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে এমন লোক এখনও থাকে যাহারা ক্রপৎকিন গ্রেভ কর্নেলিসেন ও নৈরাজ্যবাদের অন্যান্য 'জ্যোতিষ্ক'দের প্লেখানভ-সদৃশ'[৪৭] সোশাল-শভিনিস্ট বা 'শেষ-পর্যন্ত-নৈরাজ্যবাদী'তে রূপান্তর হইতে কোনো শিক্ষাই লাভ করে নাই, যে-অল্প কয়েকজন নৈরাজ্যবাদীদের আত্মসম্মান-বোধ ও বিবেক এখনও বজায় আছে, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম গে 'শেষ-পর্যন্ত-নৈরাজ্যবাদী এই নামকরণ করিয়াছেন)।

কিন্তু সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য স্পষ্ট[৪৮]। সাধারণত যাহাকে সমাজতন্ত্র বলা হয়, মার্ক্‌স্‌ তাহার নাম দিয়াছেন কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা নিম্নতর পর্যায়। উৎপাদনের উপায়গুলি এই পর্যায়ে যে-হিসাবে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, সেই হিসাবে কমিউনিজ্‌ম্‌ কথাটি এখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—অবশ্য যেন ভুলিয়া না যাই যে ইহা পুরাপুরি কমিউনিস্ট সমাজ নয়। মার্ক্‌সের ব্যাখ্যার বিরাট তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তিনি এক্ষেত্রেও বস্তুবাদী ডায়ালেক্‌টিক্সকে, বিকাশতত্ত্বকে সুসংগত-ভাবে প্রয়োগ করেন, এবং কমিউনিস্ট সমাজকে তিনি পুঁজিতন্ত্রের **জঠর হইতে** বিকাশ লাভ করে এমন কিছু রূপে গণ্য করেন। পণ্ডিতী কায়দায় উদ্ভাবিত, 'মনগড়া' সংজ্ঞা ও শব্দ লইয়া নিষ্ফল বিতর্কের (সমাজতন্ত্র কী, কমিউনিজ্‌ম্‌ কী?) মধ্যে না গিয়া মার্ক্‌স্‌ বরং কমিউনিজ্‌মের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার স্তর যাহাকে বলা যাইতে পারে তাহারই বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রথম পর্যায়ে বা প্রথম স্তরে কমিউনিজ্‌ম্‌ অর্থনৈতিক দিক হইতে পরিপূর্ণ-রূপে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে **পারে না** এবং পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহ্য বা জের হইতে সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত হইতে **পারে না**। সুতরাং এই কৌতূহলজনক ঘটনা আমরা দেখিতে পাই যে, কমিউনিজ্‌মের প্রথম পর্যায়ে '**বুর্জোয়া অধিকারের** সংকীর্ণ চক্রবাল' টিঁকিয়া থাকে। অবশ্য, ভোগ্য বস্তুর বণ্টনের ব্যাপারে বুর্জোয়া অধিকার সম্পর্কে ইহা অবশ্যম্ভাবী রূপেই ধরিয়া লইতে হয় যে **বুর্জোয়া রাষ্ট্র** বর্তমান আছে, কারণ অধিকারের মান মানিয়া চলিতে **বাধ্য** করিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র না থাকিলে অধিকারের কোনও অর্থ-ই থাকে না।

কাজে-কাজেই, কেবল বুর্জোয়া অধিকার-ই নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রও কমিউনিজ্‌মের আওতায় কিছু কালের জন্য বিদ্যমান থাকে—বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যতীত-ই!

ইহা একটা কূট বা নিছক আত্মিক প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে পারে;

মার্ক্‌সবাদের অসাধারণ গভীর মর্মবস্তু অনুধাবন করিবার জন্য যাহারা বিন্দুমাত্র শ্রম স্বীকার করতে চায় না, তাহারাই মার্ক্‌সবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ কুট প্রহেলিকা রচনার অভিযোগ উত্থাপন করে।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে দেখিতে পাই যে, পুরাতনের অবশেষ নূতনের মধ্যে জীয়ন্ত টিঁকিয়া আছে। মার্ক্‌স্ খেয়ালবশে কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে 'বুর্জোয়া' অধিকারের একটি টুক্‌রা চোরা-চালান দেন নাই, পুঁজিতন্ত্রের গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিতেছে যে-সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে সে-সমাজে যাহা অবশ্যম্ভাবী মার্ক্‌স্ তাহা-ই নির্দেশ করিয়াছেন।

পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে মজুর শ্রেণীর পক্ষে গণতন্ত্রের গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু গণতন্ত্র আদৌ একটা অলঙ্ঘ্য সীমা নয়; সামন্ততন্ত্র হইতে পুঁজিতন্ত্রে এবং পুঁজিতন্ত্র হইতে কমিউনিজ্‌মে বিকাশের ধারায় গণতন্ত্র অন্যতম একটা স্তর মাত্র।

গণতন্ত্র অর্থে সাম্য বুঝায়। সঠিক-ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, সাম্য বলিতে বুঝায় শ্রেণী-বিলোপ; সাম্যের এই সঠিক অর্থ যদি আমরা গ্রহণ করি, তবেই সাম্যের জন্য মজুর শ্রেণীর সংগ্রামের তাৎপর্য এবং স্লোগান হিসাবে সাম্য কথাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু গণতন্ত্র বলিতে শুধু বাহ্যিক সাম্য-ই বুঝায়। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা বা পায়ে সমাজের সমস্ত সভ্যের পক্ষেই যখন সাম্য আয়ত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রম ও মজুরির সমতা যখন বাস্তবে আয়ত্ত হইযাছে, ঠিক তখন-ই বাহ্যিক সাম্যের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যথার্থ সাম্যে উপনীত হইবার প্রশ্ন মানব-সমাজের সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিবে—যথার্থ সাম্য অর্থাৎ "প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী লওয়া হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হইবে" এই বিধির প্রয়োগ। কী কী স্তরের মধ্য দিয়া কী কী কার্যকর ব্যবস্থার সাহায্যে মানব-সমাজ এই উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হইবে, তাহা আমরা জানি না এবং জানিতে পারি না। বুর্জোয়ারা সাধারণত সমাজতন্ত্রকে প্রাণহীন, শিলীভূত, নিত্যধ্রুব একটা কিছু রূপে ধারণা করে; বুর্জোয়াদের এই ধারণা যে কত মিথ্যা তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বস্তুত, কেবল সমাজতন্ত্রের আওতায়ই সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা দ্রুত, খাঁটি ও যথার্থ গণ-অগ্রগতি শুরু হইবে; প্রথমে জনসাধারণের অধিকাংশ এবং পরে সর্বসাধারণ-ই এই অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করিবে।

গণতন্ত্র রাষ্ট্রেরই একটা রূপ, রাষ্ট্রের বিচিত্র রূপের মধ্যে একটি। কাজে কাজেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের ন্যায় গণতন্ত্রেও সংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হয়; গণতন্ত্র একদিকে এইরূপ। অন্যদিকে আবার, সমস্ত নাগরিকের সাম্য এবং রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ধারণে ও রাষ্ট্র-প্রশাসনে সকলের সমান অধিকার যে বাহ্যত স্বীকৃত হইয়াছে, গণতন্ত্র তাহারও নিদর্শন বটে। এই বাহ্যিক স্বীকৃতির সহিত আবার একটা ঘটনা জড়িত; সে-ঘটনাটি হইতেছে এই—গণতন্ত্র বিকাশের এক বিশেষ স্তরে প্রথমে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত শ্রেণীকে অর্থাৎ মজুর-শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং মজুর-শ্রেণীকে সুযোগ দেয় যাহাতে সে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে, এমন-কি প্রজাতান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকেও, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পুলিস ও আমলাতন্ত্রকে বিধ্বস্ত চূর্ণচূর্ণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে, এবং এই-সব কিছুর পরিবর্তে, সর্বজনীন গণবাহিনীতে রূপান্তরমুখী সশস্ত্র মজুর জনসমষ্টির আকারে মূর্ত একটা অধিকতর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করিতে পারে,—কিন্তু তবুও সে-যন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র-ই।[৫৯]

এখানে 'পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হয়' : এই পরিমাণ গণতন্ত্র আয়ত্ত হইলে বুর্জোয়া সীমানা অতিক্রান্ত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন শুরু হয়। বস্তুত যদি সকলেই রাষ্ট্র-প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুঁজিতন্ত্র স্বাধিকার বজায় রাখিতে পারে না। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে আবার আগে ইহতেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে বস্তুত 'সকলেই' রাষ্ট্র-প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ কয়েকটি পূর্বশর্ত হইতেছে: সর্বসাধারণের অক্ষরজ্ঞান, সর্বাধিক উন্নত বহু পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ইতিপূর্বেই ইহা আয়ত্ত হইয়াছে; তারপর, পোস্ট-আপিস, রেলপথ, বড়ো-বড়ো কারখানা, বৃহদাকার বাণিজ্য ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি বিরাট জটিল ও সামাজিকীকৃত যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ মজুরকে 'শিক্ষা দান করা ও শৃঙ্খলানুগ করিয়া তোলা', ইত্যাদি।

এইরূপ অর্থনৈতিক ভিত্তি যদি আগে হইতেই গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রীদের উচ্ছেদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এবং শ্রম ও উৎপন্নের হিসাব রাখার কাজে পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রীদের জায়গায় সশস্ত্র মজুরদের, সমগ্র সশস্ত্র জনসাধারণকে অবিলম্বে নিয়োগ করা খুবই সম্ভব হয়। (নিয়ন্ত্রণ করা ও হিসাব রাখার প্রশ্ন, এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়র কৃষি-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির প্রশ্ন—এই দুইটি প্রশ্নকে একসঙ্গে গুলাইয়া ফেলিলে চলিবে না। এই-সব ভদ্রলোক আজ

পুঁজিপতিদের নির্দেশ মানিয়া কাজ করিতেছেন, সশস্ত্র মজুরদের নির্দেশ মানিয়া তাঁহারা আগামী কাল আরও ভালো ভাবে কাজ করিবেন।)

কমিউনিস্ট সমাজের **প্রথম পর্যায়ে** 'স্বচ্ছন্দে চালু' হইবার পক্ষে এবং তাহার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার পক্ষে **প্রধানত** আবশ্যক—হিসাব রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা। সশস্ত্র মজুরদের লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের বেতনভুক্ কর্মচারীতে রূপান্তরিত হয় **সমস্ত** নাগরিক। **সমস্ত** নাগরিক-ই সমগ্র দেশব্যাপী **একটি মাত্র** রাষ্ট্র 'সিণ্ডিকেটে'র কর্মচারী ও মজুরে পরিণত হয। তখন যাহা দরকার তাহা হইল এই যে, ইহারা সমান-ভাবে কাজ করিবে, নিজের নিজের যথাযোগ্য ভাগের কাজ করিবে, এবং সমান মাহিনা পাইবে। ইহার জন্য হিসাব রাখা ও নিয়ন্ত্রণের যে-কাজ প্রযোজন, পুঁজিতন্ত্রের আওতায সে-কাজ **সহজ** হইতে-হইতে শেষ-পর্যন্ত নিছক মিলাইয়া-দেখা আর রেকর্ড-করা আর রসিদ-কাটার মতো অত্যন্ত সহজ কাজে পর্যবসিত হইয়াছে, এবং লিখিতে-পড়িতে জানে ও যোগ-বিযোগ-গুণ-ভাগ জানে এইরূপ যে-কোনও লোক-ই সে-কাজ করিতে পারে।*

জনগণের **অধিকাংশ-ই** যখন স্বাধীন-ভাবে সর্বত্র এই রকম হিসাব রাখিতে শুরু করিবে, এবং পুঁজিপতিদের উপর (তখন কর্মচারীতে পরিণত) ও বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা তখনও পুঁজিতান্ত্রিক আচার বজায় রাখিয়াছে তাহাদের উপর এইরকম নিয়ন্ত্রণ চালু করিতে শুরু করিবে, তখন এই নিযন্ত্রণ বস্তুতই সর্বজনীন সাধারণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ হইয়া উঠিবে, এই নিয়ন্ত্রণ এড়াইবার কোনও উপায় থাকিবে না, থাকিবে 'না কোথায়ও যাইবার জায়গা'।

সমগ্র সমাজ-ই তখন একটি মাত্র আপিস ও একটি মাত্র কারখানায পরিণত হইবে, যেখানে থাকিবে সমান কাজ আর সমান মাহিনা।

পুঁজিপতিদের পরাজিত ও শোষকদের উৎখাত করিবার পর মজুর-শ্রেণী সমগ্র সমাজের মধ্যে 'কারখানা'র-শৃঙ্খলা চালু করিবে, কিন্তু এই 'কারখানা'র শৃঙ্খলা আদৌ আমাদের আদর্শ বা চরম লক্ষ্য নয়। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের যাবতীয় বীভৎসতা ও কদর্যতা আমূল দূর করিয়া সমাজকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য,

* রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম যখন এইভাবে মজুরদের দ্বারা হিসাব রাখা ও নিযন্ত্রণ করার কাজে পর্যবসিত হয়, তখন রাষ্ট্র আর "রাজনৈতিক রাষ্ট্র" থাকে না, তখন "জনস্বার্থমূলক কাজকর্মের রাজনৈতিক প্রকৃতি লোপ পাইবে ও এই-সব কাজ সহজ প্রশাসনকার্যে রূপান্তরিত হইবে" (৪র্থ অধ্যায়ে এঙ্গেল্‌সের 'নৈরাজ্যবাদীদের সহিত বিতর্ক'-শীর্ষক ২য় অংশ দ্রষ্টব্য)।

এবং সম্মুখে আরও অগ্রসর হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই 'কারখানা'র-শৃঙ্খলা হইতেছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মাত্র।

সমাজের সকল সভ্য, অন্তত খুব বেশির ভাগ সভ্য যখন নিজেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে শিখিয়াছে, নিজেদের হাতেই এই পরিচালনার কাজটি লইয়াছে, এবং নগণ্য অল্পসংখ্যক পুঁজিপতিদের উপর, পুঁজিতান্ত্রিক আচার বজায় রাখিতে চায় এইরূপ ভদ্রলোকদের উপর ও পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা যে-সব মজুর সম্পূর্ণ-রূপে নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাদের উপর যখন নিয়ন্ত্রণ 'কায়েম' করিতে পারিয়াছে —তখন হইতে, সেই মুহূর্ত হইতে যে-কোনও গভর্নমেণ্টের আবশ্যকতা একেবারে লোপ পাইতে শুরু করে। গণতন্ত্র যত পূর্ণতর হইয়া উঠিবে, তাহার প্রয়োজন লোপের মুহূর্তও ততই ঘনাইয়া আসিবে। যে-'রাষ্ট্র' সশস্ত্র মজুরদের লইয়া গঠিত, এবং যাহা 'কথাটির প্রকৃত অর্থে আর রাষ্ট্র নয়,' সেই রাষ্ট্র যত গণতান্ত্রিক হইবে, তত দ্রুত প্রত্যেক রূপের রাষ্ট্র-ই ক্ষয় পাইতে-পাইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে শুরু করিবে।

যখন সকলেই সামাজিক উৎপাদন পরিচালন করিতে শিখিয়াছে, এবং বস্তুত স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেরাই পরিচালন করিবেও, সকলেই যখন স্বাধীন-ভাবে হিসাব রাখিবে, এবং পরোপজীবী ধনীর-দুলাল, জুয়াচোর ও 'বুর্জোয়া ঐতিহ্যের' অন্যান্য 'অভিভাবক'দের নিয়ন্ত্রণ করিবে, তখন এই জাতীয় হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ এড়াইয়া চলা অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্রমশই এত কঠিন হইয়া উঠিবে, ইহার ব্যতিক্রম হইলেও এত কম হইবে এবং সেক্ষেত্রে সঙ্গে-সঙ্গেই এত দ্রুত ও কঠোর শাস্তির বিধানও সম্ভবত থাকিবে (কারণ সশস্ত্র মজুরেরা কাজের-লোক, ভাবালু বুদ্ধিজীবী নয়; তাহারা কদাচিৎ কাহাকেও তাহাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে দিবে) যে, দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের সহজ মূল বিধিগুলি পালন করিবার আবশ্যকতা অতি শীঘ্রই সাধারণের একটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে।

কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় হইতে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের পথ এবং সেই-সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যাইবার পথও তখন উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুবিধাবাদীদের হাতে মার্ক্‌সবাদের অপব্যাখ্যা

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯-১৯১৪) বিশিষ্ট তত্ত্বকার ও প্রচারকেরা, সমাজ-বিপ্লবের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী এবং রাষ্ট্রের সহিত সমাজ-বিপ্লবের সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামান নাই—যেমন মাথা ঘামান নাই সাধারণ-ভাবে বিপ্লবের প্রশ্ন লইয়া। সুবিধাবাদ ক্রমশ প্রসার লাভ করার ফলে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিপর্যয় * ঘটে; সুবিধাবাদের ক্রমপ্রসারের প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহা-ই যে, ঐ সব ব্যক্তি যখন কার্যত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন তখনও তাঁহারা প্রশ্নটিকে **এড়াইয়া চলিতেই চেষ্টা** করিয়াছেন কিংবা আদৌ লক্ষ্য-ই করেন নাই।

সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের সহিত মজুর-বিপ্লবের কী সম্পর্ক সেই প্রশ্ন **এড়াইয়া-চলিবার-চেষ্টা** সুবিধাবাদেরই আনুকূল্য ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে, এবং ইহার ফলে মার্ক্‌সবাদের **বিকৃতি** ঘটিয়াছে ও চরম অপব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

এই শোচনীয় প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার জন্য আমরা মার্ক্‌সবাদের বিশিষ্টতম দুইজন তত্ত্বকার প্লেখানভ ও কাউট্‌স্কির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

১। নৈরাজ্যবাদীদের সহিত প্লেখানভের বাদানুবাদ

১৮৯৪ সালে জর্মান ভাষায় প্রকাশিত 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র'-শীর্ষক এক বিশেষ পুস্তিকায় প্লেখানভ নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কী সম্পর্ক সে-বিষয়ে আলোচনা করেন।

নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা জরুরি, জলন্ত ও রাজনৈতিক দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের সহিত বিপ্লবের সম্পর্ক

* পরিশিষ্টে ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।—অ।

এবং সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্ন—সমাজতন্ত্রের সহিত নৈরাজ্যবাদের সম্পর্কের আলোচনায় প্লেখানভ এই বিষয়টি-ই সুকৌশলে একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তিকা দুই খণ্ডে বিভক্ত : প্রথম খণ্ডে আছে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আলোচনা—স্টার্নার, প্রুদঁ ও অন্যদের ধ্যান-ধারণার ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান্ উপাদান এই আলোচনায় আছে ; দ্বিতীয় খণ্ড হইতেছে পণ্ডিতমূর্খসুলভ রচনা—একজন নৈরাজ্যবাদী ও একজন দস্যুর মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যায় না, এই বিষয়ে এক বিশ্রী আলোচনা আছে এই খণ্ডে।

ইহা বিভিন্ন বিষয়ের এক কৌতুককর সংমিশ্রণ, এবং রুশিয়ায় বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এবং বিপ্লবের সময়ে প্লেখানভের সমগ্র কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য ইহার মধ্যে সুপরিস্ফুট। বস্তুত, ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে প্লেখানভ নিজেকে রাজনীতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর পশ্চাদনুবর্তী আধা-কুপমণ্ডূক ও আধা-মতসর্বস্ব রূপে প্রকাশ করেন।

নৈরাজ্যবাদীদের সহিত বাদানুবাদে মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স্ রাষ্ট্রের সহিত বিপ্লবের সম্পর্ক কী সে-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত কিরকম বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি।[৫০] ১৮৯১ সালে মার্ক্‌সের 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' পুস্তিকার মুখবন্ধে এঙ্গেল্‌স্ লেখেন : "আমরা"—অর্থাৎ এঙ্গেল্‌স্ ও মার্ক্‌স্—"তখন, [প্রথম] আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের[৫১] বছর দুইয়েক পরে, বাকুনিন ও তদীয় নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম।"*

নৈরাজ্যবাদীরা প্যারিস কমিউনকে তাহাদের 'নিজস্ব' বলিয়া, তাহাদের মতবাদের যাথার্থ্যের প্রমাণ হিসাবে দাবি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; ইহাতেই প্রকাশ পায় যে তাহারা আদৌ বুঝিতেই পারে নাই কমিউনের শিক্ষা কী বা মার্ক্‌স্ সেই শিক্ষার কী বিশ্লেষণ করিয়াছেন[৫২]। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র কি চূর্ণ করিতে হইবে ? এবং এই রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে কায়েম হইবে কী ?—নৈরাজ্যবাদ এমন কিছু-ই দেয় নাই যাহার সাহায্যে এই মূর্ত রাজনৈতিক সমস্যার সত্যকার সমাধানের এমন-কি কাছাকাছিও পৌঁছানো যায়।

কিন্তু, রাষ্ট্রের প্রশ্নটি একেবারে এড়াইয়া এবং কমিউনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে মার্ক্‌সবাদের সমগ্র বিকাশ উপেক্ষা করিয়া 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে'র কথা বলার অর্থ হইল অবশ্যম্ভাবী রূপে সুবিধাবাদের গহ্বরে অধঃপতন। কারণ, সুবিধাবাদ ঠিক ইহা-ই চায় যে, এইমাত্র যে-দুইটি প্রশ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে

* 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১০।—অ।

সেই প্রশ্ন দুইটি আদৌ উত্থাপন করা হইবে না। খোদ এইটা-ই সুবিধাবাদীদের পক্ষে একটা জয়।

২। সুবিধাবাদীদের সহিত কাউট্স্কির বিতর্ক

এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, অন্য কোনও ভাষার তুলনায় রুশ ভাষাতে কাউট্স্কির রচনা অনেক বেশি অনুদিত হইয়াছে। জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা যে ঠাট্টার ছলে বলিয়া থাকে, জর্মানির তুলনায় রুশিয়াতেই কাউট্স্কির রচনা বেশি পঠিত হয়, তাহা অকারণে নহে (আমরা এখানে বন্ধনীর মধ্যে বলিতে পারি, যাহারা ঠাট্টার ছলে এই কথা প্রথম বলিয়াছিল তাহারা যতটা ধারণা করিয়াছিল, এই কথার ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাহার তুলনায় বেশি গভীর; কারণ, ১৯০৫ সালে রুশ মজুরদের মধ্যে দুনিয়ার সেরা সোশাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যের সেরা রচনার জন্য এক অসাধারণ বিপুল ও অভূতপূর্ব চাহিদা দেখা দেয়, এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় অভাবিত পরিমাণে এই-সব রচনার অনুবাদ ও সংস্করণ তাহাদের মধ্যে সরবরাহ হয়; বলা চলে, রুশ মজুরেরা আমাদের মজুর আন্দোলনের নূতন জমিতে প্রতিবেশী এক উন্নততর দেশের প্রভূত অভিজ্ঞতাকে এইভাবে উত্তরোত্তর দ্রুত বেগে আনিয়া রোপণ করে)।

জনসাধারণের মধ্যে মার্ক্সবাদ প্রচার করা ছাড়াও, সুবিধাবাদীদের সহিত, তাহাদের পুরোধা বের্নষ্টাইনের সহিত বিতর্কের কারণেও, কাউট্স্কি আমাদের দেশে বিশেষ-ভাবে পরিচিত। কিন্তু একটি ব্যাপার কেহ-ই প্রায় জানে না। ১৯১৪-১৫-সালের দারুণ সংকটের সময়ে কাউট্স্কি কিভাবে অবিশ্বাস্য রকমের কলঙ্কময় বিভ্রান্তির পঙ্ককুপে বিচ্যুত হন এবং সোশাল-শভিনিস্ট মতামত ও নীতিকে সমর্থন করিতে থাকেন, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করার কাজে ব্রতী হইলে এই ব্যাপারটি উপেক্ষা করা যায় না। ব্যাপারটি হইল এই যে, ফ্রান্সে (মিলেরাঁ ও জোরে) ও জর্মানিতে (বের্নষ্টাইন) সুবিধাবাদের প্রখ্যাত মুখপাত্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার কিছু আগে কাউট্স্কি যথেষ্ট পরিমাণে অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০১-০২ সালে স্টুটগার্টে মার্ক্সবাদী পত্রিকা 'জারিয়া' ['উষা' *] প্রকাশিত হয়। মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক মতামত ইহাতে সমর্থন ও

* ১৯০১-০২ সালে স্টুটগার্ট হইতে প্রকাশিত রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের মুখপত্র। এই পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন প্লেখানভ, লেনিন, আক্সেলরদ, মার্তভ, জাসুলিচ ও পোত্রেসভ। ১৯০১ সালের এপ্রিলে ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বরে ২য়-৩য় সংখ্যা এবং ১৯০২ সালের আগস্টে ৪র্থ সংখ্যা—সর্বসাকুল্যে এই তিনটি সংখ্যাই মাত্র বাহির হয়।—অ।

প্রচার করা হয়; এই পত্রিকা কাউট্স্কির সহিত **বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে** বাধ্য হয়; ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট কংগ্রেসে উত্থাপিত কাউট্স্কির প্রস্তাবে[৩] সাহসের অভাব, এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি এবং সুবিধাবাদীদের প্রতি আপসসূচক মনোভাব প্রকাশ পায়; 'জারিয়া' কাউট্স্কির এই প্রস্তাবকে 'স্থিতিস্থাপক' বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জর্মানিতে প্রকাশিত কাউট্স্কির লেখা চিঠিপত্র হইতে প্রকাশ পায় যে, বের্নষ্টাইনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইবার আগেও তিনি কম ইতস্তত করেন নাই।

ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হইল এই: মার্ক্সবাদের প্রতি কাউট্স্কির আধুনিকতম বিশ্বাসঘাতকতার **ইতিহাস** পর্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা ঠিক রাষ্ট্রের প্রশ্ন সম্পর্কেই সুবিধাবাদের প্রতি তাঁহার নিয়মিত আকর্ষণ লক্ষ্য করি, লক্ষ্য করি সুবিধাবাদীদের সহিত তাঁহার বিতর্কের মধ্যে, তাঁহার প্রশ্ন উপস্থাপনের মধ্যে, প্রশ্ন আলোচনার পদ্ধতির মধ্যে।

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কাউট্স্কির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'বের্নষ্টাইন ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচী'-র কথাই ধরা যাক। কাউট্স্কি বের্নষ্টাইনের মতামত সবিস্তারে খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে লক্ষ্য করিবার জিনিস হইতেছে এই:

হেরস্ট্রাতস্-তুল্য খ্যাত 'সমাজতন্ত্রের মূলনীতি'-নামক গ্রন্থে বের্নষ্টাইন মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন যে, ইহা হইতেছে 'ব্লাঁকিবাদ' (সেই সময় হইতে রুশিয়ায় সুবিধাবাদীরা ও উদারনীতিক বুর্জোয়ারা বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদের মুখপাত্র বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে হাজার-হাজার বার এই নালিশের পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে)। এই প্রসঙ্গে বের্নষ্টাইন বিশেষ-ভাবে মার্ক্সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, এবং কমিউনের শিক্ষা সম্পর্কে মার্ক্সের মতামতকে প্রুদ্ঁ'র মতামতের সহিত অভিন্ন সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; আমরা আগেই দেখিয়াছি, বের্নষ্টাইন সে-চেষ্টায় একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছেন। ১৮৭২ সালে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর ভূমিকায় মার্ক্স্ এই সিদ্ধান্তের উপর জোর দেন যে, "মজুর-শ্রেণী আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধু-ই করায়ত্ত করিয়া তাহার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালনা করিতে পারে না"; বের্নষ্টাইনের মনোযোগ বিশেষ-ভাবে মার্ক্সের এই সিদ্ধান্তের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল।

এই উক্তিটি বের্নষ্টাইনের এতই ভালো লাগিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার বইতে তিন-তিন বার এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা বিকৃত সুবিধাবাদি-সুলভ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, মার্ক্‌স্ ইহা-ই বুঝাইয়াছেন যে, মজুর-শ্রেণীকে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটি অবশ্যই **বিধ্বস্ত বিদীর্ণ চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া ফেলিতে** হইবে (এঙ্গেল্‌স্ *Sprengung* 'বিস্ফোরণ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন)। কিন্তু বের্নষ্টাইনের কাছে মনে হইয়াছে, মার্ক্‌স্ যেন এই কথা বলিয়া মজুর-শ্রেণীকে ক্ষমতা অধিকারের সময়ে বৈপ্লবিক উৎসাহের আতিশয্যের **বিরুদ্ধেই** সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

মার্ক্‌সের ধারণার স্থূল ও জঘন্য বিকৃতি ইহার চেয়ে বেশি আর কিছু হইতে পারে কল্পনা করা যায় না।

বের্নষ্টাইনের মতামত সবিস্তারে খণ্ডনের ব্যাপারে কাউট্‌স্কি তাহা হইলে কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন?

সুবিধাবাদীদের হাতে এই বিষয়ে মার্ক্‌সবাদের যে চরম বিকৃতি ঘটিয়াছে, কাউট্‌স্কি তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই। এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্‌সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের যে-ভূমিকা লিখিয়াছেন, কাউট্‌স্কি সেই ভূমিকা হইতে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, মার্ক্‌সের মতে মজুর-শ্রেণী আগেব-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি **শুধু-ই** দখল করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে, দখল করিতে **পারে**—এবং তাহা-ই সব। ১৮৫২ সাল হইতে মার্ক্‌স্ এই মত-ই সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন যে, মজুর-বিপ্লবের প্রকৃত কাজ হইতেছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'বিধ্বস্ত করা'—ইহা-ই মার্ক্‌সের আসল মত, বের্নষ্টাইন **ঠিক** ইহার **বিপরীত** মতকেই মার্ক্‌সের মত বলিয়া প্রচার করেন। বের্নষ্টাইনের এই অপপ্রচার সম্পর্কে কাউট্‌স্কি একটি কথাও বলেন নাই।

ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, মজুর-বিপ্লবের করণীয় কাজের বিষয়ে মার্ক্‌সবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য আছে, কাউট্‌স্কি তাহা-ই চাপিয়া গেলেন!

বের্নষ্টাইনের '**বিরুদ্ধে**' কাউট্‌স্কি লিখিলেন:

"মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের সমস্যা সমাধান করিবার ভার আমরা অনায়াসে ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি।" (জর্মান সংস্করণ, পৃ: ১৭২)

ইহা বের্নষ্টাইনের **বিরুদ্ধে** বিতর্ক নয়, প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ বরং বের্নষ্টাইনকেই **সুবিধা** দেওয়া, সুবিধাবাদের কবলেই আত্মসমর্পণ করা, কারণ, সুবিধাবাদীরা মজুর-বিপ্লবের করণীয় কাজ সম্পর্কে যাবতীয় মূল প্রশ্ন 'ভবিষ্যতের হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া'র চেয়ে ভালো আর কিছু-ই বর্তমানে কামনা করে না।

১৮৫২ সাল হইতে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ মজুর-শ্রেণীকে ইহা-ই শিখাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে তাহাদের অবশ্যই চুরমার

করিতে হইবে। তবুও, ১৮৯৯ সালে, কাউট্‌স্কি যখন এই বিষয়ে মার্ক্‌সবাদের প্রতি সুবিধাবাদীদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হন, তখন তিনি কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করা প্রয়োজন কিনা এই প্রশ্নের বদলে চূর্ণ করার মূর্ত ধরন কী হইবে, সেই প্রশ্ন আনিয়া হাজির করেন, আর তারপর তিনি এই 'তর্কাতীত' (এবং বন্ধ্যা) ইতর সত্যের আড়ালে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পান যে মূর্ত ধরনগুলি আগে হইতেই জানা যায় না !!

মজুর-শ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলার ব্যাপারে মজুর-শ্রেণীর পার্টির কী কাজ, সে-সম্পর্কে মার্ক্‌স ও কাউট্‌স্কির মতামতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে।[৫৪]

কাউট্‌স্কির পরবর্তী এবং আরও পরিণত রচনা যে বইখানি, তাহাই ধরা যাক—ইহা অনেকটা সুবিধাবাদি-সুলভ ভ্রান্তি খণ্ডন করার জন্যই লেখা হইয়াছিল। কাউট্‌স্কির এই পুস্তিকাখানির নাম 'সমাজ-বিপ্লব'[৫৫]। 'মজুর-বিপ্লব' ও 'মজুর-শ্রেণীর রাজত্বে'র প্রশ্নকেই গ্রন্থকার এই পুস্তিকায় আলোচনার বিশেষ বিষয় হিসাবে নির্বাচন করিয়াছেন। অনেক মূল্যবান্ তথ্য তিনি এই পুস্তিকায় দিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকেই এড়াইয়া গিয়াছেন। সারা বইখানিতে তিনি শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের কথা-ই বলিয়াছেন, আর কিছু-ই বলেন নাই; অর্থাৎ তিনি এমন একটি সূত্র-ই নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন যাহাতে সুবিধাবাদীদেরই সুবিধা দেওয়া হইয়াছে; কারণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস ছাড়া-ই ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা এই সূত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। ১৮৭২ সালে মার্ক্‌স 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর কর্মসূচীতে যে-জিনিসটিকে 'বাতিল' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, ১৯০২ সালে কাউট্‌স্কির হাতে ঠিক সেই জিনিসটি-ই পুনরুজ্জীবন লাভ করিয়াছে!

পুস্তিকার এক বিশেষ অংশ 'সমাজ-বিপ্লবের রূপ ও হাতিয়ার' সম্পর্কে আলোচনাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক গণ-ধর্মঘট, ঘরোয়া লড়াই এবং 'আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের হাতে আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর মতো ক্ষমতার উপকরণে'র কথা গ্রন্থকার এই অংশে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কমিউনের অভিজ্ঞতা হইতে মজুরেরা ইতিপূর্বেই যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে-সম্পর্কে একটি কথাও এখানে বলা হয় নাই। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, রাষ্ট্রের প্রতি 'অন্ধ ভক্তি' সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বিশেষ-ভাবে জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের যে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অহেতুক নয়।

বিজয়ী মজুর-শ্রেণী 'গণতান্ত্রিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করিবে', এই কথা বলিয়া কাউট্‌স্কি বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং তারপর তিনি এই কর্মসূচীর বিভিন্ন অংশের রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানে মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ১৮৭১ সালের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সে-সম্বন্ধে কাউট্‌স্কি একটি কথাও বলেন নাই। 'শ্রুতিগম্ভীর' ইতরতার অবতারণা করিয়া কাউট্‌স্কি প্রশ্নটিকে পরিহার করিয়াছেন; যেমন, তিনি বলিয়াছেন :

"তবুও, ইহা না বলিলেও চলে যে, বর্তমান অবস্থায় আমরা ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব না। বিপ্লব অর্থেই ধরিয়া লইতে হইবে যে একটা দীর্ঘস্থায়ী ও দূরপ্রসারী সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, এবং এই সংগ্রাম তাহার গতিপথে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাইবে।"

ইহা 'না বলিলেও চলে', সন্দেহ নাই; ঘোড়ায় যে দানা খায় অথবা ভল্‌গা নদী যে কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে, সে-কথা যেমন না বলিলেও চলে, তেমনি ইহাও 'না বলিলেও চলে'। অতীতে যে-সব বিপ্লব ঘটিয়াছে, সে-সব বিপ্লব মজুর-বিপ্লব নয়; মজুর-বিপ্লবের প্রকৃতি অতীতের এই-সব বিপ্লবের তুলনায় পৃথক্; রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র সম্পর্কে **মজুর-শ্রেণীর** বিপ্লবের 'দূরপ্রসারী' প্রকৃতি ঠিক কোথায়—এই প্রশ্ন বিপ্লবী মজুর-শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কাউট্‌স্কি যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে **উপেক্ষা করিবার** জন্যই 'দূরপ্রসারী সংগ্রাম' সম্পর্কে ফাঁকা বাগাড়ম্বরের আশ্রয় লইবেন, ইহা দুঃখের কথা।

এই প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়া কাউট্‌স্কি প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই কার্যত সুবিধাবাদেরই আনুকূল্য করিয়াছেন—যদিও তিনি **কথায়** সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং 'বিপ্লবের ধারণা'র উপর খুব-ই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন (বিপ্লবের মূর্ত শিক্ষা মজুরদের মধ্যে প্রচার করার সাহস-ই যদি না থাকে তো এই 'ধারণা'র মূল্য কতটুকু?), কিংবা বলিয়াছেন যে 'অন্যসব কিছুরই আগে বৈপ্লবিক আদর্শবাদ' এবং ইংলাণ্ডের মজুরেরা এখন 'খুদে-বুর্জোয়া অপেক্ষা বেশি কিছু একটা নয়'। কাউট্‌স্কি লিখিয়াছেন :

"সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবসায়ের অতি-বিচিত্র রূপ···পাশা-পাশি থাকিতে পারে—যেমন, আমলাতান্ত্রিক [??], ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, ব্যক্তিগত ব্যবসায়। এমন সব ব্যবসায় আছে, আমলাতান্ত্রিক [??] সংগঠন ব্যতিরেকে যাহা চলিতে পারে না, যেমন—রেলপথ। গণতান্ত্রিক সংগঠন

এখানে নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে : মজুরেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে, এই প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্ট ধরনের একটা কিছু গঠন করিবে, এবং এই পার্লামেণ্ট কাজের অবস্থা নির্ধারণ করিবে ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের পরিচালনা তদারক করিবে। অন্যান্য ব্যবসায়ের পরিচালনা মজুর-ইউনিয়নের হাতে হস্তান্তরিত করা যাইতে পারে, এবং অন্যান্য আরও ব্যবসায় সমবায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।" (১৯০৩ সালে জেনেভাতে প্রকাশিত রুশ অনুবাদের পৃঃ ১৪৬ ও পৃঃ ১১৫)

এই যুক্তি ভ্রান্ত ; কমিউনের শিক্ষাকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স্ অষ্টম দশকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে এই যুক্তি এক কদম পিছু হটারই শামিল।

'আমলাতান্ত্রিক' সংগঠন, যাহা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়, সেই দিক হইতে দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, রেলপথ ও অন্য যে-কোনও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প, যে-কোনও কারখানা, বড়ো গুদাম বা বৃহদাকার পুঁজিতান্ত্রিক কৃষিকর্মের মধ্যে কোন-ই পার্থক্য নাই। এই-রকম সমস্ত ব্যবসায়ের শিল্পকৌশলই এইরূপ যে, প্রত্যেকের পক্ষেই তাহার নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে দরকার হয় সুকঠোর শৃঙ্খলা ও সর্বাধিক নির্ভুলতা ; নচেৎ সমস্ত ব্যবসায়-ই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে অথবা যন্ত্র বা মালের ক্ষতি হইতে পারে। এই-রকম সমস্ত ব্যবসায়ে মজুরেরা অবশ্য "প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে এবং এই প্রতিনিধিরা **পার্লামেণ্ট ধরনের একটা কিছু** গঠন করিবে।"

কিন্তু গোটা জিনিসটি-ই হইতেছে এই যে, এই 'পার্লামেণ্ট ধরনের একটা কিছু' বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্লামেণ্ট-জাতীয় সংসদের মতো কোনও সংসদ হইবে না। আসল কথা-ই এই যে, এই 'পার্লামেণ্ট ধরনের একটা কিছু' কেবল কাজের বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের পরিচালনা তদারক-ই করিবে না—কাউট্‌স্কি অবশ্য সেইরূপ-ই মনে করেন, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী ব্যবস্থার কাঠামোর বাহিরে তিনি আর কিছু-ই ধারণা করিতে পারেন না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মজুরদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত এই 'পার্লামেণ্ট ধরনের একটা কিছু' অবশ্যই 'কাজের বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে' এবং 'যন্ত্রটি'র 'পরিচালনাও তদারক করিবে'—কিন্তু এই যন্ত্রটি 'আমলাতান্ত্রিক' যন্ত্র হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া মজুরেরা পুরানো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিকে ভাঙিয়া আমূল চূর্ণবিচূর্ণ করিবে, ইহার কিছু-ই অবশিষ্ট রাখিবে না ; এবং এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরানো যন্ত্রের

স্থানে এই এক-ই মজুর ও কর্মচারীদের লইয়া গঠিত এক নূতন যন্ত্র তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবে, এই মজুর ও কর্মচারীরা যাহাতে আমলাতন্ত্রীতে পরিণত না হয়, তাহার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এবং মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ সবিস্তারে এই ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন :

(১) ইহাদের নির্বাচিত হইতে হইবে; শুধু তাহা-ই নয়, ইহাদের যে-কোনও সময়ে তাহাদের পদ হইতে সরাইয়া আনাও যাইবে; (২) সাধারণ মজুর যে-মজুরি পাইবে তাহার চেয়ে বেশি মাহিনা ইহাদের দেওয়া হইবে না, (৩) অবিলম্বে এইরূপ একটা (ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে সকলেই নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের কাজ নির্বাহ করিতে পারে, এবং তাহার ফলে সকলেই কিছুকালের জন্য 'আমলাতন্ত্রী' হইয়া উঠিতে পারে, আর তাই **কেহ-ই** 'আমলাতন্ত্রী' হইতে **না** পারে।

মার্ক্স্ বলিয়াছেন : "কমিউন পার্লামেন্টের মতো একটা সংসদ হইত না, একটা কার্যনির্বাহক সংস্থা হইত—এক-ই সঙ্গে প্রশাসন কার্যে ও বিধান-প্রণয়নে তৎপর।" মার্ক্সের এই কথাগুলি কাউট্স্কি আদৌ ভাবিয়া দেখেন নাই।

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী ব্যবস্থা ও মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, কাউট্স্কি তাহা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বুর্জোয়া পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে (**জনগণের জন্য নয়**) আমলাতন্ত্রের সহিত (**জনগণের বিরুদ্ধে**) একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়, আর মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ সাধনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, এবং এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে ও জনগণের জন্য পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইবে।

কাউট্স্কি এখানে রাষ্ট্রের প্রতি সেই পুরানো 'অন্ধ ভক্তি' ও আমলাতন্ত্রের প্রতি সেই 'অন্ধ বিশ্বাসে'র পরিচয় দিয়াছেন।

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লিখিত কাউট্স্কির রচনাবলীর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'ক্ষমতা-লাভের পথ'-শীর্ষক পুস্তিকার[৫৬] প্রসঙ্গে এবার আসা যাক (আমার বিশ্বাস, রুশ ভাষায় এই পুস্তিকার তরজমা হয় নাই, কারণ ১৯০৯ সালে যখন এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তখন রুশিয়ায় দারুণ প্রতিক্রিয়ার যুগ[৫৭] চলিতেছিল)। এই পুস্তিকায় যথেষ্ট অগ্রগতির নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়; কারণ, ১৮৯৯ সালে বের্নষ্টাইনের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তিকার মতো এই পুস্তিকাতে সাধারণভাবে বৈপ্লবিক কর্মসূচীর আলোচনা করা হয় নাই; এবং ১৯০২ সালে

প্রকাশিত 'সমাজ-বিপ্লব'-শীর্ষক পুস্তিকার মতো এই পুস্তিকাতে সমাজ-বিপ্লবের ঘটনাকাল উপেক্ষা করিয়া সমাজ-বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই ; যে-সব মূর্ত অবস্থার দরুন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে বৈপ্লবিক যুগ ঘনাইয়া আসিতেছে, এই পুস্তিকাতে সেই-সব অবস্থারই আলোচনা করা হইয়াছে।

লেখক সাধারণ-ভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা-বৃদ্ধির প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ; সাম্রাজ্যবাদ এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করে, লেখক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম ইওরোপে '১৭৮৯-১৮৭১ সালের বৈপ্লবিক যুগের'* পর পূর্ব ইওরোপেও ১৯০৫ সালে অনুরূপ যুগ শুরু হয়। "ইহারা [মজুর শ্রেণী] অপরিণত বিপ্লবের কথা আর বলিতে পারে না।" "আমরা একটা বৈপ্লবিক যুগে পদার্পণ করিয়াছি।" "বৈপ্লবিক যুগ শুরু হইতেছে।"

এই-সব ঘোষণা একেবারে পরিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধ বাধার পর কাউট্‌স্কি সমেত তাহাদের গভীর অধঃপতন—এই প্রতিশ্রুতি ও অধঃপতনের মধ্যে তুলনা করার মানযন্ত্র হিসাবে কাউট্‌স্কির পুস্তিকা কাজে লাগিবে। আলোচ্যমান পুস্তিকায় কাউট্‌স্কি লিখিয়াছেন : "বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপদ্ হইতেছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা" [অর্থাৎ জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা] "যতটা উদারপন্থী নই তাহার চেয়ে বেশি 'উদারপন্থী' রূপে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারি।" বস্তুত জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে যতটা নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী বলিয়া মনে হইয়াছিল, কার্যকালে দেখা গেল, সে-পার্টি তাহার চেয়েও বেশি নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী!

আরও লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, কাউট্‌স্কি যদিও এই-রকম সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে বৈপ্লবিক যুগ ইতিপূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে, তবুও এই পুস্তিকায় তিনি রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে আবারও সম্পূর্ণ-রূপে এড়াইয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে এই পুস্তকে ঠিক 'রাজনৈতিক বিপ্লবে'রই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

---

* ১৭৮৯-৯৪—প্রথম ফরাসী বিপ্লব। ১৮৩০—ফ্রান্সে 'জুলাই-বিপ্লব'। ১৮৪৮—ফ্রান্সে 'ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব' এবং জর্মানি ও অন্যত্র বিপ্লব। ১৮৭১—প্যারিস কমিউন।—অ।

এই-রকম প্রশ্ন এড়াইয়া-যাওয়া, বাদ দেওয়া ও দ্ব্যর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করা—এই-সব কিছুর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সুবিধাবাদের কবলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ; এই বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করিব।

জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের মুখপাত্র কাউট্‌স্কি যেন ঘোষণা করিয়াছেন : আমি বৈপ্লবিক মতামত পোষণ করি (১৮৯৯)* , আমি সর্বোপরি মজুর-শ্রেণীর সমাজ-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাব্যতা স্বীকার করি (১৯০২) † , আমি স্বীকার করি, একটা নূতন বৈপ্লবিক যুগ ঘনাইয়া আসিতেছে (১৯০৯)** , তবুও এখন, যখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মজুর-বিপ্লবের কর্তব্য কী সে-প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে, তখন, ১৮৫২ সালে মার্ক্‌স্ যে-কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি আর স্বীকার করি না (১৯১২)। ‡

পান্নেকুকের সহিত কাউট্‌স্কির বিতর্কে প্রশ্নটি ঠিক এইরূপ খোলাখুলি ভাবেই উত্থাপিত হইয়াছিল।

৩। পান্নেকুকেব সহিত কাউট্‌স্কিব বিতর্ক

'বাম-চরমপন্থী' দলের প্রতিনিধি রূপে পান্নেকুক কাউট্‌স্কির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন , রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গ, কার্ল রাদেক প্রভৃতি এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক কর্মকৌশল সমর্থন করার সঙ্গে-সঙ্গে এই দল একযোগে বিশ্বাস করিত যে, কাউট্‌স্কি 'মধ্য'পন্থা গ্রহণ করিতেছেন এবং মার্ক্‌স্‌বাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে নীতি-বিগর্হিত ভাবে দোলাচল করিতেছেন। এই 'মধ্য'-প্রবণতা বা কাউট্‌স্কি-পন্থা (যাহাকে ভুল করিয়া মার্ক্‌স্‌বাদ বলা হয়) যুদ্ধের সময়ে যখন তাহার সমস্ত জঘন্য কদর্যতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখনই উক্ত ধারণার নির্ভুলতা পরিপূর্ণ রূপে প্রমাণিত হয়।

'গণ-কর্মতৎপরতা ও বিপ্লব'-শীর্ষক পান্নেকুকের এক প্রবন্ধে ('নয়্‌এ ৎসাইট্‌'

* ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত কাউট্‌স্কির 'বের্নষ্টাইন ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচী' পুস্তক দ্রষ্টব্য।—অ।

† ১৯০২ সালে প্রকাশিত কাউট্‌স্কির 'সমাজ-বিপ্লব' পুস্তক দ্রষ্টব্য।—অ।

** ১৯০৯ সালে প্রকাশিত কাউট্‌স্কির 'ক্ষমতা-লাভের পথ' পুস্তক দ্রষ্টব্য।—অ।

‡ ১৯১২ সালে পান্নেকুকের সহিত বিতর্কের প্রসঙ্গে লিখিত কাউট্‌স্কির প্রবন্ধ লেনিন এখানে উল্লেখ করিতেছেন। 'নয়্‌এ ৎসাইট্‌' পত্রিকার ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (১৯১১-১২) এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।—অ।

১৯১২, খণ্ড ৩০, সংখ্যা ২) রাষ্ট্রের প্রশ্নটি উল্লেখ করা হইয়াছে ; এই প্রবন্ধে পান্নেকুক কাউট্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদকে 'নিরুদ্যম চরমতন্ত্রে'র দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষার মতবাদ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পান্নেকুক বলিয়াছেন, "কাউট্স্কি বিপ্লবের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে চান না" (পৃঃ ৬১৬)। এইভাবে সমস্যাটি পেশ করিতে গিয়া পান্নেকুক যে-বিষয়ে আসিয়া পৌঁছয়াছিলেন, সে-বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য আছে ; বিষয়টি হইল—রাষ্ট্র সম্পর্কে মজুর-বিপ্লবের করণীয় কাজ। পান্নেকুক লিখিয়াছেন :

> "মজুর-শ্রেণীর সংগ্রাম রাষ্ট্র-ক্ষমতা করায়ত্ত করার **উদ্দেশ্যে** নিছক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয় ; মজুর-শ্রেণীর সংগ্রাম হইতেছে রাষ্ট্রশক্তির **বিরুদ্ধে** সংগ্রাম।.....মজুর-শ্রেণীর ক্ষমতার উপকরণের সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপকরণকে ধ্বংস করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা [Auflosung]—ইহা-ই হইতেছে [মজুর-] বিপ্লবের বিষয়বস্তু।.....রাষ্ট্র-সংগঠন যখন সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কেবল তখন-ই সংগ্রাম ক্ষান্ত হইবে। শাসনকারী সংখ্যালঘিষ্ঠের সংগঠনকে ধ্বংস করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সংগঠন তখন স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবে" (পৃঃ ৫৪৮)।

পান্নেকুক যেভাবে তাঁহার ধারণা সূত্রাকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে বড়ো রকমের ত্রুটি আছে অনেক ; কিন্তু অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার ; কাউট্স্কি **কিভাবে** ইহার বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করা কৌতূহলকর। কাউট্স্কি বলিয়াছেন :

> "সোশাল-ডেমোক্রাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে অদ্যাবধি পার্থক্য চলিয়া আসিয়াছে এই বিষয়ে যে, সোশাল-ডেমোক্রাটরা চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা জয় করিয়া লইতে এবং নৈরাজ্যবাদীরা চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে ধ্বংস করিতে। পান্নেকুক চান দুই-ই।" (পৃঃ ৭২৪)

পান্নেকুকের বর্ণনায় যদিও যাথার্থ্য ও মূর্ততার অভাব—অন্যান্য ত্রুটির কথা বাদই দিলাম, বর্তমান বিষয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই—তবুও কাউট্স্কি পান্নেকুকের প্রবন্ধের ঠিক সেই জায়গাটি-ই ধরিয়াছেন যেখানে সমগ্র বিষয়ের সার **নীতি** বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং **নীতির এই মূল প্রশ্নে** কাউট্স্কি মার্ক্সীয় পন্থা সম্পূর্ণ-রূপে পরিহার করিয়া সুবিধাবাদীদের কবলে নিজেকে নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছেন। সোশাল-ডেমোক্রাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্যের যে-সংজ্ঞা তিনি নির্ণয়

করিয়াছেন, তাহা একেবারে ভ্রান্ত। কাউট্‌স্কি মার্ক্‌সবাদকে একেবারে খেলো করিয়াছেন, সম্পূর্ণ-রূপে বিকৃত করিয়াছেন।

মার্ক্‌সবাদী ও নৈরাজ্যবাদীর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই :

(১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ মার্ক্‌সবাদীদের লক্ষ্য; কিন্তু তাহারা স্বীকার করে যে, এই লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রেণী-বিলোপ ঘটিবার পরে, সমাজতন্ত্র কায়েম হইবার ফল হিসাবে—সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়ার পরিণতিতে ঘটে রাষ্ট্রের ক্রম-বিলোপ। পক্ষান্তরে, যে-অবস্থায় রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিতে পারে, সেই অবস্থা না বুঝিয়া-ই নৈরাজ্যবাদীরা রাতারাতি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটাইতে চায়।

(২) মার্ক্‌সবাদীরা স্বীকার করে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করিয়া লইবার পরে মজুর-শ্রেণীকে পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রটি সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে কমিউনের ধরনে সশস্ত্র মজুরদের লইয়া গঠিত এক নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র অবশ্যই কায়েম করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎসাদনের পক্ষে ওকালতি করিলেও, মজুর-শ্রেণী কী দিয়া এই রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান পূরণ করিবে এবং কিভাবে তাহার বৈপ্লবিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, সে-বিষয়ে তাহাদের [নৈরাজ্যবাদীদের] আদৌ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই, নৈরাজবাদীরা এমন কি ইহাও স্বীকাব করে না যে, বিপ্লবী মজুর-শ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত, তাহারা [নৈরাজ্যবাদীরা] মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক একাধিপত্য প্রত্যাখান করে।

(৩) মার্ক্‌সবাদীরা চায় যে, বিপ্লবের জন্য মজুরদের প্রস্তুত করিয়া তোলার উপায় হিসাবে বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যবহার করিতে হইবে; নৈরাজ্যবাদীরা ইহা চায় না।[৫৮]

এই বিতর্কে কাউট্‌স্কির পরিবর্তে বরং পান্নেকুক-ই মার্ক্‌সবাদের মুখপাত্র; কারণ, মার্কস্‌-ই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রটি নূতন হাতে চলিয়া আসিতেছে এই অর্থে রাষ্ট্রক্ষমতা নিছক জয় করিয়া লওয়াই মজুর-শ্রেণীর পক্ষে যথেষ্ট নয়; মজুর-শ্রেণীকে অবশ্যই এই যন্ত্রটি বিধ্বস্ত চুর্ণ চুর্ণ করিয়া তাহার স্থানে নূতন এক যন্ত্র কায়েম করিতে হইবে।

কাউট্‌স্কি মার্ক্‌সবাদ পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদীদের দলে ভিড়িয়াছেন; কারণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎসাদন, সুবিধাবাদীরা যাহা একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারে না, সে-কথার কোনও উল্লেখ-ই কাউট্‌স্কির বক্তব্যে নাই, এবং কাউট্‌স্কি এমন

একটা ফাঁক রাখিয়া দেন যাহার সাহায্যে সুবিধাবাদীরা 'জয়' কথাটিকে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের অর্থে ব্যাখ্যা করিতে পারে।[৫৯]

কাউট্স্কি মার্ক্সবাদ বিকৃত করিয়াছেন, এই বিকৃতিকে ঢাকিবার জন্য তিনি গোঁড়া মতসর্বস্বের মতো খোদ মার্ক্সের রচনা হইতে 'উদ্ধৃতি' তুলিয়া পেশ করিয়াছেন। ১৮৫০ সালে মার্ক্স্ লেখেন : "রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত-ভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা" প্রয়োজন। কাউট্স্কি বিজয়গর্বে জিজ্ঞাসা করেন : পান্নেকুক কি এই 'কেন্দ্রিকতা' নষ্ট করিতে চান ?

যুক্তরাষ্ট্রীয়তা বনাম কেন্দ্রিকতার প্রশ্নে মার্ক্স্ ও প্রুদঁ'র মতামতকে বের্নষ্টাইন যেমন অভিন্ন বলিয়া জাহির করিয়াছিলেন, কাউট্স্কিও এখানে তেমনি এক চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মার্ক্সের রচনা হইতে কাউট্স্কি যে-'উদ্ধৃতি' পেশ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অবান্তর। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রের ন্যায় নূতন রাষ্ট্রযন্ত্রেও কেন্দ্রিকতা সম্ভব। মজুরেরা যদি স্বেচ্ছায় তাহাদের সশস্ত্র শক্তি একত্র করে, তবে তাহা-ই হইবে কেন্দ্রিকতা ; কিন্তু, কেন্দ্রিত রাষ্ট্রযন্ত্রের—ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রের—'সম্পূর্ণ উৎসাদনে'র উপর ভিত্তি করিয়াই এই কেন্দ্রিকতা গড়িয়া উঠিবে। কমিউনের বিষয়ে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের সুবিদিত যুক্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া এবং মার্ক্সের রচনা হইতে অবান্তর উদ্ধৃতি হাজির করিয়া কাউট্স্কি ঠিক জুয়াচোরের মতোই কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া চলিয়াছেন :

> "সম্ভবত তিনি [পান্নেকুক] কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম তুলিয়া দিতে চান ? কিন্তু, এমন কি আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও আমরা কর্মকর্তাদের ছাড়া চলিতে পারি না. রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকার্যে তো কথা-ই নাই। আমাদের কর্মসূচীতে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিলোপ দাবি করা হয় নাই, দাবি করা হইয়াছে যে জনগণ কর্তৃক তাহাদের নির্বাচিত হইতে হইবে।...প্রশাসন-যন্ত্র 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে' ঠিক কী রূপ পরিগ্রহ করিবে, সে-প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য নয় ; **আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পূর্বেই** আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম তাহা উচ্ছেদ করিয়া ফেলিবে কি না [আক্ষরিক অর্থে **ভাজিয়া ফেলিবে**—auflost], সেই প্রশ্ন-ই আমাদের আলোচ্য [মোটা হরফ কাউট্স্কির]। কর্মকর্তা সমেত কোন যন্ত্রি-দফ্তরকে লোপ করা যাইতে পারে ?"

তারপর শিক্ষা-বিচার-অর্থ- ও সমরমন্ত্রিদফ্তরের নাম করা হইয়াছে।

"না, গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান মন্ত্রি-দফ্‌তরের একটিকেও তুলিয়া দেওয়া হইবে না।···যাহাতে বুঝিতে ভুল না হয় সেইজন্য পুনরায় বলিতেছি : সোশাল-ডেমোক্রাটদের জয়লাভের ফলে 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র' কী রূপ পরিগ্রহ করিবে, সে-প্রশ্ন আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি না ; আমাদের বিরোধিতার ফলে বর্তমান রাষ্ট্র কিভাবে পরিবর্তিত হইবে, তাহা-ই আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি।" (পৃঃ ৭২৫)

কাউট্‌স্কি পরিষ্কার একটা খেল খেলিয়াছেন : পান্নেকুক উত্থাপন করিয়াছিলেন **বিপ্লবের** প্রশ্ন ; তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামা ও উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ হইতেই ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। কাউট্‌স্কি লাফ দিয়া 'বিরোধিতা'র প্রশ্নে সরিয়া গিয়াছেন, এবং এইভাবে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিয়া সুবিধাবাদি-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি-ই গ্রহণ করিয়াছেন। কাউট্‌স্কির কথা হইতেছে এই : বর্তমানে বিরোধিতা-ই আমাদের ভূমিকা ; ক্ষমতা জয় করিবার **পর** আমাদের ভূমিকা কী হইবে, তাহা পরে দেখা যাইবে। **বিপ্লব উবিয়া গিয়াছে!** আর সুবিধাবাদীরা ঠিক ইহা-ই চাহিয়াছে।

বিরোধিতা ও সাধারণ-ভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা এখানে অবান্তর ; আমাদের কারবার **বিপ্লব** লইয়া। বিপ্লব বলিতে ইহা-ই বুঝায় যে, মজুর শ্রেণী 'প্রশাসন-যন্ত্র' এবং **গোটা** রাষ্ট্রযন্ত্রকে **ধ্বংস করিয়া** তাহার স্থানে সশস্ত্র মজুরদের লইয়া গঠিত নূতন এক যন্ত্র কায়েম করিবে। 'মন্ত্রিত্বে'র প্রতি কাউট্‌স্কির 'অন্ধ ভক্তি' প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু, ধরুন, মজুর ও সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সার্বভৌম সর্বশক্তিমান্ সোভিয়েতের অধীনে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের কমিটিকে মন্ত্রিমণ্ডলের জায়গায় বহাল করা যাইবে না কেন?

'মন্ত্রিদফ্‌তর' বহাল থাকিবে, না, 'বিশেষজ্ঞদের কমিটি' বা অন্য কোনও পর্ষৎ গঠন করা হইবে—প্রশ্ন আদবেই তাহা নয় ; ইহার কোনই গুরুত্ব নাই। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র (যাহা বুর্জোয়া-শ্রেণীর সহিত সহস্র সূত্রে গ্রথিত এবং যাহার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গতানুগতিকতা আর জড়তা জমাট বাঁধিয়া আছে), পুরানো এই রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল থাকিবে, না, ইহাকে **ধ্বংস** করিয়া সেই জায়গায় **নূতন** এক যন্ত্র কায়েম করা হইবে—ইহা-ই হইতেছে প্রশ্ন। বিপ্লব বলিতে এইরূপ বুঝায় না যে, নূতন এক শ্রেণী **পুরানো** রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে শাসন ও খবরদারি চালাইবে। নূতন শ্রেণী পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে **ধ্বংস** করিবে এবং **নূতন** এক যন্ত্রের সাহায্যে শাসন ও

খবরদারি চালাইবে—ইহা-ই হইতেছে বিপ্লব। মার্ক্‌সবাদের এই মূল কথাটা কাউট্‌স্কি চাপিয়া গিয়াছেন অথবা আদৌ বুঝিতেই পারেন নাই।

কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে কাউট্‌স্কির প্রশ্ন হইতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, তিনি কমিউনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষণীয় পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিংবা মার্ক্‌সের শিক্ষা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

"এমন কি, আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও আমরা কর্মকর্তাদের ছাড়া চলিতে পারি না।"

পুঁজিতন্ত্রের আওতায়, বুর্জোয়া-শ্রেণীর আধিপত্যের আমলে কর্মকর্তাদের ছাড়া আমরা চলিতে পারি না। পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা মজুর-শ্রেণী নির্যাতিত হয়, মেহনতী জনগণ দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। মজুরি-দাসত্বের পরিস্থিতিতে, জনগণের দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দশার চাপে, গণতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের আমলে সংকীর্ণ সংকুচিত বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে, গণতন্ত্র চূর্ণ হয়। এই কারণে এবং একমাত্র এই কারণেই আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মীরা পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অথবা যথাযথ-ভাবে বলিতে গেলে, দুর্নীতিপরায়ণতার দিকে ঝোঁকে; আমলাতন্ত্রীতে অর্থাৎ জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও জনগণের উর্ধ্বে অবস্থিত বিশেষ-সুবিধাভোগী ব্যক্তিতে পরিণত হইবার ঝোঁক এই কারণেই তাহাদের মধ্যে দেখা দেয়।

আমলাতন্ত্রের **মর্ম-ই** এই; এবং যতদিন না পুঁজিপতিদের আত্মসাৎকৃত ধন-সম্পত্তি বেদখল করা হইতেছে, ততদিন **এমন-কি** মজুর-কর্মচারীরাও অবশ্যম্ভাবী রূপে কিছুটা পরিমাণে 'আমলাতান্ত্রিক' হইয়া পড়িবেই।

কাউট্‌স্কির ধারণায়, সমাজতন্ত্রের আমলেও যেহেতু নির্বাচিত কর্মচারীরা থাকিবে, অতএব আমলা ও আমলাতন্ত্রও থাকিবে! এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। কমিউনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মার্ক্‌স্ ইহা-ই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমাজতন্ত্রের আমলে কর্মচারীরা আর 'আমলা' থাকিবে না—কর্মচারীদের নির্বাচিত হইবার বিধান এবং সেই-সঙ্গে যে-কোনও সময়ে তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার বিধানও **যে-অনুপাতে** প্রবর্তিত হইবে, **এবং** তাহাদের মাহিনা সাধারণ মজুরের মজুরির পর্যায়ে **যে-অনুপাতে** কমাইয়া আনা হইবে, **এবং** পার্লামেণ্টের মতো সংসদের জায়গায় 'এক-ই সঙ্গে প্রশাসনকার্যে ও বিধান প্রণয়নে তৎপর একটি কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠান' **যে-অনুপাতে** কায়েম করা হইবে, **সেই অনুপাতে** কর্মচারীরাও আর আমলা থাকিবে না।

পান্নেকুকের বিরুদ্ধে কাউট্স্কির সমগ্র যুক্তিতর্ক, বিশেষভাবে তাঁহার এই অপূর্ব যুক্তি যে আমরা এমন-কি আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিতে পর্যন্ত কর্মচারী ছাড়া চলিতে পারি না—ইহা সাধারণ-ভাবে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে বের্নষ্টাইনের পুরানো 'যুক্তি'রই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বের্নষ্টাইন তাঁহার দলত্যাগের সাক্ষ্য স্বরূপ 'সমাজতন্ত্রের মূলসূত্র'-নামক বইতে 'আদিম' গণতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহার কথায় যাহা হইল 'মতসর্বস্ব গণতন্ত্র'—অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ, অ-বেতনভুক্ কর্মচারী, অক্ষম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় সংস্থা, ইত্যাদি—তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ওয়েব্-দম্পতী* [তাঁহাদের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রাসি'-নামক ইংরেজি বইতে] ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'আদিম' গণতন্ত্র অসংগত, ইহা প্রমাণ করিতে বের্নষ্টাইন ওয়েব-দম্পতীর ব্যাখ্যা মোতাবেক ঐ অভিজ্ঞতার কথা পাড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ১৩৭, জর্মান সংস্করণ), 'নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্যে' সত্তর-বৎসর-ব্যাপী বিকাশের অভিজ্ঞতা হইতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আদিম গণতন্ত্র কোনও কাজের নয়, এবং তাহারা ইহার পরিবর্তে সাধারণ গণতন্ত্র অর্থাৎ আমলাতন্ত্র-সমন্বিত পার্লামেন্টী ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলি 'নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্যে' বিকাশ লাভ করে নাই, করিয়াছে **চরম পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের মধ্যে**। বলা বাহুল্য, চল্‌তি অন্যায় হিংসা ও মিথ্যাকে, 'উচ্চতর' প্রশাসনের কাজকর্ম হইতে দরিদ্রদের বাদ দিবার রীতিকে কিছু পরিমাণে প্রশ্রয় না দিয়া পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের আওতায় 'চলা যায় না'। সমাজতন্ত্রের আওতায় 'আদিম' গণতন্ত্রের অনেক কিছু-ই অবশ্যম্ভাবী রূপে পুনরুজ্জীবিত হইবে; কারণ, সভ্য সমাজের ইতিহাসে ব্যাপক জন-**সমষ্টি** সর্বপ্রথম এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হইবে যে তাহারা শুধু ভোট ও নির্বাচনেই নয়, **রাষ্ট্রের দৈনন্দিন প্রশাসন-কার্যেও স্বাধীন-ভাবে** অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। সমাজতন্ত্রের আওতায় **সকলেই** পালা করিয়া প্রশাসন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিবে, এবং শীঘ্রই কোনও শাসক ব্যতিরেকেই চলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।

* সিড্‌নি ওয়েব্ ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব—ইংলাণ্ডের 'ফেবিয়ান্ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা (পৃঃ ২, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী জীবনে ইঁহারা দুইজনে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্যে সোভিয়েতের সমর্থক হন। ইঁহারা দুইজনে মিলিয়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একখানি বিরাট গ্রন্থ 'সোভিয়েট কমিউনিজ্‌ম্—এ নিউ সিভিলাইজেশন' রচনা করিয়াছেন।—অ।

কমিউন যে-ব্যাবহারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল, মার্ক্‌সের বিচার-বিশ্লেষণী প্রতিভা তাহার মধ্যে [ইতিহাসের] মোড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিল। সুবিধাবাদীরা কাপুরুষতার বশে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত পাকাপাকি ভাবে ছাড়াছাড়ি করিতে চায় না বলিয়া, এই মোড়-পরিবর্তনকে ডরায়; নৈরাজ্যবাদীরা তাড়াতাড়িতে কিংবা বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারে না বলিয়া, এই মোড়-পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে চায় না। সুবিধাবাদীরা যুক্তি দেখায়: "পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা আমাদের এমন-কি চিন্তা করাও চলিবে না; মন্ত্রিদফ্‌তর ও কর্মকর্তাদের ছাড়া আমরা কিভাবে চলিব?" ইহারা [সুবিধাবাদীরা] কূপমণ্ডূকতায় ওতপ্রোত সম্পৃক্ত; (আমাদের মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের মতো) ইহারা বিপ্লবের সৃষ্টি-ক্ষমতায় বিশ্বাস তো করেই না, উপরন্তু বিপ্লবকে মৃত্যুর মতো-ই ডরায়।

"পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা-ই কেবল ভাবিতে হইবে; পূর্ববর্তী মজুর-বিপ্লবের মূর্ত শিক্ষা অনুধাবন করা নিষ্প্রয়োজন, এবং যাহা ধ্বংস হইয়াছে তাহার স্থান কী দিয়া ও কিভাবে পূরণ করিতে হইবে তাহা বিশ্লেষণ করাও নিরর্থক"—ইহা-ই হইল নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তি (অবশ্যই সব-চেয়ে ভালো নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তি, ক্রপৎকিন প্রভৃতির অনুসরণে যে-সব নৈরাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর ল্যাজ ধরিয়া চলিয়াছে তাহাদের যুক্তি ইহা নয়); কাজেই, নৈরাজ্যবাদীদের কর্মকৌশল হইয়া উঠে হতাশার কর্মকৌশল; গণ-আন্দোলনের ব্যাবহারিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মূর্ত সমস্যা সমাধানের নির্মম বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

মার্ক্‌স্ আমাদের দুই রকম ভুল এড়াইয়া চলিবার শিক্ষাই দিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন সমগ্র পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎসাদনে পরম-সাহস-ভরে কর্ম-তৎপর হইতে, আর সেই-সঙ্গে শিক্ষা দিয়াছেন মূর্ত আকারে প্রশ্ন উপস্থাপিত করিতে: ব্যাপকতর গণতন্ত্র আয়ত্ত করিবার জন্য এবং আমলাতন্ত্রের মূলোৎপাটনের জন্য কমিউন বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এক নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র, মজুর-শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কমিউনার্ডদের নিকট হইতে আমরা বৈপ্লবিক সাহস শিক্ষা করিব; যে-সব ব্যবস্থা বস্তুত ব্যাবহারিক দিক হইতে জরুরি ও সাক্ষাতেই সম্ভবপর, সেই-সব ব্যবস্থার এক রেখাচিত্র আমরা কমিউনার্ডদের ব্যাবহারিক ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্য

করিব ; এবং তারপর, এই পথ ধরিয়া চলিতে-চলিতে আমরা আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ-রূপে উচ্ছেদ করিতে পারিব।

এই উচ্ছেদের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ; কারণ, সমাজতন্ত্রে কাজের সময় হ্রাস পাইবে, জনগণ এক নূতন জীবনের স্তরে উন্নীত হইবে, জনসংখ্যার অধিকাংশের জন্য এমন-সব অবস্থার সৃষ্টি হইবে যাহার কল্যাণে ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তি-ই 'রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম' নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, এবং তাহার ফলে সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্র মাত্রেই ক্ষয় পাইতে-পাইতে সম্পূর্ণ-রূপে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কাউট্‌স্কি লিখিয়াছেন :

"রাষ্ট্র-ক্ষমতা ধ্বংস করা গণধর্মঘটের উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে বিশেষ কোনও প্রশ্নে গভর্নমেণ্টকে নতিস্বীকারে বাধ্য করা, অথবা, মজুর-শ্রেণীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এক গভর্নমেণ্টের স্থানে এমন এক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা যে-গভর্নমেণ্ট মজুর-শ্রেণীর সহিত একটা রফা করিতে রাজী [entgegen-kommende]।··· কিন্তু ইহার ফলে [শত্রুভাবাপন্ন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মজুর-শ্রেণীর জয়-লাভের ফলে] কোনও অবস্থাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা কখনও ধ্বংস হইতে পারে না ; ইহার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে শক্তি-সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তনই [Verschiebung] শুধু হইতে পারে।···পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করা এবং পার্লামেণ্টকে গভর্নমেণ্টের প্রভুতে রূপান্তরিত করা—আজ পর্যন্ত ইহা-ই ছিল আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য, এবং এখনও লক্ষ্য ইহা-ই।" (পৃঃ ৭২৬, ৭২৭, ৭৩২)

কথায় বিপ্লবকে স্বীকার করিয়া কাজে বিপ্লবকে অস্বীকার করা—ইহা বিশুদ্ধ ও কদর্যতম সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। 'যে-গভর্নমেণ্ট···মজুর-শ্রেণীর সহিত একটা রফা করিতে রাজী'—ইহার বেশি কাউট্‌স্কির কল্পনায় আর কুলায় না। ১৮৪৭সালে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ 'মজুর-শ্রেণীর সংগঠনকে শাসক-শ্রেণী রূপে' ঘোষণা করা হয় ; এই ঘোষণার সহিত তুলনায় কাউট্‌স্কির উপরোক্ত গভর্নমেণ্টের কল্পনা কূপমণ্ডূকতার দিকে এক কদম পিছু হটারই শামিল।[৩০]

শাইদেমান, প্লেখানভ, ভান্দের্‌ভেল্‌দের সহিত কাউট্‌স্কিকে তাঁহার সাধের 'ঐক্য' স্থাপন করিতে হইবে ; যে-গভর্নমেণ্ট 'মজুর-শ্রেণীর সহিত একটা

রক্ষা করিতে রাজী', সেইরূপ গভর্নমেণ্টের জন্য ইঁহাদের সকলেই লড়াই করিতে রাজী হইবেন।

কিন্তু আমরা ইঁহাদের সহিত, সমাজতন্ত্রের প্রতি যাঁহারা বেইমানি করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিব; এবং পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য আমরা লড়াই করিব, যাহাতে সশস্ত্র মজুর-শ্রেণী স্বয়ং **গভর্নমেণ্ট হইয়া উঠিতে পারে।** এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাট।

লেগীন, ডেভিড, প্লেখানভ, পোত্রেসভ, ৎসেরেতেলি, চের্নভ প্রভৃতির আরামদায়ক সংসর্গ কাউট্স্কি উপভোগ করিতে পারেন; 'রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তনের' উদ্দেশ্যে, 'পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের' উদ্দেশ্যে এবং 'পার্লামেণ্টকে গভর্নমেণ্টের প্রভুতে রূপান্তরিত করিবার' উদ্দেশ্যে কাজ করিতে ইঁহারা সকলেই বেশ রাজী আছেন। উদ্দেশ্য খুব-ই উপযুক্ত, সুবিধা-বাদীদের পক্ষে এই উদ্দেশ্য পুরাপুরি বরণীয়; বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সব কিছু ইহাতে বহাল থাকে।

কিন্তু আমরা সুবিধাবাদীদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিব; এবং সমগ্র শ্রেণী-সচেতন মজুর-শ্রেণী আমাদের সঙ্গে থাকিবে—আমাদের সঙ্গে থাকিবে 'শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধনের' জন্য নয়; **বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত** করিবার জন্য, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী ব্যবস্থা **ধ্বংস** করিবার জন্য, কমিউনের ধরনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কিংবা মজুর সৈনিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন করিবার জন্য, মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংগ্রামে সমগ্র শ্রেণী-সচেতন মজুর-শ্রেণী আমাদের সঙ্গে থাকিবে।

* * *

জর্মানিতে 'সোশালিস্ট মাসিক' পত্রে* পরিস্ফুট ভাবধারার ধারক ও বাহক (লেগীন, ডেভিড, কোল্ব্, এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার স্টাউনিং ও ব্রান্টিং সমেত অন্যান্য অনেকে); ফ্রান্স ও বেলজিয়মে জোরের অনুচরেরা ও ভান্দের্ভেল্দে; ইতালীয় পার্টিতে তুরাতি, ত্রেভেস ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা; ব্রিটেনে ফেবিয়ান্ ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা' ('ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টি'[৬১], বস্তুত সব সময়েই উদার-নীতিকদের অধীন); এবং এই ধরনের আরও অনেকে—আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে ইঁহারা

* বার্লিন হইতে প্রকাশিত (১৮৯৭-১৯৩৩) জর্মান সুবিধাবাদীদের ও আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের মুখপত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) ইহা জর্মান-জাতীয়তাবাদের ভূমিকা গ্রহণ করে।—অ

আছেন কাউট্‌স্কিরও দক্ষিণে। পার্লামেণ্টের কাজকর্মে ও নিজেদের পার্টির সংবাদ-সাহিত্যে বিরাট এবং অনেক সময় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলেও, এই-সব ভদ্রলোক মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিরাবরণ সুবিধাবাদের নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। এই-সব ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে, মজুর-শ্রেণীর 'একাধিপত্য' গণতন্ত্রের 'বিরোধী'!! খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সহিত ইঁহাদের যথার্থই মূলত কোনও প্রভেদ ই নাই।

এই-সব বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা ন্যায়ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অর্থাৎ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যাঁহারা সংকারি প্রতিনিধি তাঁহারা সম্পূর্ণ-রূপে সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। কমিউনের অভিজ্ঞতা শুধু বিস্মৃত-ই হয় নাই, বিকৃতও হইয়াছে। সময় আসন্ন—মজুরদের এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া তাহার জায়গায় নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র কায়েম করিতে হইবে এবং এইভাবে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে ভিত্তি করিয়া সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ মজুরদের শুরু করিতে হইবে;—মজুরদের চেতনার মধ্যে এই ধারণা সঞ্চয় করিবার পরিবর্তে ইঁহারা [দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সরকারি প্রতিনিধিরা] মজুরদের কার্যত ঠিক ইহার বিপরীত শিক্ষাই দিয়াছেন, এবং 'ক্ষমতা জয়ের চিত্র এরূপ ভাবে আঁকত করিয়াছেন যে তাহাতে এমন সহস্র ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে যাহার মধ্য দিয়া সুবিধাবাদ অনায়াসে ঢুকিয়া পড়িতে পারে।

সাম্রাজ্যতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরিস্ফীত সমর-যন্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি যখন বীভৎস সমর-পিশাচের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ব্রিটেন অথবা জর্মানি কোন্ দেশের ফিনান্স-পুঁজি পৃথিবীর উপর আধিপত্য কায়েম করিবে সেই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে এই বীভৎস সমর-পিশাচেরা যখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করিতেছে—সেই সময়ে, রাষ্ট্রের সহিত মজুর-বিপ্লবের কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্ন বিকৃত করা ও চাপিয়া যাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম না হইয়া পারে না।*

[* পাণ্ডুলিপিতে ইহার পরে আছে:]

সপ্তম অধ্যায়

১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায়ের শিরোনামায় যে-বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ব্যাপকতা এতই বিশাল যে, সে-সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, এবং অবশ্যই লেখা উচিত। উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে যে-সব শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে-শিক্ষা, বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে মজুর-শ্রেণীর কী কর্তব্য সেই বিষয়ের সহিত যে-শিক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, বর্তমান পুস্তিকায় আমাদের আলোচনা স্বভাবতই সেই শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

[পাণ্ডুলিপিটি এখানে শেষ হইয়াছে।]

প্রথম [রুশ] সংস্করণের পরিশিষ্ট

এই পুস্তিকা লেখা হইয়াছিল ১৯১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। '১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' সম্পর্কে লিখিবার উদ্দেশ্যে আমি ইতিপূর্বেই পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ের একটা খসড়াও করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু একমাত্র শিরোনামা ছাড়া এই অধ্যায়ের একটি পংক্তিও আমি লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, রাজনৈতিক সংকট দেখা দিবার ফলে—১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের মুহূর্ত ঘনাইয়া আসার ফলে—আমার লেখায় 'ব্যাঘাত' ঘটে। এইরূপ 'ব্যাঘাত' ভালোই লাগে। কিন্তু, পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড ('১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা') লেখা সম্ভবত দীর্ঘ কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। বিপ্লবের বিষয়ে লেখার চাইতে 'বিপ্লবের অভিজ্ঞতা'র মধ্য দিয়া চলাতেই বেশি আনন্দ, বেশি লাভ।

পেত্রোগ্রাদ — গ্রন্থকার

নভেম্বর ৩০, ১৯১৭

বাংলা সংস্করণের পরিশিষ্ট

১। টীকা

২। ব্যক্তি-পরিচিতি

১

টীকা

ভূমিকা

১। পৃঃ ১॥ সুবিধাবাদ মজুর শ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে মজুর-আন্দোলনকে পরিচালিত করার প্রবৃত্তিকে বলে 'সুবিধাবাদ'। রাজনীতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যাহারা এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া চলে, তাহাদের বলা হয় 'সুবিধাবাদী'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) একমাত্র বল্‌শেভিকরা ছাড়া আর সব 'সোশালিষ্ট'-ই কার্যক্ষেত্রে সুবিধাবাদী প্রমাণিত হয়।

২। পৃঃ ২॥ ইওরোপের বিভিন্ন দেশের এই-সব 'সোশালিষ্ট' নেতা ১৯১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী ধনিক শ্রেণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন।

৩। পৃ. ২॥ 'আন্তর্জাতিক' : ১৮৬৪ সালে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ' নামে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের পরিপোষক মজুর-প্রতিষ্ঠান লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের জন্য মজুর-শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের বনিয়াদ গঠন করিবার পর ইহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত হয়। ১৮৭২ সালে প্যারিস কমিউনের ব্যর্থতার পর 'প্রথম আন্তর্জাতিক' (১৮৬৪-১৮৭২) লোপ পায়। পুঁজিতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে ১৮৮৯ সালে এঙ্গেল্‌সের নেতৃত্বে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। এঙ্গেল্‌স্ ইহার পর মাত্র পাঁচ বছর বাঁচিয়া ছিলেন। কার্ল কাউট্‌স্কি প্রমুখ নেতাদের মারফত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র মধ্যে সুবিধাবাদের ভেজাল ঢুকিতে থাকে। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র নেতাদের অন্যতম কাজ ছিল মার্ক্‌সবাদকে শোধন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলা। ১৯১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শুরুতেই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র

অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের 'সোশাল-ডেমোক্রাটরা' নিজের-নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেন। সারা দুনিয়াতে শ্রমজীবীদের শ্রেণীস্বার্থ এক ও অভিন্ন--এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই মজুর-আন্দোলন গড়িয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যোগ দেওয়া মানেই এক দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সারা দুনিয়ার মজুর-শ্রেণীর অভিন্ন স্বার্থের প্রতিকূলতা করা, অর্থাৎ মজুর-আন্দোলনের মূল নীতিকেই বরবাদ করা; সুতরাং ১৯১৪ সালে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া সোশাল-ডেমোক্রাটরা কার্যত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'রই বিপর্যয় ডাকিয়া আনেন, এবং বস্তুত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' তখনই লোপ পায় (১৮৮৯-১৯১৪)। বলশেভিকদের উদ্যমে রুশিয়ায় ১৯১৭ সালে মজুর-বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পর খাঁটি মার্ক্সবাদীদের লইয়া নুতন এক 'আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠা করার কর্তব্য দেখা দেয়। যুদ্ধের যুগে সুবিধাবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে অনেক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিতে থাকে; সুতরাং 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠা হয় কার্যত ১৯১৮ সালেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয় লেনিনের সাক্ষাৎ নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কো শহরে ('তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রথম কংগ্রেস)। মার্ক্সবাদের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে অবিচলিত ভাবে অনুসরণ ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সমাজতন্ত্র ও মজুর-আন্দোলনের শতাব্দী-লালিত আদর্শকে সার্থক করিয়া তোলার সংকল্প-ই 'তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা।* শ্রেণী-সংগ্রাম ও মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের মার্ক্সবাদী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সংগঠন রূপে 'তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' ১৯১৯ সাল হইতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভিত্তি মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে থাকে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর ১৯৪৩ সালে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করে।

৪। পৃঃ ২।। লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থ রচনা করেন ১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ রুশিয়ায় নভেম্বর-বিপ্লবের আগে—ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে (দ্রষ্টব্য লেনিনের 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি' গ্রন্থের ভূমিকা)। লেনিনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সম্মুখে যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি একের পর আর খুলিয়া যাইতেছিল: রুশিয়ায় ১৯১৭ সালের

* দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৪৭১-৭৭।

নভেম্বরে মজুর-বিপ্লব ; ১৯১৮ সালে জর্মানিতে মজুর-বিপ্লব ; ১৯১৯ সালে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে মজুর-বিপ্লব ; ১৯১৯-২০ সালে ইতালিতে ব্যাপক মজুর-বিক্ষোভ। এক রুশ বিপ্লব ছাড়া অন্যান্য সব বিপ্লবই অবশ্য পরাহত হয় ; কিভাবে পরাহত হয়, সোশাল-ডেমোক্রাটরা কিভাবে এই পরাভবে সাহায্য করেন—সে এক মর্মান্তিক ইতিহাস। রজনী পাম দত্ত কর্তৃক লিখিত 'ফাশিজ্‌ম্ অ্যাণ্ড সোশাল রেভোলিউশন'-নামক ইংরেজি গ্রন্থে এই ইতিহাস বিশদ-ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

৫। পৃঃ ৮॥ 'বল্‌শেভিক্' ও 'মেন্‌শেভিক্' : 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি'র মধ্যে বিপ্লবমুখী ও প্রতিক্রিয়ামুখী দুইটি ধারার নাম যথাক্রমে 'বল্‌শেভিক্' ও 'মেন্‌শেভিক্'। এই দুইটি নামের উৎপত্তির এক ইতিহাস আছে। ১৯০৩ সালে 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই দুইটি ধারার স্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। অধিবেশন প্রথম বেলজিয়মের ব্রুসেল্‌স্ শহরে বসে ; কিন্তু বেলজিয়মের পুলিসের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিনিধিরা ব্রুসেল্‌স্ ছাড়িয়া লণ্ডনে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন, এবং কৃষক-সমস্যা রূপ রাজনৈতিক প্রশ্ন ও অন্যান্য সাংগঠনিক প্রশ্ন লইয়া অধিবেশনে মতবিরোধ দেখা দেয়। লেনিনের নেতৃত্বে বেশির ভাগ প্রতিনিধি বৈপ্লবিক নীতি ও কর্মসূচী সমর্থন করেন, এবং মার্তভ ও আক্সেলরদ প্রভৃতির নেতৃত্বে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল লেনিনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচী সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ লেনিনপন্থীরা বেশি ভোট পাইয়া জয়লাভ করেন। রুশ ভাষায় 'বল্‌শিন্‌স্ত্‌ভো' ও 'মেন্‌শিন্‌স্ত্‌ভো' বলিতে বুঝায় যথাক্রমে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' ও 'সংখ্যাল্পতা'। দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' বিপ্লবী লেনিনপন্থীদের তখন হইতে তাই বলা হয় 'বল্‌শেভিক্' এবং লেনিন-বিরোধী 'সংখ্যাল্প'দের বলা হয় 'মেন্‌শেভিক্'। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর হইতেই 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি', 'বল্‌শেভিক্' ও 'মেন্‌শেভিক্', এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারায় পরিষ্কার ভাগ

হইয়া যায়। বাহ্যত দুইটি দল স্বতন্ত্র দুই পার্টিতে পরিণত না হইলেও, বস্তুত তাহারা দুই পার্টি বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে থাকে। প্রত্যেকের নিজস্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নিজস্ব মুখপত্র ছিল। ১৯০৬ সালে পার্টির মধ্যে নাম-মাত্র একটি ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় বটে, কার্যত কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয় না। ১৯১২ সালে প্রাগ-সম্মেলনে মেন্‌শেভিক্‌রা পার্টি হইতে বিতাড়িত হন, এবং বল্‌শেভিক্‌রা 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি (বল্‌শেভিক্)' নামে নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লবের পরে, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে, পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে বলশেভিক্‌রা 'সোশাল-ডেমোক্রাটিক' নাম বর্জন করিয়া 'কমিউনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করেন।

৬। পৃঃ ১৩॥ ১৮৭০ সালে প্রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন হয়। তদানীন্তন সম্রাট্ লুই বোনাপার্তের (তৃতীয় নাপোলেয়ঁর) অধিনায়কত্বে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ২রা সেপ্টেম্বর (১৮৭০) সেদানের রণক্ষেত্রে বিস্‌মার্কের প্রুশীয় বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়; তৃতীয় নাপোলেয়ঁর সাম্রাজ্য, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য (১৮৫২-৭০) 'তাসের ঘরের মতো' ধূলিসাৎ হয়। ১৮৭১ সালের প্রথমে প্যারিসের বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর সহিত সংগ্রামে ভের্সাইতে অবস্থিত প্রতিবিপ্লবী 'দেশরক্ষার গভর্নমেণ্টে'র সৈন্যবাহিনী পরাহত হয়; ২৬এ মার্চ তারিখে প্যারিসের সশস্ত্র মজুর-শ্রেণীর গভর্নমেণ্ট 'প্যারিস কমিউন' নির্বাচিত হয়, এবং ২৮এ তারিখে প্রকাশ্যে ইহা ঘোষণা করা হয়। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মজুর-শ্রেণীর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়, কমিউনের আকারে তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাধিপত্য অবশ্য মজুর-শ্রেণী বেশি দিন রক্ষা করিতে পারে নাই। যে-প্রুশীয় বাহিনী ফ্রান্সের মধ্যে তখন ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া ছিল, সেই আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর সহিত মিলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসী গভর্নমেণ্ট প্যারিস কমিউনকে মজুরের রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দেয়। মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের প্রথম নিদর্শন হিসাবে 'প্যারিস কমিউন' ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। মার্ক্‌স্ তাঁর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইতে প্যারিস কমিউন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। লেনিন কর্তৃক উল্লিখিত সমস্যা প্যারিস কমিউন কিভাবে সমাধান করে, তাহা এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

৭। পৃঃ ১৪॥ ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই-এর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র। বাণিজ্যজীবী ও শিল্প-ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়া ক্রমে-ক্রমে আর্থিক ও রাজনীতিক দিক হইতে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। সামন্ত জমিদারবর্গ সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে কৃষকদের শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আর্থিক দিক হইতে তাহারা নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে থাকে। বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ও সামন্ত জমিদারবর্গের শক্তির মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একটা 'সাম্যাবস্থা' দেখা দেয়। একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের উপযোগী ক্ষমতা তখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই ; অন্যদিকে সামন্ত জমিদারবর্গ আর্থিক দিক হইতে দুর্বল হইয়া পড়াতে স্বাধীন ভাবে শাসন করার ক্ষমতাও হারাইয়া ফেলে। রাষ্ট্র তখনও ছিল মূলত সামন্ত জমিদারবর্গের রাষ্ট্র। এই সামন্ত জমিদারবর্গের স্বার্থও যাহাতে রক্ষা পায়, সেই দিকে নজর রাখিয়া রাষ্ট্রশক্তি তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর সনির্বন্ধ দাবি সীমাবদ্ধ ভাবে হইলেও মিটাইতে বাধ্য হয়। রাজা তখন ছিলেন দেশের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো সামন্ত জমিদার ; বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর চাপ দিয়া বিশেষভাবে অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে রাজাকে নির্ভর করিতে হইত সামন্ত জমিদারবর্গের উপর ; আবার, সামন্ত জমিদারবর্গ যখন রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত, তখন সে-চেষ্টা প্রতিরোধ করিবার জন্য রাজাকে নির্ভর করিতে হইত বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের এই ভূমিকা লক্ষ্য করিয়াই এই যুক্তি প্রচার করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রশক্তি দ্বন্দ্বরত শ্রেণীসমূহের উর্ধ্বে অবস্থিত, এবং ইহাদের বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি তাহাদের দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করে। বস্তুত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র। বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার নিজস্ব (অর্থাৎ বুর্জোয়া) রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করে (১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব)।

৮। পৃঃ ১৪ ॥ ১৭৯৯ সালের ৯ই নভেম্বর (১৭৮৯ সালের প্রথম ফরাসী বিপ্লব কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্জিকা অনুযায়ী এই তারিখ 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' বলিয়া অভিহিত) নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত আকস্মিক অভিযানে কন্‌সাল হিসাবে চরম রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়। তিনি যে সংবিধান প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রথম কন্‌সালের (অর্থাৎ তাঁহার নিজের) হাতেই একনায়কত্বের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ১৮০২ সালে তিনি আজীবন কন্‌সাল হিসাবে ঘোষিত হন, এবং ১৮০৪ সালে তিনি 'প্রথম নাপোলেয়ঁ' নামে নিজেকে সরাসরি ফ্রান্সের সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করেন। বিপ্লবী জনসাধারণ বিপ্লবের

চরম পরিণতির জন্য আবার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে, এই সম্ভাবনা তখন ছিল, এবং এই আশঙ্কাতেই বুর্জোয়া শ্রেণী এমন এক শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট কামনা করিতেছিল যে-গভর্নমেণ্ট বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির ও বিপর্যস্ত রাজতন্ত্রের ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া বিপ্লবের সাফল্যও যেমন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, বিপ্লবী জনশক্তির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা প্রতিহত করিয়া বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থায়ী করিতেও তেমনি সক্ষম হইবে। নাপোলেয়ঁর শাসন বুর্জোয়া শ্রেণীর এই স্বার্থই চরিতার্থ করে। বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনশক্তি—দ্বন্দ্বরত এই উভয় শ্রেণী-ই যখন শক্তির সমান পর্যায়ে (এঙ্গেল্‌স্ যে-অবস্থাকে শক্তির 'সাম্যাবস্থা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তখনই নাপোলেয়ঁর আকস্মিক রাষ্ট্রীয় অভিযান। এই তীব্র শ্রেণীসংঘর্ষের সুযোগ লইয়াই নাপোলেঁয় ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে সক্ষম হন। উভয় শ্রেণীর 'মধ্যস্থতা'র নামে তিনি আসলে নবোদ্ভূত ধনতন্ত্রেরই পোষকতা করেন। ১৮১৪ সালে সম্রাট্ নাপোলেঁয়র পতন হয়। তাঁহার শাসনকালকে (১৮০৪-১৮১৪) বলা হয় 'প্রথম ফরাসী সাম্রাজ্য'।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবের ফলে অরলেয়াঁ-বংশীয় লুই ফিলিপের রাজত্ব খতম হয় ও ফ্রান্সে 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়। প্রথম নাপোলেয়ঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লুই বোনাপার্ত এই দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে এক আকস্মিক অভিযানে লুই বোনাপার্ত চরম রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'তৃতীয় নাপোলেয়ঁ' নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট্ ঘোষণা করেন (১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) তাঁহার শাসনকালকে (১৮৫২-৭০) বলা হয় 'দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য'। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের (১৮৪৮-৫১) রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী, এবং বিদ্রোহপরায়ণ মজুর সাধারণ—উভয় শ্রেণী-ই যখন পরস্পরের মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এই শ্রেণী-সংঘর্ষের সুযোগ লইয়া লুই বোনাপার্তের তথাকথিত 'মধ্যস্থে'র ভূমিকায় অভিনয় (১৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মার্ক্‌স্ তাঁহার 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ও 'লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' বই দুইখানিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

৯। পৃঃ ১৪ ॥ সামন্ততন্ত্রের অধীনে জর্মানি ছিল বিচ্ছিন্ন। সমন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া বিস্‌মার্ক এই বিচ্ছিন্ন জর্মানিকে প্রুশীয় রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কত্বে ঐক্যবদ্ধ করেন (১৮৬৬ সালে)। জনসাধারণ ও বুর্জোয়া শ্রেণী উভয়েই সামন্ততন্ত্রের বৈরী,

জর্মানির ঐক্য সাধন ছিল উভয়েরই দাবি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদের স্লোগান তুলিয়া উভয় শ্রেণীর সমর্থন পাওয়া বিস্‌মার্কের পক্ষে তাই সহজ ছিল। একদিকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিষদের দাবি তুলিয়া (১৮৬৬ সাল এপ্রিল) তিনি জনশক্তির সমর্থন আদায় করেন ; অন্যদিকে আবার কুখ্যাত লৌহশাসন' প্রবর্তন করিয়া এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবি পূরণের পথ প্রশস্ত করিয়া বিস্‌মার্ক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থও চরিতার্থ করেন : এইভাবে বিস্‌মার্ক উভয় শক্তির মধ্যে তথাকথিত 'মধ্যস্থে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৪৮ সালে জর্মানিতে যে-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে (কিন্তু ব্যর্থ হয়), বিস্‌মার্কের নেতৃত্বে ১৮৬৬ সালে সেই বুর্জোয়া বিপ্লব-ই সম্পূর্ণ হয়, এবং ঐক্যবদ্ধ জর্মানি গড়িয়া উঠে।

১০। পৃঃ ১৪ ॥ বিপ্লব শুরু হইবার পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই বল্‌শেভিকদের উদ্যোগে মস্কো পেত্রোগ্রাদ (বর্তমান 'লেনিনগ্রাদ') প্রভৃতি স্থানে মজুর ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠিত হয়। কিন্তু অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রসাদে বল্‌শেভিকদের তখন অবাধে কাজ করা সম্ভব ছিল না ; অধিকন্তু বল্‌শেভিক পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন জেলে অথবা নির্বাসনে। কিন্তু মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি প্রমুখ আপসপন্থীদের তখন অবাধে কাজ করিবার সুযোগ ছিল। তাঁহারা সোভিয়েতগুলিতে আসন দখল করিয়া নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জোরে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন সোভিয়েতগুলিকে বিপ্লবের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখিতে। ইঁহাদের নেতৃত্বে সোভিয়েতগুলির সংগ্রামশীলতা সাময়িক ভাবে খর্ব হয়।

১১। পৃঃ ১৪ ॥ ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবের ফলে ৎসারের পতনের পর বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুচর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির নেতাদের লইয়া অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়। এই গভর্নমেণ্টে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি দলের অন্যতম নেতা কেরেন্‌স্কি ছিলেন একজন মন্ত্রী। এই কেরেন্‌স্কির মন্ত্রিত্বের আমলে মজুর ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের উপর একের পর আর জুলুম চলিতে থাকে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পেত্রোগ্রাদের মজুর ও সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা দেয় ; সোভিয়েতের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করিয়া তাহারা এক শোভাযাত্রা বাহির করে ; শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কেরেন্‌স্কির নেতৃত্বে অস্থায়ী বুর্জোয়া গভর্নমেণ্ট শোভাযাত্রী মজুর ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ফৌজ নিয়োগ করে। কেরেন্‌স্কি-সরকার বল্‌শেভিকদের মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা'ও বন্ধ করিয়া দেয়,

লেনিনের বিরুদ্ধে এক গেরেফ্‌তারি পরোয়ানা জারি করে এবং বল্‌শেভিক পার্টির অনেক নেতাকে গেরেফ্‌তার করিয়া জেলে আটক করে।

১২। পৃঃ ১৪ ॥ ৎসারের পতনের পর ১৪ই মার্চ তারিখে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেন্‌শেভিকরা প্রিন্স্‌ ল্‌ভভের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুচর ক্যাডেটদের সহিত হাত মিলাইয়া 'সম্মিলিত' বুর্জোয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নিজেদের 'সোশালিস্ট' বলিয়া পরিচয় দিলেও, ইহারা সমাজতন্ত্র তথা মজুর ও গ্রামের গরীবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে বুর্জোযাদের সহিত মিলিযা প্রতিবিপ্লবী 'সম্মিলিত' গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। সরকারি চাকুরি রূপ লুটের-মাল ভাগাভাগির ব্যাপারে ভাগ্যান্বেষী এই-সব 'সোশালিস্ট'দের মধ্যে ঘরোযা কোন্দলের দরুন 'সম্মিলিত' মন্ত্রিসভায় বারবার অদলবদল হয়, কিন্তু তাহাতে ঐ 'সম্মিলনের' বিন্দুমাত্র অপহ্নব ঘটে না। কেরেন্‌স্কি, চের্নভ, আভ্‌ক্‌সেন্তেভ্‌ (ইহারা সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি), ৎসেরেতেলি, স্কোবেলেভ (ইহারা মেন্‌শেভিক) প্রভৃতি 'সোশালিস্ট' মন্ত্রীরা বুর্জোয়া শ্রেণীর সাক্ষাৎ সহযোগী রূপে মজুর-শ্রেণী ও গ্রামের গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রথমাবধি প্রতিবিপ্লবী ভূমিকায অভিনয় করিয়াছেন।

১৩। পৃঃ ২৪ ॥ 'দর্শনের দৈন্য' গ্রন্থের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ

" মজুর-শ্রেণী ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম, এই সংগ্রামের চরম অভিব্যক্তি এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব। শ্রেণী-বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের চরম পরিণতি যে ঘটিবে এক পাশবিক দ্বন্দ্বে, এক প্রত্যক্ষ দৈহিক সংঘাতে, তাহাতে সত্যই আশ্চর্যের কিছু আছে কি ?

"সামাজিক আন্দোলনের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক নাই, এ-কথা বলা চলে না। এমন রাজনৈতিক আন্দোলন আদৌ নাই, যে-আন্দোলন যুগপৎ সামাজিক আন্দোলনও নয়।

"যে-ব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব লোপ পাইয়াছে, একমাত্র সেই ব্যবস্থাতেই কেবল সামাজিক বিবর্তন আর রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে দেখা দিবে না। সেই সময় পর্যন্ত, সমাজের প্রত্যেক সাধারণ পুনর্বিন্যাসের প্রাক্কালে, সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা হইবে : 'সংগ্রাম অথবা মৃত্যু ; রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা নিশ্চিহ্ন বিলোপ। প্রশ্ন এভাবেই উপস্থিত, এমন-ই অমোঘ রূপে' (জর্জ সাঁ)।"

'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর শেষ অনুচ্ছেদ :

"কমিউনিস্টরা তাহাদের মতামত ও লক্ষ্য গোপন করিতে ঘৃণা বোধ করে। তাহারা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, সর্বপ্রকারের প্রচলিত সামাজিক অবস্থা সবলে বিলোপ করিয়াই কেবল তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। শাসক-শ্রেণীরা কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে থরথরো কাঁপিতে থাকুক। এক শিকল ছাড়া সর্বহারাদের হারাইবার আর কিছু নাই, সারা দুনিয়া আছে তাহাদের জয় করার।

"সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণ, ঐক্যবদ্ধ হও!"

১৪। পৃঃ ২৪॥ ১৮৬৩ সালে লাসালে'র নেতৃত্বে জর্মানিতে 'জর্মান মজুরদের সাধারণ সঙ্ঘ' নামে এক দক্ষিণপন্থী মজুর-দল গড়িয়া উঠে। এই দলের সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ প্রথম হইতেই কঠোর সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। এই সংগ্রামেরই ফলে পরবর্তী কালে (১৮৬৯ সালে) লিব্‌কনেখ্‌ট্ ও বেবেল লাসালে'র নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে আইসেনাখে 'জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি' গঠন করেন। গোড়া পত্তনের সময় এই দল মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নীতি স্বীকার করিয়া নেয়। কিন্তু এই দলকে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের সহিত এক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। এই দলও সুবিধাবাদের কলুষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। ১৮৭৫ সালে গোথা শহরে এই দল লাসালে'র দলের সহিত এক যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া 'জর্মানীর সোশালিস্ট মজুর দল' নামে এক সম্মিলিত দল গঠন করে, এবং লাসালে'র সুবিধাবাদিসুলভ নীতির সহিত আপসের ভিত্তিতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী-ই 'গোথা কর্মসূচী' নামে পরিচিত। মার্ক্‌স্ এই কর্মসূচীর চুলচেরা সমালোচনা করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখান, এবং ব্রাকের নিকট লিখিত এক পত্রের সহিত (১৮৭৫ সালের মে মাসে) সে-সমালোচনাটি পাঠাইয়া দেন। এই সমালোচনা-ই 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' নামে পরিচিত। ১৮৭৫ সালে লিখিত হইলেও, এই সমালোচনা পনেরো বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৯১ সালে এঙ্গেল্‌স্ই সর্বপ্রথম পুস্তিকার আকারে (এঙ্গেল্‌সের ভূমিকা সহ) মার্ক্‌সের লেখা 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' প্রকাশ করেন।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

১৫। পৃঃ ২৬॥ '১৮৪৮-৫১ সালের অভিজ্ঞতা': এই সময়ে সারা ইওরোপ জুড়িয়া একটার পর একটা বিপ্লবের ঝড় বহিয়া যায়। এই-সব বিপ্লবের অভিজ্ঞতা

হইতে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ মূল্যবান্ শিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই শিক্ষার ভিত্তিতে মজুর শ্রেণীর রণকৌশল ও কর্মনীতির বাস্তব রূপ দান করেন।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাসের তদানীন্তন জর্মান রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম রাষ্ট্র প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিতে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়; কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলে প্রুশিয়ার রাজা 'স্বাধীনতা'র প্রতিশ্রুতি দিতে ও পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হন। উদারনীতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর দুইজন প্রতিনিধি লইয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। মার্ক্‌স্ এই মন্ত্রিমণ্ডলকে 'বড়ো-বড়ো বুর্জোয়াদের' মন্ত্রিমণ্ডল আখ্যা দেন। প্রতিবিপ্লবী এই মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত আঁতাত করিয়া মজুর ও কৃষকদের আরব্ধ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রথমে প্রুশিয়ায় (নভেম্বর, ১৮৪৮) এবং পরে সারা জর্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয় লাভ করে। এই বিপ্লবের পরাজয় ও প্রতিবিপ্লবের সাফল্য এঙ্গেল্‌স্ 'জর্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব'-নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বিশদ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ১৮৪৮ সালে ইতালিতে এবং ১৮৪৯ সালে হাঙ্গেরীতেও বিপ্লব হয়, কিন্তু জয়যুক্ত হইতে পারে না। এই অধ্যায়ে লেনিন বিশেষ ভাবে ফ্রান্সের এই সময়কার বিপ্লবের অভিজ্ঞতাই উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৪৮-৫১ সালের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে: [১] ১৮৪৮, ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৪ঠা মে—ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব, লুই ফিলিপের পতন ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা; [২] বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠনের যুগ—(ক) ১৮৪৮ সালের ৪ঠা মে হইতে ২৫এ জুন: মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রেণীর সংগ্রাম, জুন মাসে মজুর শ্রেণীর রক্তাক্ত পরাজয়; (খ) ২৫এ জুন হইতে ১০ই ডিসেম্বর: বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একাধিপত্য, সংবিধান প্রণয়ন, প্যারিসে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা; ১০ই ডিসেম্বর তারিখে প্রজাতন্ত্রের সভাপতির পদে লুই বোনাপার্তের নির্বাচনে বুর্জোয়া একাধিপত্য নাকচ; (গ) ২০এ ডিসেম্বর (১৮৪৮) হইতে ২৯এ মে (১৮৪৯): বোনাপার্ত ও তাঁহার সহযোগী 'শৃঙ্খলার পার্টি'র সহিত সংবিধান-রচনা-পরিষদের সংগ্রাম, এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পতন; [৩] নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যুগ—(ক) ১৮৪৯ সালের ২৯এ মে হইতে ১৩ই জুন: বুর্জোয়া শ্রেণী ও বোনাপার্তের সহিত খুদে-বুর্জোয়াদের সংগ্রাম, খুদে-বুর্জোয়া বা গণতান্ত্রিক পার্টির পরাজয়; (খ) ১৩ই জুন (১৮৪৯) হইতে ৩১এ মে (১৮৫০): সম্মিলিত বুর্জোয়াদের ('শৃঙ্খলার পার্টি') পার্লামেণ্টীয় একাধিপত্য, সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপ; (গ) ৩১এ মে

(১৮৫০) হইতে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর : বোনাপার্ত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রাম, বুর্জোয়া শাসনের অবসান, নিয়মতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের পতন, বোনাপার্তের স্বহস্তে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মজুর শ্রেণী এই সর্বপ্রথম তাহার নিজস্ব দাবি লইয়া প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয়। মজুর শ্রেণীর প্রবীণতা ও শক্তির ইহা এক জলন্ত নিদর্শন, বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে ইহা তাহারও সূচনা বটে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণীর তখন কাজ দাঁড়ায় এই বিপ্লবী মজুর-শক্তিকে চূর্ণ করা; ফলে ঘটে জুন মাসের বীভৎস হত্যালীলা (২৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু জুন-হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মজুর শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ হইতে বুর্জোয়া শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার আশু বিপদের আশঙ্কা তখনও দূর হয় নাই। মজুর-আন্দোলনকে দমন করার জন্য ও বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সবলে কায়েম রাখার জন্য বুর্জোয়াদের বিভিন্ন দলকে তাই একটি মাত্র দলে ('শৃঙ্খলার দল') সঙ্ঘবদ্ধ করা সহজ হইয়া পড়ে। মজুর-বিদ্রোহের ভয়ে সন্ত্রস্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সকলেই তখন এমন এক জোরদার সরকার গঠনে ব্রতী হন যে-সরকার বিদ্রোহের সম্ভাবনা নির্মূল করিয়া 'শৃঙ্খলা' গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। এই ব্যাপারে তাঁহারা গ্রামের ধনী সম্প্রদায়ের সমর্থন পান; পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে কায়েম করায় ইঁহাদেরও স্বার্থ ছিল। মজুর-বিপ্লবের ফলে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ পাইতে পারে, এই আশঙ্কায় শহরের মধ্যশ্রেণীও ভীত হইয়া পড়ে; বড়ো-বড়ো বুলি কপ্‌চাইয়া বুর্জোয়া শ্রেণী ইহাদের বড়ো একটা অংশকেও নিজের পক্ষে টানিয়া আনিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের আড়ালে বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচী গোপন করিয়া রাখে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে যে, 'সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছা' নির্বাচনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবে। কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রশক্তি পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে, এবং লুই বোনাপার্ত (নাপোলেয়ঁ বোনাপার্তের ভ্রাতুষ্পুত্র) এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন: নির্বাচনে বোনাপার্ত শহরের বড়ো-বড়ো ধনিকদের ও গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের ভোট পান। গ্রামের ছোটো-ছোটো কৃষকদের বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে, এই মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া বোনাপার্ত গ্রামের এই গরীবদের ভোটও আদায় করেন। বোনাপার্ত একদিকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বন্ধু সাজেন, আর-এক দিকে আবার শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বন্ধু সাজেন। এমনি ভাবে

তিনি 'নিরপেক্ষ' তথা 'মধ্যস্থে'র ভান করিয়া দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর আনুকূল্য করেন। সভাপতি পদে লুই বোনাপার্তের নির্বাচন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই প্রথম ধাপ মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণী তখন চাহিতেছিল মজুর শ্রেণীর শক্তিকে চূর্ণ করিতে, মজুর শ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে শ্রেণীগত নির্যাতনের বিভীষিকা সঞ্চার করিতে। এই কাজের জন্য এক 'জোরদার গভর্নমেণ্ট' কায়েম করাই ছিল তখন সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর দাবি। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ও খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মতিতে লুই বোনাপার্ত এক আকস্মিক অভিযানে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, আইন-পরিষদ্ ভাঙিয়া দেন এবং দশ বছরের জন্য তাঁহার সভাপতিত্বের মেয়াদ বাড়াইয়া দেন। এই আকস্মিক অভিযানের পর মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে শুরু হয় উলঙ্গ সন্ত্রাসের রাজত্ব; ইহারই মধ্যে ১৮৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে লুই বোনাপার্ত 'তৃতীয় নাপোলেয়ঁ' নামে নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ও 'লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' নামক দুইখানি পুস্তকে মার্ক্স্ ফ্রান্সের এই যুগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৬। পৃঃ ২৭॥ 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেনিন তাঁহার নোট-বইতে ('রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদ') নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন:

> "'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এ বলা হইয়াছে: 'মজুর-শ্রেণী কর্তৃক বিপ্লব,' 'কমিউনিস্ট বিপ্লব', 'সর্বহারাদের বিপ্লব'। 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য' কথাটির তখনও পর্যন্ত সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু, মজুর-শ্রেণীর 'শাসক-শ্রেণী'তে রূপান্তর, 'শাসক-শ্রেণী রূপে মজুর-শ্রেণীর সংগঠন'···ইত্যাদি—ইহা-ই তো 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য'···।
>
> "'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী'—ইহা-ই তো মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য।"*

১৭। পৃঃ ২৯॥ ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী 'সোশালিস্ট'দের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হইতেছে ফ্রান্সের-খুদে বুর্জোয়া 'সোশালিস্ট' লুই ব্লাঁ'র (১৮১১-৮২) আচরণ। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর লুই ব্লাঁ অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারে মন্ত্রিত্ব

* দ্রষ্টব্য 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা', ইংরেজি সংস্করণ, পরিশিষ্ট, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন।

গ্রহণ করেন, এবং এই সরকার ই জুন মাসে প্যারিসের মজুর-শ্রেণীর বিদ্রোহকে নির্মম ভাবে দমন করে। লুই ব্লাঁ রাষ্ট্রের শ্রেণীগত প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই, ক্ষমতা লাভের জন্য মজুর-শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিতেন না। ১৮৭১ সালে যখন প্যারিস কমিউন কায়েম হয়, তখন এই ব্লাঁ-ই ছিলেন ভের্সাইতে প্রতিক্রিয়াশীল তিয়ের-সরকারের সহচর। এই গভর্নমেণ্ট-ই পরে প্রুশীয় বাহিনীর সহযোগিতায় প্যারিস কমিউনকে ধ্বংস করে। বিপ্লবী প্যারিসকে ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী যখন তাহার শক্তি সমাবেশের কাজে লিপ্ত, তখন লুই ব্লাঁ প্রচার করিতে থাকেন যে, মজুর ও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন। এইভাবে তিনি প্যারিসের মজুর-নিধনকে 'সমগ্র ফরাসী জাতি'র নামে সমর্থন করিতে প্রয়াস পান।

১৮। পৃঃ ৩২॥ প্রথম ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯৪) : ইওরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হইতেছে ইংলাণ্ডে সতেরো শতকের বিপ্লব, আর দ্বিতীয় পর্যায় অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী মহাবিপ্লব। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়া অভিজাত সামন্তবর্গের হাত হইতে রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলিয়া আসে। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু উৎপাদন-প্রথার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তিত হইবার ফলে ইওরোপে বুর্জোয়া যুগের প্রতিষ্ঠা হয়; এই প্রতিষ্ঠার সোপান রূপে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ইতিহাসে সুবিদিত। এই বিপ্লব কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলে। প্রথম পর্যায়ে (১৭৮৯-৯২) ব্যবসায়ী বিত্তশালীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে; কিন্তু তাহারা বিপ্লবের মুখ্য সমস্যা (কৃষি-সমস্যা) সমাধান করা দূরে থাক, এমন কি রাজতন্ত্রকে পুরাপুরি উচ্ছেদ করিতেও ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৭৯২-৯৩) প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ (যাহাদের প্রতিনিধি ছিল জিরঁদাঁরা) এবং পরে বিপ্লবী খুদে-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি জাকব্যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে। জাকব্যাঁদের নেতৃত্বে খুদে-বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একাধিপত্যের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করে। ১৭৯৪ সালের ২৭এ জুলাই তারিখে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের আঘাতে খুদে-বুর্জোয়াদের (জাকব্যাঁ) এই একাধিপত্য উৎখাত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হইতে এই মূল্যবান্ শিক্ষাটি পাওয়া যায় যে, সাধারণ লোকের চেতনায় বিপ্লবের ব্যাপক প্রসার লাভ হইতে থাকিলে বুর্জোয়া শ্রেণীর মনে আতঙ্ক দেখা দেয়, এবং যে-হাতিয়ার প্রয়োগে তাহারা একদিন পুরাতন সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ চাহিয়াছিল,

সেই হাতিয়ারকেই সংকুচিত করিবার ইচ্ছা তখন তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে।

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে কেন্দ্রীকরণের বিকাশ সম্পর্কে মার্ক্স্ বলিয়াছেন: "বুর্জোয়া জাতীয় ঐক্য গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্থানীয় আঞ্চলিক নাগরিক ও প্রাদেশিক শাসনক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য ভাঙিয়া দিয়া প্রথম ফরাসী বিপ্লব বাধ্য হয় কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিতে—নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এই কাজ আগেই শুরু করিয়াছিল।" (দ্রষ্টব্য "লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার", সপ্তম অধ্যায়)

১৯। পৃঃ ৩২॥ 'বৈধ রাজতন্ত্র' ও 'জুলাই-রাজতন্ত্র': ১৭৮৯ সালের প্রথম ফরাসী বিপ্লবের ফলে তদানীন্তন শাসক বুরবঁ-বংশের সম্রাট্ ষোড়শ লুইয়ের পতন হয়। ১৮১৪ সালে তদানীন্তন সম্রাট্ প্রথম নাপোলেয়ঁর পতনের পর এই বুরবঁ-বংশ (দশম চার্ল্স) আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই বুরবঁ-বংশ ফ্রান্সে রাজত্ব করে। এই যুগকে বলা হয় (বুরবঁ-বংশের) 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ'। বুরবঁ-বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল ফ্রান্সের বড়ো-বড়ো ভূম্যধিকারীরা। ইহাদের মতে বুরবঁ-বংশই ছিল রাজ-সিংহাসনের বৈধ দাবিদার, তাই ইহাদের বলা হইত 'বৈধ রাজতন্ত্রের সমর্থক', এবং ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বুরবঁ-বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগকে ইতিহাসে বলা হয় 'বৈধ রাজতন্ত্র'। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে এক বিপ্লবের ফলে বুরবঁ-বংশের পতন হয়, এবং অরলেয়াঁ-বংশের লুই ফিলিপ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। অরলেয়াঁ-বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক-মালিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ধনিকগোষ্ঠী। তাই ইহাদের বলা হয় 'অরলেয়াঁ-বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক'। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবে লুই ফিলিপ ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং ফ্রান্সে 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়। ১৮৩০ হইতে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত লুই ফিলিপের এই রাজত্বকে বলা হয় 'জুলাই-রাজতন্ত্র'।

২০। পৃঃ ৩৫॥ ৎসারের পতনের পর ১৪ই মার্চ তারিখে প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে ক্যাডেট, মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সম্মিলনে প্রথম অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা ছিল পুরাপুরি বুর্জোয়াদের সেবাইত। ১৮ই মে তারিখে ক্যাডেট সদস্যেরা পদত্যাগে বাধ্য হইলে নূতন ভাবে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সম্মিলিত এই দ্বিতীয় অস্থায়ী মন্ত্রিসভাও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবকের ভূমিকায়

অভিনয় করিতে থাকে। জুলাই মাসে পেত্রোগ্রাদের মজুরদের উপর অত্যাচার চালাইবার পর এই মন্ত্রিসভা আবার ঢালিয়া সাজা হয়। এইবার সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি কেরেন্স্কি হন প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মরিয়া হইয়া বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুবর্তীদের মধ্যে সরকারি চাকুরি ভাগাভাগি লইয়া ঘরোয়া কোন্দলের ফলে এই মন্ত্রিসভারও বারবার অদল-বদল হয়। নভেম্বর-বিপ্লব পর্যন্ত অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের মধ্যে এইরূপ 'চতুরঙ্গ নৃত্য' চলিতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

২১। পৃঃ ৪২ ॥ ১৮৭০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নাপোলেয়ঁর অধিনায়কত্বে পরিচালিত ফরাসী সৈন্যবাহিনী সেদানে বিস্মার্কের প্রুশীয় ফৌজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়, এবং স্বয়ং সম্রাট্ বন্দী হন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়, এবং এক নূতন গভর্নমেণ্ট (তথাকথিত 'দেশরক্ষার গভর্নমেণ্ট') গঠিত হয়। ইহার পাঁচ দিন পরে, ৯ই সেপ্টেম্বর, বিস্মার্কের ফৌজ যখন প্যারিসের দ্বারদেশে উপস্থিতপ্রায়, মার্ক্স্ ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ কর্ম-পরিষদের দ্বিতীয় ঘোষণায় ফরাসী মজুর শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোদ্ধৃত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন :

> "চরম কঠিন অবস্থায় মধ্য দিয়া ফরাসী মজুর শ্রেণী চলিতেছে। শত্রু বর্তমানে প্যারিসের দ্বারদেশে আঘাত হানিতেছে প্রায়, এই সংকটের সময়ে নূতন গভর্নমেণ্টের পতন ঘটাইবার কোনও চেষ্টা বেপরোয়া নির্বুদ্ধিতারই শামিল হইবে।" (দ্রষ্টব্য 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৩-৪৪)

২২। পৃঃ ৪২ ॥ ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল মার্ক্স্ কুগেল্মানকে এক চিঠিতে লেখেন :

> "কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, ত্যাগ-স্বীকারের কী সামর্থ্য এই প্যারিসবাসীদের!...অনুরূপ মহত্ত্বের অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর মেলে না।...যাহা-ই হউক না কেন—পুরানো সমাজের নেকড়ে বাঘ, শুয়ার ও

খেঁকি-কুকুরেরা যদি প্যারিসের বর্তমান অভ্যুত্থানকে পিষিয়া চুরমার করিয়াও দেয়, তাহা হইলেও, প্যারিসে জুন-বিদ্রোহের পর [১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসের মজুর-শ্রেণীর সশস্ত্র বিদ্রোহ তদানীন্তন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধমন্ত্রী কাভেইঞাক রক্তগঙ্গায় ভাসাইয়া দেন] ইহা-ই আমাদের পার্টির সর্বোত্তম মহনীয় কীর্তি।"*

২৩। পৃঃ ৪২। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় মজুরদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঠিক পরেই প্লেখানভ 'সোশাল-ডেমোক্রাটের রোজ-নামচা' পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আর একবার"-শীর্ষক এক প্রবন্ধে এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

"অসময়ে রাজনৈতিক ধর্মঘটের নির্দেশ দিবার ফলে মস্কো, বোরসোভা, বাথ্‌মুত ও অন্যান্য জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এই-সব অভ্যুত্থানে আমাদের মজুর-শ্রেণী শক্তি সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু জয়লাভ করিবার উপযোগী শক্তি তাহাদের ছিল না। আগেই ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইত। সুতরাং, তাহাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নাই।"

প্লেখানভের এই তিরস্কারের জবাবে লেনিন বলেন :

"পক্ষান্তরে, আরও দৃঢ়ভাবে, আরও উৎসাহ সহকারে ও আরও আক্রমণাত্মক উপায়ে আমাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল। উচিত ছিল জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, নিছক শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের কোনও সার্থকতা নাই, নিঃশঙ্ক নির্মম সশস্ত্র সংগ্রাম আবশ্যক।"†

২৪। পৃঃ ৪৩।। ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে মার্ক্‌স্ প্যারিসের মজুর-বিপ্লব সম্পর্কে কুগেল্‌মানকে এক চিঠিতে লেখেন :

"প্যারিসের সংগ্রামের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাহাদের রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মজুর-শ্রেণীর সংগ্রাম এক নূতন পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আশু

* 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, ১৯৪৫, পৃঃ ২৭৪।

† দ্রষ্টব্য লেনিনের 'নির্বাচিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট লিমিটেড, লণ্ডন, ১৯৪৬, পৃঃ ৩৪৮।

ফলাফল যাহা-ই হউক না কেন, বিশ্ব-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলে আসিয়া উপনীত হওয়া গিয়াছে।"*

২৫। পৃঃ ৪৪ ॥ 'রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্‌সের মতবাদ' নামে নোট-বইতে লেনিন ১২ই তারিখে (১৮৭১) কুগেল্‌মানকে লেখা মার্ক্‌সের চিঠি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"মে মাসের শেষের দিকে (১৮৭১ সালের ৩০এ মে তারিখে) লেখা [প্রথম] আন্তর্জাতিকের সাধারণ কর্ম-পরিষদের ঘোষণায় ['ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইয়ের অন্তর্গত] যে-ধারণা ব্যক্ত হইয়াছে, (১৮৭১ সালের ১২ই) এপ্রিলে লেখা মার্ক্‌সের চিঠিতে সেই এক-ই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

"ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তিকায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'আগের-তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র'†, ১২ এপ্রিলের চিঠিতে তাহাকেই বলা হইয়াছে 'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্র'‡; 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তিকায় 'শুধু-ই দখল করা' বলিতে যাহা বুঝানো হইয়াছে, এপ্রিলের চিঠিতে '...হস্তান্তরিত করা' বলাতে তাহা-ই আরও যথাযথ ও সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আগের-তৈরি [যন্ত্র] হস্তান্তরিত করা নয়, চূর্ণ করার কথা-ই এপ্রিলের চিঠিতে বলা হইয়াছে; 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকে ইহা বলা হয় নাই। এই অতিরিক্ত অংশ খুব-ই উল্লেখযোগ্য। কমিউন এই কাজ-ই শুরু করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যায় নাই।"

২৬। পৃঃ ৪৫ ॥ মার্ক্‌স্ এই মত পোষণ করিতেন যে, সাধারণত একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মারফতই মজুর-শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, কোনও-কোনও দেশে ইহার ব্যতিক্রম হওয়াও সম্ভব, অর্থাৎ, শান্তিপূর্ণ ভাবে মজুর-শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলেও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে লেনিন দেখাইয়াছেন যে, ব্রিটেনে ও আমেরিকায় রাষ্ট্রক্ষমতা ও উৎপাদনের উপায় শান্তিপূর্ণ ভাবে মজুর-শ্রেণীর হাতে হস্তান্তরিত হইতে পারে, যে-কারণে মার্ক্‌স্ ইহা বলিয়াছিলেন সে-কারণ আর বর্তমান নাই।

---

* 'কুগেল্‌মানকে লিখিত পত্রাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, লরেন্স্ অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন, পৃঃ ১২৫।

† 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৩।

‡ 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৭৩।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ সম্মেলনে স্তালিন বলেন :
"ইংলাণ্ড-ও আমেরিকার বেলাতে মার্ক্‌স্ যে-ব্যতিক্রম কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিসংগত ছিল ততদিনই যতদিন এই-সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতন্ত্রের সম্যক্ বিকাশ হয় নাই। লেনিনের মতে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের নূতন অবস্থায়, যখন ইংলাণ্ডে ও আমেরিকায় সামরিক শক্তি ও আমলাতন্ত্র, ইংলাণ্ড-বাদে ইওরোপ-ভূখণ্ডের দেশগুলিতে যতটা, অন্তত ততটা মাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছে, তখন এই ব্যতিক্রম আর খাটে না। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লব, মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য-ই হইতেছে সমস্ত সাম্রাজ্যতন্ত্রী দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী শর্ত, ইহার কোনও ব্যতিক্রম নাই।"*

২৭। পৃঃ ৪৮॥ (১৮৪৮ সালে) ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পর ৪ঠা মে তারিখে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান-রচনা-পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এই পরিষদে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বিপ্লবে মজুর-শ্রেণীর শক্তি ও প্রেরণার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী রীতিমত সচকিত হইয়া উঠে। তখন হইতেই তাহারা মিলিত ভাবে মজুর শ্রেণীর শক্তি ও সংগঠন পর্যুদস্ত করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে থাকে। মজুর-শক্তির সহিত তাহাদের সংঘাত চরমে উঠে ও সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয় সংবিধান-রচনা-পরিষদের অধিবেশনের প্রারম্ভকালে। পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ লইয়া বুর্জোয়ারা মজুর শ্রেণীকে সাক্ষাৎ শক্তিযুদ্ধে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে একের পর আর দমনমূলক বিধান জারি করে। বুর্জোয়াদের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া মজুর শ্রেণীর তখন উপায়ান্তর থাকে না। জুন মাসে (১৮৪৮) এই ঐতিহাসিক শ্রেণীযুদ্ধ ঘটে। নিরস্ত্রপ্রায় অবস্থায় অসীম বীরত্বের সহিত পাঁচ দিন লড়াই করিয়া সংগ্রামশীল মজুর-শক্তি বুর্জোয়াদের সামরিক শক্তির কাছে পরাহত হয়। তদানীন্তন যুদ্ধমন্ত্রী কাভেইঞাক সেদিন সহস্র সহস্র মজুর নরনারীর রক্তে বিপ্লবের *পীঠস্থান প্যারিসের রাজপথ ভাসাইয়া দেন।* জুন-হত্যাকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, পুঁজিদার শ্রেণী সম্মিলিত ভাবে মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে উলঙ্গ শ্রেণী-সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। মার্ক্‌স্ তাই বলিয়াছেন · দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি "শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের জাতীয় যুদ্ধ-যন্ত্রে"র রূপে পরিণত হয়।

* স্তালিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, অষ্টম খণ্ড, ১৯৫৪, পৃঃ ৩২৩।

(এই সম্পর্কে মার্ক্‌সের 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' পুস্তক দ্রষ্টব্য।) ১৮৪৮-৪৯ সালে ফ্রান্সে মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার যন্ত্র রূপে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে মার্ক্‌স্ 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকে বলিয়াছেন :

"১৮৩০ সালের বিপ্লবের ফলে [জুলাই-বিপ্লব নামে খ্যাত, অরলেয়াঁ-বংশের লুই ফিলিপ এই বিপ্লবের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেন] ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে শাসনক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে, শ্রমজীবীদের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বৈরীর হাত হইতে অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ বৈরীর হাতে হস্তান্তরিত হয়। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করে এবং জুন মাসের হত্যাকাণ্ডে সেই শক্তি প্রয়োগ করে; এইভাবে তাহারা একদিকে মজুর-শ্রেণীকে বুঝাইয়া দিতে চায় যে, 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্র বলিতে বুঝায় এমন এক প্রজাতন্ত্র যেখানে মজুর-শ্রেণীর সামাজিক পরাধীনতা সুনিশ্চিত; এবং অন্যদিকে তাহারা বুর্জোয়া ও ভূম্যধিকারী শ্রেণীর রাজতন্ত্রী অধিকাংশকে বুঝাইতে চায় যে, তাহারা বুর্জোয়া 'প্রজাতন্ত্রী'দের হাতে গভর্নমেণ্টের ভার নিরাপদে ছাড়িয়া দিতে পারে।·· মজুর শ্রেণীর সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় তাহারা এখন রাষ্ট্রশক্তিকে পুঁজিপতিদের জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র হিসাবে মজুর-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্দয় ও উলঙ্গ রূপে প্রয়োগ করে।"*

২৮। পৃঃ ৪৯। ১৮৭১ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে লিব্‌কনেখ্‌ট্‌-কে লেখা এক চিঠিতে মার্ক্‌স্ প্যারিসের কমিউনার্ডদের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"মনে হয়, নিজেদের ত্রুটির ফলেই প্যারিসবাসীদের পরাজয় ঘটে; তাহাদের অতিরিক্ত ভব্যতা-ই এই ত্রুটির কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পরে কমিউন দুষ্কৃতি গর্ভপাত তিয়ের-কে প্রতিকূল শক্তি সমাবেশ করিতে সুযোগ দেয়···। ···তাহারা [অর্থাৎ কমিউনার্ডরা] মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে—(প্যারিসে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয়ের পর তাহাদের উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ ভের্সাই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া)—···।"†

১২ই তারিখে মার্ক্‌স্ কুগেল্‌মান্‌কে লেখেন ‡ :

"তাহারা [কমিউনার্ডরা] যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের 'ভালো-

* 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, পৃঃ ৭৫-৭৬।

† 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৭২।

‡ ঐ, পৃঃ ২৭৩।

মানুষি'কেই সেজন্য দোষ দিতে হইবে। তাহাদের উচিত ছিল সঙ্গে-সঙ্গেই ভের্সাই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।...নিজেদের বিবেকবোধজাত দ্বিধার কারণেই তাহারা ঠিক মুহূর্তটির সুযোগ লইতে পারে নাই।...দ্বিতীয় ভুল : কেন্দ্রীয় কমিটি* তাহাদের কর্তৃত্ব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে...।"

২৯। পৃঃ ৪৯॥ পুঁজিতন্ত্রের আওতায় মজুরি-দাসত্বের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার '১৮৪৪ সালে ইংলাণ্ডে মজুর শ্রেণীর অবস্থা'-শীর্ষক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"...আইনত ও কার্যত মজুর মালিক শ্রেণীর দাস; এমন কার্যকর ভাবেই দাস যে, মালপত্রের মতোই তাহার কেনাবেচা হয়, পণ্যের মতোই তাহার দাম বাড়ে ও কমে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মজুরের দাম বাড়ে, চাহিদা কম হইলে দাম কমে। মজুরের চাহিদা যদি এতই কমিয়া যায় যে অনেক মজুরই অবিক্রীত অবস্থায় গুদামজাত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একেবারে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়; এবং বেকার হইয়া জীবন ধারণ করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই অনশনেই তাহারা মারা যায়।...প্রাচীন কালের নিরঙ্কুশ দাসত্বের সহিত এই মজুরি-দাসত্বের একমাত্র পার্থক্য এই যে—মজুরকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্বাধীন, কারণ মজুর এক বারেই পুরাপুরি বিক্রীত না হইয়া প্রতি দিনে প্রতি সপ্তাহে প্রতি বৎসরে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বিক্রয় হয়, এবং একজন মালিক আর একজনের কাছে মজুরকে বিক্রয় করে না, বরং মজুর নিজেই ঐ ভাবে নিজেকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, কোনও বিশেষ ব্যক্তির দাস রূপে নয়, সমগ্র মালিক শ্রেণীর দাস রূপেই মজুর নিজেকে এইভাবে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।...মজুরের পক্ষে স্বাধীনতার এই ভাঁওতা একদিকে তাহাকে কতকটা প্রকৃত স্বাধীনতা দিলেও, আর এক দিকে তাহার পক্ষে এই অসুবিধাও সৃষ্টি করে যে, কেহ-ই তাহার জীবিকার

* লেনিন বলিয়াছেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি' বলিতে মার্ক্‌স্ এখানে 'জাতীয় রক্ষি-বাহিনী'র সর্বোচ্চ কর্ম-পরিষদ্ অর্থাৎ "সামরিক নেতৃত্ব" বুঝাইতেছেন (দ্রষ্টব্য 'মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্‌স্‌বাদ', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১৮৩)। প্রধানত মজুরদের লইয়া-ই এই 'জাতীয় রক্ষি-বাহিনী' গঠিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের একটি দল ২২এ মার্চ তারিখে 'জাতীয় রক্ষি-বাহিনী'র সদর দফ্‌তর অতর্কিতে আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত করা হইলেও আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয় না; ফলে তাহারা ভের্সাইতে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ভের্সাই তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সদর ঘাঁটি হইয়া দাঁড়ায়।

নিশ্চয়তা দেয় না ; তাহার নিয়োগে, তাহার অস্তিত্বে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর আগ্রহ না থাকিলে, তাহার পক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক যে-কোনও মুহূর্তে প্রত্যাখ্যাত হইবার এবং অনশনে মারা যাইবার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, বুর্জোয়া শ্রেণী প্রাচীন দাস-প্রথার তুলনায় বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক বেশি আরামে থাকে ; লগ্নীকৃত মূলধন না খোয়াইয়াও সে খুশি-মতো তাহার কর্মচারীদের বরখাস্ত করিতে পারে, এবং দাস-শ্রমে যতটা সম্ভব ছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশি সস্তায় তাহার কাজ হাসিল করাইয়া লয়,...।"*

চতুর্থ অধ্যায়

৩০। পৃঃ ৭০ ॥ 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র প্রথম কংগ্রেসে (২রা মার্চ, ১৯১৯) লেনিন তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বুর্জোয়া-শ্রেণীর একাধিপত্য ও মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের মধ্যে মূলগত পার্থক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থে মেহনতী জনগণের প্রতিরোধ সবলে দমন করা-ই হইতেছে বুর্জোয়া শোষক-শ্রেণীর একাধিপত্যের উদ্দেশ্য। জনসাধারণের অধিকাংশের স্বার্থে ও কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক-শ্রেণীর প্রতিরোধ দমন করা-ই হইতেছে মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের উদ্দেশ্য। সমগ্র মেহনতী জনগণের স্বার্থেই মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য আবশ্যক ; কারণ, একমাত্র এই একাধিপত্যের মধ্য দিয়াই মানবজাতি কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের কাজে অগ্রসর হইতে পারে।†

'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য' বলিতে উর্ধ্বতন স্তরে অধিষ্ঠিত একদল শাসকের কর্তৃত্ব বুঝায় না। এই প্রসঙ্গে স্তালিনের 'অক্টোবরের পথে'-শীর্ষক বইয়ের ভূমিকায় উদ্ধৃত লেনিনের দুইটি উক্তি-সম্পুট নীচে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।‡ লেনিন বলিয়াছেন :

---

* দ্রষ্টব্য 'ব্রিটেন সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স্ ও ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৩, পৃঃ ১১৩-১৪।

† দ্রষ্টব্য 'লেনিন' (জীবনী), ইংরেজি সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লিমিটেড, কলিকাতা, পৃঃ ২১৭।

‡ দ্রষ্টব্য 'লেনিনবাদের সমস্যা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৩, পৃঃ ৮৯-৯০।

"মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য বলিতে বুঝায়—শ্রমজীবীদের অগ্রগামী বাহিনী মজুর-শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের অসংখ্য অ-মজুর স্তর (মধ্যশ্রেণী, ছোটো-ছোটো মালিক, কৃষককুল, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি) বা ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের শ্রেণীগত মৈত্রী ; এই মৈত্রী হইতেছে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মৈত্রী ; পুঁজিতন্ত্রকে সম্পূর্ণ-ভাবে উচ্ছেদ করা, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ ও নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ-ভাবে দমন করা, এবং সমাজতন্ত্রের চরম প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সাধন করা-ই হইতেছে এই মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্য।"

"'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য'—লাতীন ভাষার এই বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক-দার্শনিক শব্দটিকে আরও সহজ ভাষায় তরজমা করিলে তাহার অর্থ দাঁড়ায় ঠিক এইরূপ : পুঁজির জোয়াল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার সংগ্রামে, এই ছুঁড়িয়া ফেলার প্রক্রিয়ায়, জয়লব্ধ সাফল্যকে রক্ষা ও দৃঢ় করিয়া তোলার সংগ্রামে, নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে, সম্পূর্ণ শ্রেণী-বিলোপের সমগ্র সংগ্রামে—একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী-ই কেবল সমস্ত মেহনতী ও শোষিত সাধারণকে এই সংগ্রামে পরিচালন করিতে সমর্থ, সে-শ্রেণী হইতেছে শহরের মজুর-শ্রেণী, সাধারণ-ভাবে শিল্পমজুর-শ্রেণী।"

৩১। পৃঃ ৭৬ ॥ বেবেলকে লেখা (১৮ই মার্চ, ১৮৭৫) এঙ্গেল্‌সের চিঠির উদ্ধৃত অংশ সম্পর্কে লেনিন তাঁহার 'নোট-বইতে' মন্তব্য করিয়াছেন :

"মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনাবলীর মধ্যে এই অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও নিঃসন্দেহে জোরালো মন্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে।

"(১) 'রাষ্ট্র সম্পর্কে সব বকুনি ঝাড়িয়া ফেলা উচিত।'

"(২) 'রাষ্ট্র বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, কমিউনকে সেই অর্থে আর রাষ্ট্র বলা চলিত না।' (কিন্তু কমিউন কী তাহা হইলে? স্পষ্টত-ই রাষ্ট্র হইতে অ-রাষ্ট্রে সংক্রমণকালীন রূপ!)

"(৩) 'নৈরাজ্যবাদীরা বহু দিন যাবৎ 'জনরাষ্ট্র' কথাটি আমাদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়াছে।' (স্পষ্ট-ই বুঝা যায়, মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ তাঁহাদের জর্মান বন্ধুদের এই সুস্পষ্ট ত্রুটির জন্য লজ্জিত ছিলেন ; কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের ত্রুটির তুলনায় এই ত্রুটি তাঁহারা কম গুরুতর মনে করিতেন ; এবং তখনকার চলতি অবস্থায় এইরূপ মনে করা তাঁহাদের পক্ষে সংগত-ই ছিল। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য!!)

"(৪) 'সোশালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ··' রাষ্ট্র 'আপনা হইতে মিলাইয়া যাইবে'···(বিশেষ দ্রষ্টব্য) 'এবং লোপ পাইবে'···।

"(৫) রাষ্ট্র 'সংক্রমণকালীন একটি প্রতিষ্ঠান', 'বিপ্লবে সংগ্রামে ··' এই প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হয়···(অবশ্যই **মজুর শ্রেণীর** আবশ্যক হয়)··· ।

"(৬) রাষ্ট্রের প্রয়োজন **স্বাধীনতার জন্য** নয়, **মজুর-শ্রেণীর বৈরীদের** দাবাইয়া রাখিবার জন্য···। (৭) স্বাধীনতা যখন আয়ত্ত হইবে, তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। ('স্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্র' কথা দুইটি সাধারণত অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং প্রায়-ই একটির বদলে আর একটি প্রয়োগ করা হয়। কাউট্‌স্কি, প্লেখানভ প্রভৃতির নেতৃত্বে মার্ক্‌সবাদের অপব্যাখ্যাতারা প্রায়শ এই কথা দুইটি ঠিক এইভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বস্তুত, স্বাধীনতা গণতন্ত্রের বহির্ভূত। বিকাশের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া হইতেছে এই : স্বৈরতন্ত্র হইতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র; বুর্জোয়া গণতন্ত্র হইতে মজুর-গণতন্ত্র; মজুর-গণতন্ত্র হইতে কোনও গণতন্ত্র-ই আর নয়।) (৮) 'আমরা' (অর্থাৎ মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্) (কর্মসূচীতে) 'রাষ্ট্র' কথাটির বদলে **'সর্বত্র কমিউন'** কথাটি ব্যবহারের প্রস্তাব করি ! ! ! বিশেষ দ্রষ্টব্য ! ! ! ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, শুধু সুবিধাবাদীরা-ই নয়, কাউট্‌স্কিও পর্যন্ত কিভাবে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের উক্তির অপব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"সুবিধাবাদীরা এই আটটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ধারণার একটিও উপলব্ধি করিতে পারে **নাই** ! ! মজুরশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ও 'সুবিধা আদায় করিবার' জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও **সমসাময়িক** রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার—তাহারা বর্তমান সময়ের এই ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা-ই **মাত্র** উপলব্ধি করিয়াছে। (নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে) ইহা ঠিক-ই ; কিন্তু গাণিতিক পরিভাষায় বলিলে বলিতে হয় যে, ইহা মার্ক্‌সবাদের শতাংশের একাংশও নয়।

"উল্লিখিত ১নং, ২নং, ৫নং, ৬নং, ৭নং ও ৮নং বিষয়গুলি এবং [আমলা-তান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংস করা'র আবশ্যকতা সম্পর্কে] মার্ক্‌সের উক্তি কাউট্‌স্কি তাঁহার প্রচারমূলক রচনায় একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন (অথবা ভুলিয়া গিয়াছেন কিংবা আদৌ বুঝেনই নাই)। (কাউট্‌স্কি এই প্রশ্ন সম্পর্কে ইতিপূর্বেই সুবিধাবাদের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন)।

"(ক) **বর্তমানে**, এবং (খ) **মজুর-বিপ্লবের** সময়ে ('মজুর-শ্রেণীর

একাধিপত্য') রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরা ব্যবহার করিতে চাই—এইখানে নৈরাজ্য-বাদীদের সহিত আমাদের পার্থক্য ; ঠিক বর্তমান সময়ে এই বিষয়টির ব্যাবহারিক গুরুত্ব সর্বাধিক !···(গ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি 'অস্থায়ী', (ঘ) বর্তমানে এই সম্পর্কে 'বকুনি' ক্ষতিকর, (ঙ) মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পুরাপুরি বর্তমান নাই, (চ) রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার মধ্যে অসংগতি আছে, (ছ) রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'কমিউনে'র ধারণা·· অধিকতর নির্ভুল, (জ) আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্র 'ধ্বংস' করিতে হইবে : আমাদের এই-সব মন্তব্যের মধ্যে অধিকতর গভীর ও 'শাশ্বত সত্য' নিহিত আছে—নৈরাজ্য-বাদীদের সহিত আমাদের পার্থক্য এইখানে। অবশ্য ইহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, (বের্নষ্টাইন, কোল্‌ব্‌ প্রভৃতি) জর্মানির সুবিদিত সুবিধাবাদীরা প্রত্যক্ষ ভাবেই মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য অস্বীকার করিয়াছেন ; সরকারি (এরফুর্ট) কর্মসূচীতে ইহা পরোক্ষে অস্বীকার করা হইয়াছে, এবং দৈনন্দিন আন্দোলনে এই বিষয়ে চুপ থাকিয়া এবং কোল্‌ব্‌ প্রভৃতির দলত্যাগ-রূপ ভ্রষ্টতা সহ্য করিয়া কাউট্‌স্কিও পরোক্ষে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।"*

৩২। পৃঃ ৭৯। ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে হেগে অনুষ্ঠিত 'জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র কংগ্রেসে লিব্‌কনেখ্‌টের প্রস্তাব অনুযায়ী এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৮৭৫ সালে গোথা-কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী বর্তমান সময়ে অচল বিবেচিত হওয়াতে পার্টির এক নূতন কর্মসূচী রচনা করা প্রয়োজন। কাউট্‌স্কি এই কর্মসূচীর এক খসড়া তৈয়ার করেন এবং এঙ্গেল্‌স্‌ ও মজুর-আন্দোলনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের নিকট এই খসড়া পাঠাইয়া দেন। এঙ্গেল্‌স্‌ এই খসড়ার সমালোচনা করিয়া কাউট্‌স্কিকে এক চিঠি লেখেন। এঙ্গেল্‌সের সমালোচনা ও দাবি সত্ত্বেও, মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের প্রশ্নে খসড়াতে কিছু-ই বলা হয় না, এমন কি উত্তরণ-পর্বের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেরও দাবি করা হয় না। ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে এরফুর্টে অনুষ্ঠিত 'জর্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র কংগ্রেসে এই খসড়া গৃহীত হয়। এঙ্গেল্‌সের সমালোচনা '১৮৯১ সালের সোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচীর খসড়ার সমালোচনা' নামে দশ বছর পরে 'নয়্‌এ ৎসাইট্‌' ('নবযুগ') পত্রিকার ২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৯০১-১৯০২) প্রকাশিত হয়। অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, 'এরফুর্ট'-কর্মসূচী

গোথা-কর্মসূচীর তুলনায় অনেকটা প্রগতিশীল ছিল, এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র যুগে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির আদর্শ কর্মসূচী হিসাবে কাজ করে।

৩৩। পৃঃ ৮৪ ॥ জর্মানিতে '১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালে উপর হইতে বিপ্লব' বলিতে এঙ্গেল্‌স্ প্রুশিয়ার সামন্ত-সামরিক শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা 'উপর হইতে' অর্থাৎ সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীল উপায়ে জর্মানির বিভিন্ন খণ্ড-খণ্ড রাজ্যের ঐক্যবিধান বুঝাইতেছেন। ১৮৬৬ সালে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধের ফলে জর্মান রাজ্যগুলির এক কন্‌ফেডারেশন (উত্তর-জর্মান কন্‌ফেডারেশন) গড়িয়া উঠে ; ১৮৭০ সালে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের ফলে বিজয়ী প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জর্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এঙ্গেল্‌স্ এখানে জর্মান সোশালিস্টদের মধ্যে যে-ভাঙনের উল্লেখ করিয়াছেন, জর্মানির ঐক্যবিধানের প্রশ্নের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। লাসালেপন্থীরা বিস্‌মার্কের নীতি অর্থাৎ 'উপর হইতে বিপ্লব' (প্রুশীয় সামন্ত শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীল উপায়ে জর্মানির ঐক্যবিধান) সমর্থন করে, এবং মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক প্রভাবান্বিত বেবেল, লিব্‌কনেখ্‌ট্ প্রভৃতি আইসেনাখীরা (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) 'নিচে হইতে বিপ্লবে'র পক্ষপাতী ছিলেন (অর্থাৎ শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দ্বারা জর্মানিতে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা)। জর্মানি যদিও বিস্‌মার্কের পদ্ধতিতেই ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ইতিহাসে বেবেল ও লিব্‌কনেখ্‌টের নীতির যাথার্থ্যই প্রমাণিত হইয়াছে।

৩৪। পৃঃ ৮৯ ॥ প্রথম ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরে ফ্রান্সের যে-নূতন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তাহাতে পুরানো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের জায়গায় নির্বাচনী নীতির ভিত্তিতে ব্যাপক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়, অবশ্য সম্পত্তির মালিক যাহারা নয় তাহাদের ভোটের অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়। সারা দেশটাকে বিভিন্ন বিভাগ ও কমিউনে (শহর ও গ্রাম্য মিউনিসিপালিটি) ভাগ করিয়া ফেলা হয়। প্রত্যেক শহর ও গ্রাম্য কমিউনের নিজস্ব নির্বাচিত মিউনিসিপালিটি ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শাসন-এলাকায় শাসন-প্রতিষ্ঠানও নির্বাচিত হইত। এই-সব স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করিত ; বিশেষত, পুলিস ছিল তাহাদের অধীন, এবং দরকার হইলে খাস ফৌজ নিয়োগ করার অধিকারও তাহাদের ছিল। এই-সব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট তাহার কোনও প্রতিনিধি নিয়োগ করিত না। একটি 'জনপ্রতিনিধি-পরিষদে'র হাতে আইন প্রণয়নের অধিকার ন্যস্ত ছিল। ১৭৯৯

সালে নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত আকস্মিক অভিযানে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে পর্যন্ত এই বিধি-ই চলিয়া আসিতেছিল। নাপোলেয়ঁ প্রথম কন্‌সাল হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং করায়ত্ত করেন। তিনি যে-সংবিধান প্রণয়ন করেন তাহাতে বাহ্যত প্রজাতন্ত্রের রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্যত প্রথম কন্‌সালের (অর্থাৎ স্বয়ং নাপোলেয়ঁর) হাতেই একনায়কত্বের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। নির্বাচিত স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের জায়গায় প্রথম কন্‌সালের অধীনে এক-এক জন গভর্নর নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় সমস্ত শাসন-কর্তা ও বিচারক এবং মন্ত্রী ও সৈন্য-ও-নৌ-বাহিনীর প্রধান কর্মচারীদেরও নিয়োগ করেন প্রথম কন্‌সাল। ১৮০২ সালে নাপোলেয়ঁকে যখন আজীবন কন্‌সাল হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তখন তাঁহার একনায়কত্বের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রজাতন্ত্রের যুগে বিকেন্দ্রিকতার যে-নীতি চালু ছিল, নাপোলেয়ঁর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার পর সেই নীতি বরবাদ হইয়া তাহার জায়গায় কঠোর আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রবর্তিত হয়, এবং গোটা শাসনযন্ত্রকে একনায়ক প্রথম কন্‌সালের অধীন করা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর তখন ভয় ছিল যে, জনগণ আবার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, আর তাই তাহারা এমন এক জোরদার গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কামনা করিত যে-গভর্নমেণ্ট বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থায়ী করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং নাপোলেয় কর্তৃক প্রবর্তিত আমলা-তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেরই অনুকূল ছিল। সাধারণ শাসন-প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার নীতি বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট তখন বিপজ্জনক মনে হয়; কারণ, ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধীদের শক্তি জোরদার হইতে পারে। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার এই নীতি নাপোলেয়ঁর পতনের পরেও ফ্রান্সে উনবিংশ শতক ব্যাপিয়া বজায় থাকে, এবং 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া গত যুদ্ধের সময় পর্যন্ত চালু ছিল। নামে 'সম্রাট্' না থাকিলেও, এবং বাহ্যত 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রের রূপ থাকিলেও, আসলে নাপোলেয়ঁ-প্রবর্তিত আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির-ই প্রয়োগ হইয়া আসিতেছিল। কাজেই এঙ্গেল্‌স্ বলিতেছেন যে, উনবিংশ শতকে ফরাসী প্রজাতন্ত্র আসলে নাপোলেয়ঁর প্রথম সাম্রাজ্য-ই, বাহ্যত তফাৎ শুধু ইহা-ই যে এই সাম্রাজ্যের শীর্ষদেশে কোনও সম্রাট্ ছিল না। এঙ্গেল্‌স্ ঐকিক প্রজাতন্ত্র অর্থে তাই এই ধরনের প্রজাতন্ত্র বুঝান নাই। ১৭৯২-৯৮ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ নাপোলেয়ঁর অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত) ফ্রান্সে যেরূপ ঐকিক প্রজাতন্ত্র

* দ্রষ্টব্য 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ৩০০-৩০২।

(প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র) এবং যে-রকম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল, সেইরূপ প্রজাতন্ত্রই এঙ্গেল্‌স্ জর্মানির পক্ষে তাঁহার সময়ে কাম্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন

৩৫। পৃঃ ৮৬॥ লেনিন এখানে 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকার ৬৮শ সংখ্যায় (২৮এ মে, ১৯১৭) প্রকাশিত "নীতিগত একটি প্রশ্ন : গণতন্ত্রের 'বিস্মৃত কথা'" -শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছেন (দ্রষ্টব্য লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, ২০শ পর্ব, ২য় খণ্ড, ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৫১-৫৩)। কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন লইয়া ক্রন্‌স্‌দাৎ সোভিয়েত ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে বিরোধে মেন্‌শেভিক ৎসেরেতেলি ও স্কোবেলেভ প্রমুখ 'সোশালিস্ট' নেতারা গণতন্ত্রের নীতি যেভাবে লঙ্ঘন করেন, লেনিন এই প্রবন্ধে তাহা খোলাখুলি প্রকাশ করিয়া দেন। অস্থায়ী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিসারকে ক্রন্‌স্‌দাৎ সোভিয়েত স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হয়। অস্থায়ী সরকার এই সমস্যা নিষ্পত্তি করিবার জন্য ৎসেরেতেলি ও স্কোবেলেভকে ক্রন্‌স্‌দাতে প্রেরণ করে। তাঁহারা ক্রন্‌স্‌দাৎ সোভিয়েতের উপর এই মর্মে এক 'আপসসূচক' প্রস্তাব চাপাইয়া দেন যে, ক্রন্‌স্‌দাৎ সোভিয়েত ভবিষ্যতে যাঁহাকে কমিসার হিসাবে নির্বাচন করিবে, অস্থায়ী সরকার কর্তৃক তাঁহার নির্বাচন অনুমোদিত হওয়া চাই। মজুর, নাবিক ও সৈনিকদের স্বার্থের প্রতিকূলে 'সোশালিস্ট' মন্ত্রিবৃন্দ গণতন্ত্রের নীতি বহু বার-ই লঙ্ঘন করেন; ক্রন্‌স্‌দাতের ব্যাপার তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

৩৬। পৃঃ ৮৯॥ ধর্মের প্রতি সোশালিস্টদের মনোভাব কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে লেনিন 'সমাজতন্ত্র ও ধর্ম'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> "ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করা উচিত—এই কথা বলিয়া ধর্মের প্রতি সোশালিস্টদের মনোভাব সাধারণত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যাহাতে ভুল বুঝিবার কোনও অবকাশ না থাকে সেই-জন্য এই কথার অর্থ যথাযথ রূপে নির্দেশ করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা চাই যে রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে গণ্য করা উচিত, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আমরা আমাদের পার্টির সহিত সম্পর্কে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।.....
>
> "সোশালিস্ট মজুর-শ্রেণীর পার্টির সহিত সম্পর্কে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"*

* দ্রষ্টব্য লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ১১শ খণ্ড, লয়েল অ্যাণ্ড উইশার্ট লিমিটেড, লণ্ডন, মস্কোতে মুদ্রিত, ১৯৩৯, পৃঃ ৬৫৯, ৬৬০।

ঐ এক-ই প্রসঙ্গে লেনিন অন্য একটি প্রবন্ধে ('ধর্মের প্রতি মজুর-শ্রেণীর পার্টির মনোভাব') বলিয়াছেন :

"সোশাল-ডেমোক্রাটরা [এখানে বুঝিতে হইবে 'কমিউনিস্টরা'] **রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে** ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া গণ্য করে ; কিন্তু নিজেদের সহিত সম্পর্কে, মার্ক্সবাদ ও মজুর-শ্রেণীর পার্টির সহিত সম্পর্কে, তাহারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া গণ্য করে না।"*

৩৭। পৃঃ ৯৬ ॥ ১৯১৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতে ইওরোপের 'সোশাল-ডেমোক্রাট'দের বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া লেনিন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে নির্বাসন হইতে রুশিয়ায় ফিরিয়া প্রস্তাব করেন যে : 'সোশাল-ডেমোক্রাট' রূপ 'নোংরা কামিজ' বর্জন করা হউক, পার্টি যেন আর নিজেকে এই কলঙ্কিত নামে অভিহিত না করে।

" 'সোশাল-ডেমোক্রাট'দের সরকারি নেতারা দুনিয়ার **সর্বত্র** বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে ভিড়িয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি বেইমানি করিয়াছেন ('দেশ-রক্ষাপন্থীরা', দোলাচল 'কাউট্স্কিপন্থীরা') ; আমরা নিজেদের 'সোশাল-ডেমোক্রাট' না বলিয়া তাহার পরিবর্তে বলিব **কমিউনিস্ট পার্টি**।"†

"আমরা নিজেদের অবশ্যই **কমিউনিস্ট পার্টি** নামে অভিহিত করিব—মার্ক্স ও এঙ্গেল্স যেমন নিজেদের বলিতেন।

"আমরা পুনরায় বলিব যে, আমরা হইতেছি মার্ক্সবাদী এবং আমাদের ভিত্তি হিসাবে আমরা 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'কেই অবলম্বন করিব। দুইটি মুখ্য বিষয়ে সোশাল-ডেমোক্রাটরা 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর মর্ম বিকৃত করিয়াছে এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে : (১) মজুরদের কোনও স্বদেশ নাই ; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'পিতৃভূমিকে রক্ষা' করিবার বুলি আওড়ানোর অর্থ সমাজতন্ত্রের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা ; (২) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্ক্সের রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিকৃত করিয়াছে।

"অনেক বারই, বিশেষ-ভাবে, ১৮৭৫ সালে 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা'তে, মার্ক্স বলিয়াছেন যে, 'সোশাল-ডেমোক্রাসি' নামটি **বৈজ্ঞানিক দিক**

* ঐ, পৃঃ ৬৬৫।

† দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, "বর্তমান বিপ্লবে মজুর-শ্রেণীর কর্তব্য", পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

হইতে ভুল ; এবং এঙ্গেলস্ ১৮৯৪ সালে আরও সহজবোধ্য রূপে এই কথা-ই জোরের সহিত আবার ঘোষণা করিয়াছেন।...

"...আমাদের পার্টির নামের দ্বিতীয় অংশও (সোশাল-ডেমোক্রাট) বৈজ্ঞানিক দিক হইতে ভুল। গণতন্ত্র হইতেছে **রাষ্ট্রেরই** অন্যতম এক রূপ, অথচ আমরা মার্ক্সবাদীরা হইতেছি **সর্বপ্রকারের এবং প্রত্যেক প্রকারের** রাষ্ট্রেরই বিরোধী।"*

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে লেনিনের এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং পার্টির নূতন নামকরণ হয় 'রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বল্‌শেভিক)'। ১৯২২ সালে 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘ' (সোভিয়েত ইউনিয়ন) গঠিত হইবার তিন বছর পরে, ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে পার্টির নূতন নামকরণ হয় 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বল্‌শেভিক)'।

পঞ্চম অধ্যায়

৩৮। পৃঃ ১০১॥ 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত বর্তমান অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেনিন তাঁহার 'রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদ' নোট-বইতে মন্তব্য করিয়াছেন :

"...মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য হইতেছে 'রাজনৈতিক সংক্রমণের এক পর্যায়'। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, **এই পর্যায়ের রাষ্ট্রও** হইতেছে সংক্রমণকালীন একটি রূপ, রাষ্ট্র হইতে অ-রাষ্ট্রে সংক্রমণের রূপ, অর্থাৎ, এই পর্যায়ের রাষ্ট্রকে প্রকৃত অর্থে 'আর রাষ্ট্র বলা চলে না...'। সুতরাং, এই বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতামতের মধ্যে কোনও অসংগতি নাই।

"কিন্তু আরও পরে মার্ক্স 'কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন !! অতএব, এমন কি **কমিউনিস্ট** সমাজেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমান থাকিবে !! এই কথার মধ্যে কি অসংগতি নাই ?

"না, নাই। (১) পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে যে-রাষ্ট্র, তাহা প্রকৃত অর্থেই

* "আমাদের বিপ্লবে মজুর-শ্রেণীর কর্তব্য", দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ৬৬-৪৭।

রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে আবশ্যক। (২) সংক্রমণের পর্যায়ে রাষ্ট্র (মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য) হইতেছে সংক্রমণশীল ধরনের রাষ্ট্র (প্রকৃত অর্থে তাহা রাষ্ট্র নয়)। এই রাষ্ট্র মজুর-শ্রেণীর পক্ষে আবশ্যক। (৩) **কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অন্তর্ধান ঘটে।** রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকে না, রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া যায়।

"বক্তব্য পরিষ্কার, বিন্দুমাত্র অসংগতি কোথাও নাই !! অন্য কথায় বলা যাইতে পারে :

"প্রথম পর্যায়ে—শুধু ধনিক ও মজুর শ্রেণীর ক্ষুদ্র এক স্তরের জন্যই গণতন্ত্র। গরিব লোকের জন্য এই গণতন্ত্র নয়! এই গণতন্ত্র শুধু ব্যতিক্রম হিসাবেই গণতন্ত্র, আদৌ পূর্ণ গণতন্ত্র নয়···। দ্বিতীয় পর্যায়ে—গরিব লোকদের জন্য জনসাধারণের দশ ভাগের নয় ভাগের জন্যই গণতন্ত্র ; বলপ্রয়োগে ধনিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা হয়। গণতন্ত্র এখানে প্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ; বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে হয়, শুধু এই ব্যাপারেই ইহার সীমাবদ্ধতা। তৃতীয় পর্যায়ে—গণতন্ত্রের পূর্ণতা লাভ ; গণতন্ত্র এখন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে, আর, সেই কারণে লোপ পাইতে থাকে···পূর্ণ গণতন্ত্রের অর্থ কোনও গণতন্ত্রই নয়। ইহা কূট নয়, সত্য !"

৩৯। পৃঃ ১০২ ॥ এই প্রসঙ্গে লেনিন এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতি-মণ্ডলীর নিকট লিখিত পত্রে (১৯১৮) বলিয়াছেন :

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত হইতেছে—মজুর-শ্রেণীকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে তাহাকে অবশ্যই কর্তৃত্ব করিতে হইবে। শ্রেণীবিভাগ যদি সম্পূর্ণ রূপে লোপ করিতে হয়, শোষকদের প্রতিরোধ যদি দমন করিতে হয়, এবং পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা নিষ্পেষিত নিপীড়িত ও বিচ্ছিন্ন শ্রমজীবী ও শোষিতদের গোটা সমষ্টিকে যদি শহরের মজুরদের চারিপাশে ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিতে হয়,—তাহা হইলে পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিতদের অগ্রগামী বাহিনীর অর্থাৎ **মজুর-শ্রেণীর শাসন একান্ত আবশ্যক।"***

লেনিন 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন :

* দ্রষ্টব্য লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, ২৩শ পর্ব, লণ্ডন, পৃঃ ২২৪ ।

"মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য, মজুর-শ্রেণীর রাষ্ট্র হইতেছে **মজুর-শ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়া-শ্রেণীর দমনের** একটি যন্ত্র, ইহা 'শাসনের একটি রূপ' নয়, ইহা হইতেছে **ভিন্ন ধরনের এক রাষ্ট্র**। এই দমনকার্য আবশ্যক, কারণ বুর্জোয়া-শ্রেণী তাহার অধিকারচ্যুতির বিরুদ্ধে সর্বদাই ভীষণ ভাবে প্রতিরোধ করিবে।"*

৪০। পৃঃ ১০৩॥ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধিতায় অগ্রসর কাউট্স্কির 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে'র ধুয়া খণ্ডন প্রসঙ্গে লেনিন 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি'-নামক গ্রন্থে (এই নামের প্রবন্ধে নয়) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামি সম্পর্কে বলিয়াছেন :

"মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সহিত তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদিও এক বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতির পরিচায়ক, তবুও পুঁজিতন্ত্রের অধীনে সে-গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ খণ্ডিত মিথ্যা ও কপট ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; ধনীদের কাছে স্বর্গ এবং শোষিত দরিদ্রদের কাছে প্রতারণার এক ফাঁদ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। এই সহজ সত্য কথাটি মার্ক্সের শিক্ষার একটি সার অংশ, 'মার্ক্সবাদী' কাউট্স্কি ঠিক এই সত্যটি-ই বুঝিতে পারেন নাই।...

"বর্তমান রাষ্ট্রগুলির মূল আইন-কানুন ও তাহাদের শাসনব্যবস্থা, সভাসমিতির অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অথবা, 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক-ই সমান' এই কথা—এই-সব যদি ধরেন তাহা হইলে প্রতি পদে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভণ্ডামির প্রমাণ দেখিতে পাইবেন; প্রত্যেক সৎ ও শ্রেণী-সচেতন মজুর এই ভণ্ডামির সহিত পরিচিত। যত গণতান্ত্রিক-ই হউক না কেন, এমন কোনও রাষ্ট্র নাই যে-রাষ্ট্রের সংবিধানে এমন সব ফাঁক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নাই যাহাতে 'আইন ও শৃঙ্খলার লঙ্ঘন' হইলে মজুরদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ ও সামরিক আইন ইত্যাদি জারি করিবার সুযোগ বুর্জোয়া শ্রেণীকে দেওয়া হয় নাই—'আইন ও শৃঙ্খলার লঙ্ঘন মানে শোষিত শ্রেণী যদি তাহার দাসত্বের অবস্থা 'লঙ্ঘন' করে এবং অ-দাসসুলভ ব্যবহার করিতে প্রয়াস পায়। কাউট্স্কি নির্লজ্জের মতো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপর জোলুস চড়াইয়াছেন, এবং আমেরিকা বা সুইৎসারলাণ্ডের সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রী ও

* দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ২৩৩। এইটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ, 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত নয়।

সাধারণতন্ত্রী বুর্জোয়ারা ধর্মঘটী মজুরদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, সে-কথা উল্লেখ না করিয়া পরিহার করিয়া গিয়াছেন।"*

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কো শহরে 'তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইবার পর, লেনিন একটি প্রবন্ধে (১৯১৯ সালের ১লা মে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও ইতিহাসে ইহার স্থান"-শীর্ষক-প্রবন্ধে) লেখেন :

"সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত পুঁজিপতিদের হাতে শ্রমজীবীদের দমন করিবার-ই এক যন্ত্র মাত্র, পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরই এক উপকরণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর একাধিপত্যেরই হাতিয়ার মাত্র; অন্য রকম কিছু কখনও হয় নাই, হইতে পারিতও না গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ঘোষণা করা হয়; কিন্তু জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব বজায় থাকা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র তাহার ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিকে কখনও কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না।

"বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'স্বাধীনতা' হইতেছে বস্তুত **ধনীদের-ই** স্বাধীনতা। পুঁজির আধিপত্য উচ্ছেদ করিবার জন্য, বুর্জোয়া গণতন্ত্র পর্যুদস্ত করিবার জন্য মজুর ও শ্রমরত কৃষকেরা এই গণতন্ত্রকে কাজে লাগাইতে পারিত, এবং কাজে লাগানো উচিতও ছিল; কিন্তু, **কার্যত** সাধারণত ইহা-ই দেখা গিয়াছে যে, মেহনতী জনসাধারণ পুঁজিতন্ত্রের অধীনে গণতন্ত্রকে কাজে লাগাইতে পারে নাই।"†

৪১। পৃঃ ১০৩॥ একমাত্র শোষণহীন সমাজেই যথার্থ পূর্ণ গণতন্ত্র বাস্তবে আয়ত্ত হইতে পারে। মার্ক্‌সবাদীদের বিচারে, এই গণতন্ত্র হইতেছে মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলিয়াছেন ('মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি' গ্রন্থে) :

"যে-কোনও বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপেক্ষা মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্র লাখো লাখো

* দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৭০, ৩৭১।

† দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৪৭৬।

গুণ বেশি গণতান্ত্রিক; সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র অপেক্ষাও সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট লাখো লাখো গুণ বেশি গণতান্ত্রিক।"

"পৃথিবীতে, এমন কি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যেও, এমন একটি দেশও কি আছে যেখানে **সাধারণ মজুর, গ্রামের সাধারণ মেহনতী মানুষ,** কিংবা সাধারণ-ভাবে গ্রামের আধা-মজুর (অর্থাৎ নির্যাতিত জনগণের, জনসাধারণের বিপুলসংখ্যকের প্রতিনিধি), সোভিয়েত রুশিয়াতে যে-সব স্বাধীনতা আছে, তেমন কিছু ভোগ করে?—যেমন, সবচেয়ে ভালো বাড়িতে সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের **স্বাধীনতা,** নিজের মনোভাব প্রকাশার্থে ও নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে সব-চেয়ে বড়ো ছাপাখানা ও প্রচুর কাগজ ব্যবহারের **স্বাধীনতা,** শাসনকার্য নির্বাহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে স্বশ্রেণীর নরনারীকে উন্নীত করার **স্বাধীনতা?**"

"বুর্জোয়া দেশগুলিতে, এমন কি সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও, শোষিত শ্রেণীর কোটি কোটি লোক তাহাদের প্রতিদিনের জীবন্ত অভিজ্ঞতা হইতে এই সহজ স্পষ্ট ও অবিসংবাদিত সত্য বুঝিতে পারে, অনুভব করে ও উপলব্ধি করে যে তাহারা শাসিত হইতেছে (এবং তাহাদের রাষ্ট্র 'পরিচালিত' হইতেছে) বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রীদের দ্বারা, পার্লামেণ্টের বুর্জোয়া সদস্যদের দ্বারা, বুর্জোয়া বিচারকদের দ্বারা।

"কিন্তু রুশিয়াতে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র সম্পূর্ণ-রূপে চূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়াছে; পুরাতন বিচারকদের সকলকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে—এবং মজুর ও কিসানদের **অনেক বেশি** প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে; আমলাদের জায়গায় **তাহাদের** [মজুর ও কিসানদের] সোভিয়েত কায়েম হইয়াছে, অথবা, **তাহাদের** সোভিয়েত আমলাতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিচারকদের নির্বাচন করে। সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর একাধিপত্যের বর্তমান রূপ যে সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র অপেক্ষাও লাখো গুণ বেশি গণতান্ত্রিক, তাহা স্বীকার করিতে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষে এই একটি মাত্র ঘটনা-ই যথেষ্ট।"*

৪২। পৃঃ ১০৭॥ 'শ্রমের সম্পূর্ণ ফল' বলিতে ঠিক কী বুঝাইতে পারে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া এঙ্গেলস্ বলিতেছেন :

(শ্রমের সম্পূর্ণ ফল) "কথাটিকে টানিয়া যদি এইরূপ অর্থ করা না হয় যে

* ঐ, ঃ ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫।

প্রত্যেকটি শ্রমিক 'তাহার শ্রমের সম্পূর্ণ ফলে'র অধিকারী হইতে পারে, বরং যদি অর্থ করা হয় এই যে একান্ত-ভাবে শ্রমিকদের লইয়া গঠিত সমগ্র সমাজ-ই তাহার শ্রমের সম্পূর্ণ ফলের অধিকারী হইতে পারে, এবং এই ফলের কিছুটা সমাজ বণ্টন করে তাহার সভ্যদের ভোগের জন্য আর কিছুটা ব্যবহার করে উৎপাদনের উপায় বাড়াইবার জন্য ও নষ্ট উপকরণ বদলাইয়া নূতন উপকরণ সরবরাহের জন্য, আর বাকিটা জমা করিয়া রাখে উৎপাদন ও ভোগের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে—'শ্রমের সম্পূর্ণ ফল 'বলিতে যদি ইহা-ই বুঝানো হয় তবেই কেবল কথাটির একটা অর্থ হয়।"*

৪৩। পৃঃ ১০৯॥ সমাজতন্ত্র সব কিছু পিটাইয়া সমান করিয়া দিবে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত জীবন সমান ও এক করিয়া দিবে—এই ভুল ধারণা অনেকের মনে আছে। এইরূপ ধারণার সহিত মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের কোনও সম্পর্ক নাই। স্তালিন বলিয়াছেন :

"সমতা বলিতে মার্ক্‌স্ ইহা বুঝান নাই যে ব্যষ্টির স্বতন্ত্র প্রয়োজন ও জীবন সমান করিয়া দেওয়া হইবে; সমতা বলিতে মার্ক্‌স্ ইহা-ই বুঝাইয়াছেন যে সমাজে শ্রেণীবিভাগ লোপ পাইবে, অর্থাৎ—(১) পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ ও অধিকারচ্যুত করিবার পর সমস্ত মেহনতী জনসাধারণ সমান মুক্তি লাভ করিবে; (২) উৎপাদনের সমস্ত উপায় সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হইবার পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সব-ই সমান ভাবে লোপ পাইবে; (৩) নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবার কর্তব্য হইবে সকলেরই সমান এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারও থাকিবে সমস্ত মেহনতী জনসাধারণের সমান (**সোশালিস্ট** সমাজ); (৪) সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা সকলেরই সমান কর্তব্য, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারও সমস্ত মেহনতী জনসাধারণেরই সমান (**কমিউনিস্ট** সমাজ)। অধিকন্তু মার্ক্‌স্‌বাদ এই ধারণাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রের যুগে বা কমিউনিস্ট সমাজের যুগে কখন-ই মানুষের রুচি ও প্রয়োজন গুণ বা পরিমাণের দিক হইতে অভিন্ন নয় এবং হইতেও পারে না।

"ইহা-ই হইতেছে সাম্য সম্পর্কে মার্ক্‌সীয় ধারণা।

* দ্রষ্টব্য 'বাসস্থানের সমস্যা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৩৫, পৃঃ ৪৬।

"অন্য কোনও রকমের সাম্য মার্ক্‌সবাদ কখনও স্বীকার করে নাই বা করেও না।

"ইহা হইতে যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সমাজতন্ত্র সব কিছু সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করে, সমাজের সভ্যদের প্রয়োজন এবং তাহাদের ব্যষ্টিগত জীবন ও রুচি সমাজতন্ত্রে পিষিয়া সমান করিয়া দেওয়া হইবে—মার্ক্‌সবাদীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সকলেই এক-ই রকম কাপড় পরিবে ও এক-ই খাদ্য এক-ই পরিমাণে খাইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে মার্ক্‌সবাদের কুৎসা করা, ইতরামিতে ব্যাপৃত হওয়া।

"মার্ক্‌সবাদ যে সমীকরণের শত্রু তাহা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। এমন কি 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার' পুস্তিকাতেও মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স্ আদিম স্বপ্নচারী সমাজতন্ত্রের নিন্দা করিয়া ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এই কারণে যে, 'ইহাতে সর্বজনীন ভোগনিবৃত্তির ও অত্যন্ত স্থূল রূপে সমাজকে পিটাইয়া সমান করিয়া ফেলা'র শিক্ষা প্রচার করা হইয়াছে।"*

৪৪। পৃঃ ১০৯॥ মজুর-শ্রেণীর দৃষ্টিতে সাম্যের অর্থ কী তাহা ব্যাখ্যা করিয়া এঙ্গেল্‌স্ বলিতেছেন :

"মজুর-শ্রেণীর মুখে সাম্যের দাবির অর্থ তাই দ্বিবিধ। জাজ্বল্যমান সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এবং সামন্ত প্রভু ও তাহার খামারি-গোলামের মধ্যে প্রভেদের বিরুদ্ধে, প্রাচুর্য ও অনাহারের বৈসাদৃশ্যের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হইতেছে সাম্যের দাবি—বিশেষ-ভাবে শুরুতে, যেমন কৃষকদের যুদ্ধের সময়ে, সাম্যের দাবি এইরূপ-ই ছিল; আর তাই এই দাবি হইতেছে বৈপ্লবিক সহজাত প্রবৃত্তির সহজ অভিব্যক্তি, এবং এই অভিব্যক্তিতেই ও বস্তুত একমাত্র ইহাতেই এই দাবির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়। অথবা, অন্যদিকে, মজুর-শ্রেণীর সাম্যের দাবি উঠিয়াছে বুর্জোয়াদের সাম্যের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই; মজুর-শ্রেণী বুর্জোয়াদের এই দাবি হইতে অল্পবিস্তর নির্ভুল ও দূরপ্রসারী দাবি সংগ্রহ করে; পুঁজিপতিদের নিজেদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মজুরদের উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারমূলক উপায় হিসাবে এই দাবির ব্যবহার হয়, এবং এই ক্ষেত্রে মজুর-শ্রেণীর সাম্যের দাবি বুর্জোয়া সাম্যের

* দ্রষ্টব্য 'লেনিনবাদের সমস্যা', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, পৃঃ ৫২১।

সঙ্গেই উঠে ও নামে। উভয় ক্ষেত্রেই মজুর শ্রেণীর সাম্যের দাবির যথার্থ মর্মবস্তু হইতেছে শ্রেণী-বিলোপের দাবি। সাম্যের যে-দাবিতে ইহার বাহিরে অন্য কিছু বুঝায়, সে-দাবি স্বভাবতই অসংগত দাবিতে পরিণত হয়।"*

লেনিন বলিয়াছেন :

"সাম্য বলিতে শ্রেণী-বিলোপ ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইলে সাম্যের সে-ধারণা এক নির্বোধ ও অর্থহীন ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র—এঙ্গেল্‌সের এই কথা হাজার বার সত্য। বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা আমাদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাম্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাকি এইরূপ যে আমরা সকল মানুষকেই পরস্পরের সঙ্গে একেবারে সমান করিয়া ফেলিতে চাই। সোশালিস্টরা যে অসংগত ধারণা পোষণ করে বলিয়া ইঁহারা তাহাদের নালিশবন্দী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই ধারণা নিজেরাই উদ্ভাবন করিয়াছেন ; কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতার বশে ইঁহারা জানিতে পারেন নাই যে, সোশালিস্টরা এবং বিশেষ ভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন যে সাম্য কথাটি একটি ফাঁকা বুলি মাত্র। আমরা শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিহ্ন করিতে চাই, এই অর্থে আমরা সাম্যের পক্ষপাতী। কিন্তু, আমরা সমস্ত মানুষকেই পরস্পরের সঙ্গে একেবারে সমান করিয়া ফেলিতে চাই, এই কথা বলা একেবারেই ফাঁকা বুলি আওড়ানো এবং ইহা বুদ্ধিজীবীদের মূঢ় উদ্ভাবনা মাত্র।"†

লেনিন আরও বলিয়াছেন :

"...শোষক ও শোষিতদের মধ্যে, ভূরিভোজী ও ক্ষুধার্তদের মধ্যে 'সাম্য' আমরা কখনই স্বীকার করি না ; ভূরিভোজী শোষকদের ক্ষুধার্ত শোষিত-দিগকে লুণ্ঠন করার 'স্বাধীনতা' আমরা স্বীকার করি না। এবং যে-সব শিক্ষিত ভদ্রলোক এই পার্থক্য স্বীকার করিতে চান না—কাউট্‌স্কি চের্নভ বা মার্তভ তাঁহারা যে কেহ-ই হউন না কেন, গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী বা আন্তর্জাতিকতাবাদী যে-নামেই তাঁহারা নিজেদের অভিহিত করুন না

* দ্রষ্টব্য 'আন্টি-ড্যুরিং', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১৫৮-৫৯।

† দ্রষ্টব্য 'জনসাধারণের বঞ্চনা', ইংরেজি অনুবাদ, লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরি, লয়েল অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন, পৃঃ ২৬-২৭।

কেন—আমরা তাঁহাদের গণ্য করিব প্রতিবিপ্লবের রক্ষিবাহিনী হিসাবেই।" *

'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্তব্য' সম্পর্কে বলিতে গিয়া লেনিন প্রসঙ্গক্রমে মজুর-শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে 'সাম্য' কথাটির অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"মজুর-শ্রেণীর পক্ষে শ্রেণী-বিলোপ আবশ্যক—ইহা-ই মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্রের, মজুর-শ্রেণীর স্বাধীনতার (পুঁজিপতির **কবল হইতে** স্বাধীনতা, পণ্য-বিনিময় হইতে স্বাধীনতা), মজুর-শ্রেণীর সাম্যের **যথার্থ** মর্মবস্তু (**শ্রেণী-সমূহের** মধ্যে সাম্য নয়———পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের **উচ্ছেদকারী** শ্রমজীবীদের সাম্য)।

"যতদিন পর্যন্ত শ্রেণী-বিভাগ বজায় আছে, ততদিন শ্রেণী-সমূহের স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলার অর্থ-ই বুর্জোয়াদের মতো প্রতারণা করা। মজুর-শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করিয়া **শাসক**-শ্রেণীতে পরিণত হয়, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করে, বুর্জোয়া শ্রেণীকে দমন করে, পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের জন্য অন্যান্য **সমস্ত** শ্রেণীর **সমস্ত** প্রচেষ্টাকে দমন করে, শ্রমজীবীদের দেয় যথার্থ স্বাধীনতা ও সাম্য (উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা **বিলোপ** করিয়া-ই কেবল এই স্বাধীনতা ও সাম্য আয়ত্ত করা সম্ভব হয়), শ্রমজীবীদের দেয় বুর্জোয়াদের **কবল হইতে অধিকৃত** সমস্ত কিছুর উপর শুধু 'অধিকার'-ই নয়, যথার্থ ব্যবহারের ক্ষমতাও বটে।

"যে বুঝিতে পারে নাই, মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের (অথবা ঐ এক-ই জিনিস, সোভিয়েত ক্ষমতার বা মজুর-শ্রেণীর গণতন্ত্রের) মর্মবস্তু হইতেছে **ইহা-ই**, সে মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের কথা বলে বৃথা-ই।"†

লেনিন অন্যত্র ('স্বাধীনতা সম্পর্কে মিথ্যা উক্তি'তে) বলিয়াছেন :

"উৎপাদনের উপকরণের উপর (অর্থাৎ, জমির ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব-লোপ পাইলেও, কৃষির যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুর উপর) ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব এবং স্বাধীন ব্যবসা যতদিন বজায় থাকিবে, ততদিন পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক

* দ্রষ্টব্য 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি', ইংরেজি অনুবাদ, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ১৮।

† দ্রষ্টব্য লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট লিমিটেড, ১৯৪৬, পৃঃ ৫২-৫৩।

ভিত্তিও বজায় থাকিবে। মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্য-ই হইল এই ভিত্তিকে সাফল্যের সঙ্গে ঘায়েল করিবার একমাত্র উপায়, একমাত্র উপায় শ্রেণী-বিলোপের (**সম্পত্তির মালিকের স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়, ব্যক্তির যথার্থ স্বাধীনতা ইহা ছাড়া চিন্তাও করা যায় না; সম্পত্তিবান্ ও সম্পত্তিহীনের মধ্যে, ভূরিভোজী ও ও ক্ষুধার্তের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে কপট সাম্য নয়**—সামাজিক-রাজনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ ও মানুষের মধ্যে যথার্থ সাম্যের কথা ইহা ছাড়া চিন্তাও করা যায় না)।…"*

৪৫। পৃঃ ১১১॥ 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' হইতে উদ্ধৃত বর্তমান অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেনিন তাঁহার 'রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদ' নোট-বইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"কমিউনিস্ট সমাজের দুইটি পর্যায়ের মধ্যে এইরূপে সুস্পষ্ট যথাযথ ও নির্ভুল ভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে :

'**নিম্নতর** ('প্রথম') পর্যায়ে—প্রত্যেকের নিকট হইতে সমাজ যে-পরিমাণ শ্রম পায় সেই 'অনুপাতে' ভোগের দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যেককে বণ্টন করা হয়। বণ্টনে অসাম্য তখনও যথেষ্ট। একরূপ বাধ্যবাধকতাও আছে। 'যে কাজ করে না সে খাইতেও পাইবে না।' 'বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ চক্রবাল, 'তখনও সম্পূর্ণ-রূপে অতিক্রান্ত হয় নাই। স্পষ্টই বুঝা যায় যে (আধা-বুর্জোয়া) অধিকার যেখানে বর্তমান, সেখানে (আধা-বুর্জোয়া) রাষ্ট্রও তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে লোপ পায় নাই।…

"'উচ্চতর' পর্যায়ে—'প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী লওয়া হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হইবে।' কখন ইহা সম্ভব? যখন (১) মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বৈরিতা লোপ পাইয়াছে, (২) শ্রম যখন **জীবনের প্রথম প্রয়োজন** হইয়া উঠিয়াছে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য : কাজ করার অভ্যাস একটা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার জন্য কাহাকেও বাধ্য করার প্রয়োজন হয় না!!); (৩) উৎপাদিকা শক্তি যখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইত্যাদি। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কেবল এই পর্যায়েই 'রাষ্ট্রে'র **সম্পূর্ণ** ক্রম-বিলোপ সম্ভব।…"

৪৬। পৃঃ ১১৪॥ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে মজুর-শ্রেণী নূতন ধরনের নিজস্ব

*ঐ, পৃঃ ২৬৭।

রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। এই নূতন ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্র বলিতে কী বুঝায়, লেনিন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :

"সোভিয়েত হইতেছে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র। প্রথমত, এই রাষ্ট্রযন্ত্র হইতেছে মজুর ও কৃষকদের সশস্ত্র শক্তির মূর্ত প্রকাশ, পুরাতন স্থায়ী ফৌজের ন্যায় এই শক্তি জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ ভাবেই জনগণের সহিত সংযুক্ত। সামরিক দিক হইতে দেখিলে, এই শক্তি পূর্ববর্তী শক্তি হইতে এত বেশি বলশালী যে তাহার তুলনা হয় না; বিপ্লবের সহিত সম্পর্কে এই শক্তি অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়ত জনসাধারণের সহিত, জনগণের অধিকাংশের সহিত এই যন্ত্রের সংযোগ এত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য এবং এত দ্রুত সেই সংযোগ পরীক্ষা করা ও নূতন-ভাবে গড়িয়া তোলা যায় যে, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রে ইহার কাছাকাছিও পৌঁছানো যায় নাই। তৃতীয়ত, যাহাদের লইয়া এই যন্ত্র গঠিত হয়, যেহেতু তাহাদের নির্বাচিত হইতে হয় এবং কোনও প্রকার আমলাতান্ত্রিক বিধি-বিধান ব্যতিরেকেই জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাদের ফিরাইয়াও আনা যায়, সেই-হেতু পূর্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্র অপেক্ষা এই রাষ্ট্রযন্ত্র অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। চতুর্থত, বিভিন্ন বৃত্তির সহিত এই যন্ত্রের দৃঢ় সংযোগ থাকার ফলে আমলাতন্ত্র ব্যতিরেকেই সর্বপ্রকারের চরম সংস্কারও সহজসাধ্য হয়। পঞ্চমত, এই রাষ্ট্রযন্ত্র হইতেছে অগ্রগামী বাহিনীর সংগঠনের একটি মূর্ত রূপ, অর্থাৎ **নিপীড়িত** শ্রেণীদের মধ্যে, মজুর ও কৃষকদের মধ্যে, যাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেণী-সচেতন উদ্যোগী ও প্রগতিশীল, এই রাষ্ট্রযন্ত্র তাহাদেরই সংগঠনের একটি মূর্ত রূপ ...। ষষ্ঠত, ইহাতে পার্লামেন্টী ব্যবস্থার সুবিধার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধাও যুক্ত করা সম্ভব হয়; অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এক-ই সঙ্গে আইন প্রণয়নও করিবে, **শাসন**ও করিবে, উভয় কাজ-ই একত্র করিবে—এই ব্যবস্থাও ইহাতে সম্ভব হয়।..."*

৪৭। পৃঃ ১১৫ ॥ মহাযুদ্ধের শুরু হইতেই প্রধানত দক্ষিণপন্থী সোশাল-শভিনিস্ট নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ৎসারতন্ত্র যে-যুদ্ধ চালাইতেছে তাহা ন্যায়যুদ্ধ। "জর্মানি রুশিয়াকে তাহার উপনিবেশে পরিণত

* দ্রষ্টব্য লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, ২১শ খণ্ড, ২য় খণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, "বল্‌শেভিকরা কি রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করিয়া রাখিতে পারিবে?", পৃঃ ২৬-২৭।

করিবার যে-চেষ্টা করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে" ৎসারের লড়াইকে তিনি "রুশিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম" বলিয়া সমর্থন করেন এবং যুদ্ধে জর্মানির পরাজয় বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন, আবার এক-ই সঙ্গে তিনি জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির জঙ্গী-জাতীয়তাবাদি-সুলভ আচরণকেও সমর্থন করেন। প্লেখানভ বলেন, (জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের) "যে-হাত নিরপরাধের রক্তে রঞ্জিত সে-হাত স্পর্শ করা অপ্রীতিকর", কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাহাদের নরহত্যার দায় হইতে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব করেন। লেনিন এখানে যে-সব খ্যাতিমান্ নৈরাজ্যবাদী নেতাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ শুরু হইবার সময় হইতেই 'প্লেখানভের পথে' চলেন।

৪৮। পৃঃ ১১৫ ॥ সোশালিস্ট সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনিন অন্যত্র বলিয়াছেন :

"সোশালিস্ট সমাজের সহিত কমিউনিস্ট সমাজের কী কী বিষয়ে পার্থক্য, এই প্রশ্ন নিজেদের জিজ্ঞাসা করা হইলে আমাদের জবাব দিতে হইবে এই বলিয়া যে, সোশালিস্ট সমাজ হইতেছে সেই সমাজ যাহা সরাসরি ধনতন্ত্রের জঠর হইতে জন্ম লাভ করে; নূতন সমাজের প্রথম রূপ হইতেছে এই সোশালিস্ট সমাজ। পক্ষান্তরে, কমিউনিস্ট সমাজ হইতেছে সমাজের এক উন্নততর রূপ, সোশালিস্ট সমাজ দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরেই কেবল এই সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়। সোশালিস্ট সমাজ বলিতে বুঝায় সেই সমাজ যেখানে পুঁজিপতিদের সাহায্য ছাড়াই কার্যনির্বাহ হয়, শ্রম যেখানে সামাজিক হইয়াছে আর সেই-সঙ্গে সংগঠিত অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী অংশ যেখানে কড়াকড়ি-ভাবে সমস্ত কিছু হিসাব রাখে, নিয়ন্ত্রণ করে ও তদারক করে। অধিকন্তু, সোশালিস্ট সমাজ বলিতে ইহাও বুঝায় যে, শ্রমের মান ও শ্রমের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে; নির্ধারণ করিতে হইবে এই কারণে যে, সমস্ত কৃষিপ্রধান দেশে অসমন্বিত শ্রম, সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসের অভাব, ছোটো উৎপাদকের পুরানো অভ্যাসের মতো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের জের ও অভ্যাস অনেক আমাদের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। এই সব কিছুই প্রকৃত কমিউনিস্ট অর্থনীতির বিরোধী। পক্ষান্তরে, কমিউনিস্ট সমাজ বলিতে আমরা সেই সমাজকেই বুঝি যেখানে মানুষ লোকহিতকর কর্তব্য সম্পাদনে স্বতই অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাকে এই কাজে বাধ্য করার জন্য কোনও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে

না, এবং যেখানে বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণের হিতকর কাজ করা একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।"*

৪৯। পৃঃ ১১৭।। 'জন-বাহিনী' বলিতে কোন্ ধরনের বাহিনী বুঝায়, লেনিন তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

"আমরা, অর্থাৎ মজুর-শ্রেণী, সমস্ত মেহনতী জনসাধারণ, আমরা কী ধরনের সেনাবাহিনী চাই ? আমরা চাই যথার্থ জনগণের বাহিনী, অর্থাৎ এমন এক বাহিনী যাহা সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের লইয়া গঠিত ; দ্বিতীয়ত, যে-বাহিনী জন-বাহিনীর কাজ করিবে এবং সেই এক-ই সঙ্গে পুলিসের কাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশাসনের প্রধান ও মূল যন্ত্রের কাজ করিবে।...

"এইরূপ সেনাবাহিনী শতকরা পঁচানব্বই ক্ষেত্রে মজুর ও কৃষকদের লইয়া-ই গঠিত হইবে, এবং জনগণের বিপুলসংখ্যকের যথার্থ বুদ্ধি ও ইচ্ছা, শক্তি ও কর্তৃত্ব ইহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইবে।...গণতন্ত্র হইতেছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে একটি সুন্দর সাইন-বোর্ড, পুঁজিপতিদের হাতে জনগণের দাসত্ব ও বঞ্চনা ইহার আড়ালে গোপন করিয়া রাখা হয়, এইরূপ সেনাবাহিনী গণতন্ত্রকে ঐ সাইনবোর্ড-রূপ বহিরাবরণ হইতে পরিবর্তিত করিয়া পরিণত করিবে **গণশিক্ষার** প্রকৃত উপায়ে, যাহাতে জনগণ রাষ্ট্রের **সমস্ত** কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ সেনাবাহিনী যুবকদের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিবে, এবং শুধু কথায় নয় **কাজের** মধ্য দিয়াই তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। সে-সব কাজ, পণ্ডিতি ভাষায় বলা চলে, জনকল্যাণে নিযুক্ত পুলিসের কাজ, স্বাস্থ্য তদারকের কাজ, ইত্যাদি, এইরূপ বাহিনী বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে সেই-সব কাজের মধ্যে টানিয়া আনিবে এবং এইভাবে সেই-সব কাজের উন্নতি সাধন করিবে। সমাজসেবা, সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে নারীদের টানিয়া না আনিলে, হতবুদ্ধিকর গৃহপরিবেশ ও রান্নাঘরের আবহাওয়া হইতে নারীদের টানিয়া ছাড়াইয়া না আনিলে, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব, অসম্ভব গণতন্ত্র রচনা করা—সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা !"*

* দ্রষ্টব্য লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি, সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, ফিন্‌বার্গ-সম্পাদিত, মস্কো, পৃঃ ২৩৯।

* দ্রষ্টব্য 'সুদূরের চিঠি', ইংরেজি সংস্করণ, লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরি, অষ্টম খণ্ড, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন, পৃঃ ২৯, ৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৫০। পৃঃ ১২১ ॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণাতে নৈরাজ্যবাদীদের সহিত মার্ক্সবাদীদের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ১৮৮৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে এঙ্গেল্স্ ভান্ পাটেনকে এক পত্রে লেখেন :

"১৮৪৫ সাল হইতে মার্ক্স্ ও আমি এই ধারণা-ই পোষণ করিয়া আসিতেছি যে ভবিষ্যৎ মজুর-বিপ্লবের অন্যতম একটি চরম ফল হইবে এই যে, রাষ্ট্র নামে পরিচিত রাজনৈতিক সংগঠনটি ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইবে। শ্রমব্যস্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠের উপর আর্থিক অত্যাচার চালাইবার ব্যাপারে ধনদৌলতের একমাত্র অধিকারী সংখ্যালঘিষ্ঠকে সমগ্র শক্তির দ্বারা সাহায্য করা-ই এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা গিয়াছে সব সময়ে। একক-ভাবে বিত্তশালী যে সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে অত্যাচার চালাইবার জন্য সশস্ত্র শক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায়। সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমরা এই ধারণাও সর্বদাই পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, ভবিষ্যৎ সমাজ-বিপ্লবের এই লক্ষ্য এবং অন্যান্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আয়ত্ত করিবার জন্য মজুর-শ্রেণীকে প্রথমত রাষ্ট্রের সংগঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে হইবে, এবং ইহার সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া নূতন-ভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ১৮৪৭ সালের 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহা'র-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে ইহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে।

"নৈরাজ্যবাদীরা সমস্ত জিনিসটিকেই উল্টাইয়া দেখে। তাহারা বলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংগঠনকে ধ্বংস করিয়াই মজুর-বিপ্লব শুরু হইবে। কিন্তু, জয়লাভের পর মজুর-শ্রেণী একমাত্র যে-সংগঠনটিকে বিদ্যমান দেখিতে পায়, তাহা হইতেছে ঠিক এই রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্র তাহার নূতন কাজ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবার আগে তাহার বিলক্ষণ পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মুহূর্তে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলার অর্থ হইবে ঠিক সেই যন্ত্রটিকেই ধ্বংস করা একমাত্র যাহার সাহায্যে বিজয়ী মজুর-শ্রেণী তাহার নব জয়লব্ধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহার পুঁজিপতি অরীদের দাবাইয়া রাখিতে এবং এক আর্থিক সমাজ-বিপ্লব সংসাধন করিতে পারে ; এই আর্থিক সমাজ-বিপ্লব ব্যতিরেকে জয়লব্ধ সমগ্র সাফল্যই সমাধি

লাভ করিবে মজুরদের নূতন এক পরাজয়ে, পর্যবসিত হইবে মজুরদের এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে—পারিস কমিউনের পর যেমনটি ঘটিয়াছিল।"*

৫১। পৃঃ ১২১॥ ১৮৭২ সালে হেগ শহরে 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র পঞ্চম কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্বয়ং মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ যোগদান করেন। নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন-পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিয়া এই কংগ্রেসে বাকুনিন-পন্থীদের মতামতের প্রতিকূলে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং বাকুনিন ও তাঁহার অনুচরেরা 'আন্তর্জাতিক' হইতে বিতাড়িত হন। হেগে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কংগ্রেসই ছিল 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র শেষ কংগ্রেস। প্যারিস কমিউনের পরে (১৮৭২) প্রথম আন্তর্জাতিক লোপ পায়।

৫২। পৃঃ ১২১॥ কালধর্ম নির্ধারণে নৈরাজ্যবাদীদের ভুল সম্পর্কে লেনিন অন্যত্র ('আমাদের বিপ্লবে মজুর-শ্রেণীর কর্তব্য' পুস্তিকায়) বলিয়াছেন :

"...কারণ সে-সময়ে, প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের পরে, সংগঠন ও শিক্ষার কাজ ধীর গতিতে চলাই ছিল ইতিহাসের দাবি। অন্য কোনও রকম তখন সম্ভব ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা সে-সময়ে (এখনও যেমন), শুধু তত্ত্বের দিক হইতেই নয়, অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক হইতেও, মূলত ভ্রান্ত ছিল। নৈরাজ্যবাদীরা কালধর্ম নির্ধারণে ভুল করিয়াছিল, কারণ তাহারা দুনিয়ার পরিস্থিতি বুঝিতেই পারে নাই। সাম্রাজ্যতন্ত্রের মুনাফা ইংলণ্ডের মজুরদের তখন দুর্নীতিদুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, প্যারিসে কমিউন তখন পরাহত, জর্মানিতে বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলন সম্প্রতি (১৮৭১) জয় লাভ করিয়াছে, এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক রুশিয়া যুগব্যাপী নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

"মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ কালধর্ম ঠিক-ঠিক নির্ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমাজ-বিপ্লবের আবির্ভাবের গতি হইবে অবশ্যই মন্থর।"*

৫৩। পৃঃ ১২৩॥ ১৯০০ সালে ২৩এ হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মজুর-শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা লাভ, এবং বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় সোশালিস্টরা যোগদান করিতে পারে কি না—

* 'মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ৩৬৭-৬৮।

* দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৪৮।

এই দুইটি প্রশ্ন-ই ছিল কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিশেষ-ভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসে তুমুল আলোচনা চলে। ফরাসী আইনসভার সোশালিস্ট সদস্য মিলেরাঁ রাজতন্ত্রীদের ষড়্‌যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার নামে ১৮৯৯ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের তদানীন্তন বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য-বিভাগের মন্ত্রি রূপে যোগদান করেন। এই মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন প্যারিস কমিউনের অন্যতম ধ্বংসকারী কুখ্যাত জেনারেল গালিফে। এই মন্ত্রিসভা চালন ও মার্তিনিকের ধর্মঘটী মজুরদের উপর গুলি চালাইবার আদেশ দিবার পরেও, ফরাসী সোশালিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের (বিশেষ-ভাবে গেদ-পন্থী ও ব্লাঁকি-পন্থীদের) প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, মিলেরাঁ সেই মন্ত্রিসভায় আসন আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকেন। ফরাসী সুবিধাবাদের নেতা জোরে ছিলেন মিলেরাঁর একজন সমর্থক। এই 'মিলেরাঁ ব্যাপার' লইয়াই কংগ্রেসের অধিবেশনে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় সোশালিস্টদের যোগদানের প্রশ্নে আলোচনা তীব্রতা লাভ করে, ফ্রান্সের গেদ কর্তৃক উত্থাপিত এবং রুশিয়ার প্লেখানভ-আক্সেলরদ-জাস্থলিচ কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব ভোটে হারিয়া যায়। এই প্রস্তাবে সোশালিস্টদের বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া বলা হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার ধারণা অনুযায়ী শুধু সেই-সব নির্বাচনী আসন গ্রহণ করা চলিতে পারে যে-সব আসন মজুর-শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে স্বীয় চেষ্টার ফলে জয় করিয়াছে, এবং সোশালিস্টদের বরাবর বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা করা কর্তব্য। এই প্রস্তাবের পরিবর্তে কাউট্‌স্কি কর্তৃক উত্থাপিত এক 'আপসসূচক' প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বুর্জোয়া গভর্নমেণ্টে সোশালিস্টদের যোগ-দানের প্রশ্নকে 'নীতিগত' প্রশ্ন রূপে অস্বীকার করিয়া মাত্র 'কৌশলগত' প্রশ্ন হিসাবেই বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবে এই ধরনের কাজকে (অর্থাৎ বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় সোশালিস্টদের যোগদান) 'বিপজ্জনক পরীক্ষা' বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হয় যে, এই ধরনের পরীক্ষা 'হিতকর'ও হইতে পারে অবশ্য যদি ঐক্যবদ্ধ পার্টি সংগঠন এই কাজকে অনুমোদন করে এবং সোশালিস্ট মন্ত্রী তাঁহার পার্টির প্রতিনিধি হিসাবেই চলেন। 'জারিয়া' ('উষা') পত্রিকার ১ম সংখ্যায় (১৯০১, এপ্রিল) প্লেখানভ 'প্যারিসে অনুষ্ঠিত গত আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট কংগ্রেস সম্পর্কে কয়েকটি কথা'-শীর্ষক এক প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যবিবরণী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৫৪। পৃঃ ১২৫॥ মার্ক্‌স্ ও কাউট্‌স্কির পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণার মধ্যে

কোনই সামঞ্জস্য ছিল না। কাউট্স্কির মতামতের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেনিন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ('মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি' গ্রন্থে) :

"একজন উদারনীতিক ও মজুর-বিপ্লবীর মধ্যে যেমন পার্থক্য, কাউট্স্কি ও মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের মধ্যেও তেমনি আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কাউট্স্কি যে-বিশুদ্ধ গণতন্ত্র ও সহজ 'গণতন্ত্রে'র বুলি আওড়ান, তাহা 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' বুলির-ই কথান্তর মাত্র, অর্থাৎ **একেবারেই অর্থহীন**। আরাম-কেদার-বিলাসী একজন অতি-পণ্ডিত মূর্খের মত পণ্ডিতি চালে কিংবা দশ বছরবয়সের একটি ইস্কুলের মেয়ের মতো সরলতার ভঙ্গিতে কাউট্স্কি জিজ্ঞাসা করেন : আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ,* তখন একাধিপত্যের কী প্রয়োজন আমাদের ? মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে ইহা আবশ্যক।

"বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার জন্য ;

"প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে সন্ত্রাস সঞ্চারের জন্য ;

"বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য ,

"মজুর-শ্রেণী যাহাতে তাহার বৈরীদের সবলে দাবাইয়া রাখিতে পারে তাহার জন্য।

"কিন্তু কাউট্স্কি এই সব ব্যাখ্যা বুঝেন না। গণতন্ত্রের 'বিশুদ্ধতা'য় মাতোয়ারা ও ইহার বুর্জোয়া প্রকৃতির প্রতি অন্ধ হইয়া কাউট্স্কি 'সুসংগত ভাবে' বলিয়া চলিয়াছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া-ই সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠের 'প্রতিরোধ চূর্ণ করা'র প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় না তাহাকে 'সবলে দাবাইয়া রাখা'র—গণতন্ত্র লঙ্ঘনের **ঘটনা** দমন করা-ই যথেষ্ট। বুর্জোয়া গণতন্ত্রী সকলেই সর্বদাই যে ভুল করিয়া থাকে, গণতন্ত্রের 'বিশুদ্ধতা'য় মাতোয়ারা হইয়া কাউট্স্কিও **অনবধানতাবশত** সেই ছোট্ট ভুলটি-ই করিয়া ফেলিয়াছেন—অর্থাৎ, বাহ্যিক সাম্যকে (পুঁজিতন্ত্রের আওতায় যাহা প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়) তিনি প্রকৃত সাম্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। নেহাত-ই বাজে !

"শোষক ও শোষিত কখনই সমান হইতে পারে না।"*

৫৫। পৃঃ ১২৫ ॥ 'সমাজ-বিপ্লব'-শীর্ষক কাউট্স্কির পুস্তক ১৯০২ সালে বার্লিনে

* দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৭৭।

প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত—(১) সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-বিপ্লব, এবং (২) সমাজ-বিপ্লবের পরের দিনে। প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে মজুর-শ্রেণীর ক্ষমতা-লাভের সংগ্রামের কথা, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মজুর-শ্রেণী কর্তৃক সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বইয়ের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে, এই অনুবাদ সম্পাদনা করেন লেনিন।

৫৬। পৃঃ ১২৮॥ 'ক্ষমতা-লাভের পথ' : ১৯০৯ সালে বার্লিনে প্রকাশিত এই পুস্তকে কাউট্স্কি মজুর-শ্রেণীর রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কাউট্স্কি বলেন, যুদ্ধ ও বিপ্লবের যে-নূতন যুগ আসন্নপ্রায় সেই যুগে মজুর-শ্রেণী 'রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করিয়া দৃঢ়-ভাবে বজায় রাখিতে' পারিবে। ক্ষমতা-লাভের সংগ্রামকে তিনি 'মহৎ সংগ্রাম' বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং এই সংগ্রামে জয়লাভকে তিনি বলেন 'বিরাট জয়'। এই পুস্তকের এক অধ্যায়ে তিনি এমন কি 'মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের স্লোগান'ও পর্যন্ত উত্থাপন করেন। কিন্তু বইখানি সমগ্র-ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কাউট্স্কি এই-সব সত্ত্বেও খাঁটি মার্ক্সবাদের পথ হইতে বহু দূরেই সরিয়া ছিলেন। লেনিন এই বই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের আগে লিখিত কাউট্স্কির এই অপেক্ষাকৃত ভালো বইতেও 'মজুর-বিপ্লবের বিশেষ লক্ষণগুলি স্পষ্ট-ভাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই'।

৫৭। পৃঃ ১২৮॥ ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বিপ্লবমুখী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ৎসার-সরকারের চণ্ডনীতি ব্যাপক-ভাবে প্রযুক্ত হয়। ৎসারের প্রধান মন্ত্রী স্তলিপিন দ্বিতীয় 'দুমা' (রুশ পার্লামেণ্ট) ভাঙ্গিয়া দেন এবং নূতন এক নির্বাচনী আইন জারি করিয়া মজুর ও কৃষকদের প্রতিনিধিত্বের হার দারুণ-ভাবে ছাঁটাই করেন; পার্টির বিরুদ্ধে ও মজুর-ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে, এক কথায় মজুর-আন্দোলন ও বিপ্লবী জনশক্তির বিরুদ্ধে স্তলিপিনের শাসন ছিল এক অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের শাসন। এই শাসনের আমলকেই লেনিন বলিয়াছেন 'দারুণ প্রতিক্রিয়ার যুগ'।

৫৮। পৃঃ ১৩২॥ ১৮৭২ সালের ২৪এ জানুয়ারি তারিখে থিয়োডর কুনোকে লিখিত পত্রে এঙ্গেলস্ নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবর্তক বাকুনিনের সহিত মার্ক্সবাদীদের পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"বাকুনিনের নিজস্ব এক অদ্ভুৎ মতবাদ আছে, প্রুঁদ'র মতবাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদের সে এক জগাখিচুড়ি ; বাকুনিনের মতবাদের প্রধান কথা হইতেছে এই যে, তিনি মনে করেন না যে পুঁজি-ই অন্যায়ের প্রধান কারণ এবং ইহাকে উচ্ছেদ করা দরকার ; আর তাই পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজ-বিকাশের গতিপথে যে-শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে, অন্যায়ের প্রধান কারণ যে সেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং ইহা দূর করা যে দরকার, বাকুনিন তাহা মনে করেন না। বাকুনিন বরং **রাষ্ট্রকেই** অন্যায়ের প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। নিজেদের বিশেষ সামাজিক অধিকার বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে জমিদার ও পুঁজিপতি প্রমুখ শাসক-শ্রেণীরা নিজেদের জন্য রাষ্ট্রশক্তি রূপ সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে, রাষ্ট্রশক্তি বলিতে এই সংগঠন ছাড়া অন্য কিছু বুঝায় না—আমাদের ইহা-ই ধারণা এবং প্রচুর-সংখ্যক সোশাল-ডেমোক্রাট মজুর আমাদের এই ধারণা পোষণ করে ; পক্ষান্তরে, বাকুনিনের মত হইল এই যে, **রাষ্ট্র-ই** পুঁজির জন্ম দিয়াছে এবং **রাষ্ট্রের প্রসাদেই** পুঁজিপতি পুঁজি অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং, রাষ্ট্র-ই যখন অন্যায়ের প্রধান কারণ, তখন সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করিতে হইবে আর তাহা হইলেই পুঁজিতন্ত্র আপনা হইতে উচ্ছন্নে যাইবে। পক্ষান্তরে, আমরা বলি : পুঁজির উচ্ছেদ করা হইলে, মুষ্টিমেয় লোক কর্তৃক উৎপাদনের উপায় আত্মসাৎ করিয়া থাকার ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হইলে রাষ্ট্রযন্ত্র আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। [মার্ক্সবাদ ও নৈরাজ্যবাদের মধ্যে] পার্থক্য মর্মগত। সমাজ-বিপ্লবের আগে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের কথা বলা অর্থহীন ; পুঁজির উচ্ছেদ-ই **হইতেছে** সমাজ-বিপ্লব, এবং এই বিপ্লবে উৎপাদনের সমগ্র পদ্ধতিতেই পরিবর্তন ঘটে। অধিকন্তু, বাকুনিনের মতে রাষ্ট্র-ই যখন অন্যায়ের প্রধান কারণ, তখন এমন কিছু অবশ্যই করা চলিবে না যাহার ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে—সে-রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক কিংবা যে-কোনও ধরনের রাষ্ট্রই হউক না কেন ; আর তাই **রাজনীতি সম্পূর্ণ-রূপে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।** কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংসাধন করা এবং বিশেষ-ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হইবে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। প্রচারকার্য চালাইতে হইবে, রাষ্ট্রের নিন্দা করিতে হইবে, সংগঠন করিতে হইবে, এবং **সমস্ত** শ্রমিককে অর্থাৎ অধিকাংশকে স্বপক্ষে টানিতে পারার পর সমস্ত কর্তৃত্ব উৎখাত করিতে হইবে, রাষ্ট্রকে লোপ করিতে হইবে এবং

তাহার জায়গায় 'আন্তর্জাতিক' রূপ সংগঠনকে কায়েম করিতে হইবে ;—ইহা-ই হইতেছে করণীয় কাজ। এই বিরাট কাজ, ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হইবে সত্যযুগ, এই কাজকেই বলা হয় **সামাজিক বিলয়**।

"এই-সব শুনায় খুব-ই চরমপন্থিসুলভ, এবং এতই সহজ যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলা যায় ; এই কারণেই বাকুনিনের এই মতবাদ স্পেনে ও ইতালিতে আইনজীবী, চিকিৎসক ও অন্যান্য গোঁড়া মতসর্বস্বদের মধ্যে দ্রুত গতিতে সমাদর লাভ করিয়াছে।

"কিন্তু মজুর সাধারণ কখনও এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে রাজি হইবে না যে, নিজেদের দেশের ব্যাপার তাহাদেরও নিজস্ব ব্যাপার নয় ; মজুরদের প্রকৃতিই **রাজনৈতিক**, এবং যে-কেহই তাহাদের এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন যে তাহাদের **রাজনীতি** পরিহার করা উচিত, সে শেষ পর্যন্ত এক কোণে পড়িয়া থাকিবে। সর্ব অবস্থাতেই মজুরদের রাজনীতি হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত—এই কথা প্রচার করার অর্থ হইতেছে পুরোহিত বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের করলে মজুরদের ঠেলিয়া দেওয়া।"*

মার্ক্সবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনিন অন্যত্রও বলিয়াছেন :

"বৈপ্লবিক **ক্ষমতা** আমাদের দরকার, **রাষ্ট্র** আমরা চাই (সংক্রমণের একটা বিশেষ যুগের জন্য)। এইখানেই নৈরাজ্যবাদীদের সহিত আমাদের পার্থক্য। বিপ্লবী মার্ক্সবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই বিষয়েই নয় যে, মার্ক্সবাদীরা হইতেছে বৃহদাকার কেন্দ্রীকৃত ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী সংগঠিত উৎপাদনের পক্ষপাতী আর নৈরাজ্যবাদীরা হইতেছে বিকেন্দ্রীকৃত ও ক্ষুদ্রাকারে সংগঠিত উৎপাদনের পক্ষপাতী। না, তাহা নয়। সরকারি কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র সম্পর্কে উভয়ের মতামতের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, সমাজতন্ত্রের জন্য আমাদের সংগ্রামে আমরা রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক রূপকে বৈপ্লবিক উপায়ে কাজে লাগাইবার **পক্ষপাতী**, আর নৈরাজ্যবাদীরা হইতেছে ইহার **বিরুদ্ধে**।

"রাষ্ট্র আমাদের আবশ্যক। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হইতে শুরু করিয়া অত্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত যে-সব বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণী

* 'মার্ক্স ও এঙ্গেলসের নির্বাচিত পত্রাবলী', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ২৮৩-৮৪।

সর্বত্র কায়েম করিয়াছে, সে-রকম কোনও রাষ্ট্র আমাদের আবশ্যক নয়। সুবিধাবাদী ও পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু সোশালিস্ট দলগুলির কাউট্‌স্কিপন্থীদের সহিত আমাদের পার্থক্য এইখানেই ; প্যারিস কমিউনের শিক্ষা এবং মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ সেই শিক্ষার যে-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ইহারা তাহা বিকৃত করিয়াছে অথবা বিস্মৃত হইয়াছে।

"রাষ্ট্র আমাদের আবশ্যক, কিন্তু বুর্জোয়াদের পক্ষে যে-ধরনের রাষ্ট্র আবশ্যক, আমাদের সে-ধরনের রাষ্ট্র আবশ্যক নয় ; বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রে ক্ষমতার আধার হইতেছে পুলিস, ফৌজ ও আমলাতন্ত্র ; ইহারা জনগণ হইতে পৃথক, জনগণের বিরুদ্ধে। সমস্ত বুর্জোয়া-বিপ্লবই এই সরকারি যন্ত্রটিকে কেবল সম্পূর্ণ করিয়াই তুলিয়াছে, এক দলের হাত হইতে অন্য দলের হাতে বদল করিয়াছে মাত্র।

"মজুর-শ্রেণী বর্তমান বিপ্লবের ফলে যাহা কিছু লাভ করিয়াছে তাহা যদি সে রক্ষা করিতে চায়, এবং শান্তি জীবিকা ও স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সে যদি আরও অগ্রসর হইতে চায়, তাহা হইলে মার্ক্‌স্ যাহাকে বলিয়াছেন 'আগের-তৈরি' রাষ্ট্রযন্ত্র, মজুর-শ্রেণীকে সেই যন্ত্র **'নাশ'** করিয়া তাহার স্থানে অন্য এক যন্ত্র কায়েম করিতে হইবে,—এই যন্ত্রের মধ্যে পুলিস ফৌজ ও আমলাতন্ত্র **সশস্ত্র জনবাহিনীর সহিত এক হইয়া মিলিয়া** যাইবে। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন ও ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে যে-পথের নির্দেশ মিলিয়াছে, মজুর-শ্রেণীকে সেই পথে অগ্রসর হইয়া জনসাধারণের দরিদ্রতম ও সর্বাপেক্ষা শোষিত **সমস্ত** অংশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে ; ইহার ফলে মজুর-শ্রেণী **নিজেই** রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত উপকরণ নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারিবে, সে **নিজেই** হইবে এই-সব উপকরণ।"*

লেনিন অন্যত্র ('আমাদের বিপ্লবে মজুর-শ্রেণীর কর্তব্য' পুস্তিকাতে) আরও বলিয়াছেন :

"নৈরাজ্যবাদের সহিত মার্ক্‌সবাদের পার্থক্য হইতেছে এই বিষয়ে যে, মার্ক্‌সবাদ স্বীকার করে যে সাধারণ-ভাবে বিপ্লবের পর্যায়ে এবং বিশেষভাবে

* দ্রষ্টব্য 'সুদূরের চিঠি', ইংরেজি সংস্করণ, লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরি, অষ্টম খণ্ড, লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, লণ্ডন, পৃঃ ২৭।

পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তির আবশ্যকতা আছে।

"প্লেখানভ, কাউট্‌স্কি প্রভৃতির খুদেবুর্জোয়া-সুলভ সুবিধাবাদী 'সোশাল-ডেমোক্রাসি'র সহিত মার্ক্‌সবাদের পার্থক্য হইতেছে এই বিষয়ে যে, মার্ক্‌সবাদ স্বীকার করে যে উক্ত পর্যায়ে আবশ্যক প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্র, যথারীতি পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ধরনের রাষ্ট্র আবশ্যক নয়।"*

৫৯। পৃঃ ১৩৩॥ কাউট্‌স্কির এই সুবিধাবাদী মতামত সম্পর্কে লেনিন অন্যত্র ('মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি'-শীর্ষক প্রবন্ধে) বলিয়াছেন :

"ইহাতে মজুর-বিপ্লবকে সম্পূর্ণ-রূপে বর্জন করিয়া তাহার পরিবর্তে 'সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করা' ও 'গণতন্ত্রকে কাজে ব্যবহার করা'র উদার-নীতিক-সুলভ মতবাদ খাড়া করা হইয়াছে! মজুর-শ্রেণীর পক্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'ধ্বংস' করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স্ ১৮৫২ হইতে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যাহা কিছু শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, দলত্যাগী কাউট্‌স্কি সেই সমস্ত-ই বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন, বিকৃত করিয়াছেন, বর্জন করিয়াছেন।"†

'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্‌স্কি'-নামক গ্রন্থেও লেনিন বলিয়াছেন :

"এইখানেই মার্ক্‌সবাদ ও সমাজতন্ত্রের সহিত কাউট্‌স্কির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কার্যত,ইহা বুর্জোয়াদের দলে ভিড়িয়া যাওয়া, বুর্জোয়ারা যে-শ্রেণীকে নির্যাতন করে সেই শ্রেণীর সংগঠন যে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে রূপান্তরিত হইবে, বুর্জোয়ারা ইহা মানিয়া লইতে রাজি নয়; ইহা ছাড়া আর সব কিছু-ই তাহারা মানিয়া লইতে রাজি।...

"মজুর-শ্রেণীর নিকট রাষ্ট্র-ক্ষমতার সম্পূর্ণ হস্তান্তর কাউট্‌স্কি অনুমোদন করেন না, অথবা, তিনি স্বীকার করেন যে মজুর-শ্রেণী পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিয়া লইতে পারে, কিন্তু মজুর-শ্রেণীকে যে এই যন্ত্র চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার জায়গায় এক নূতন, মজুর-শ্রেণীর নিজস্ব যন্ত্র কায়েম

* দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৪।

† দ্রষ্টব্য লেনিনের 'রচনা-সংগ্রহ', ইংরেজি সংস্করণ, ১৩শ পর্ব, লণ্ডন, পৃঃ ২৩৩।

করিতে হইবে, তাহা তিনি স্বীকার করিবেন না। কাউট্স্কির যুক্তির 'অর্থ' বা 'ব্যাখ্যা' যেভাবেই করা হউক না কেন, তিনি যে মার্ক্সবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বুর্জোয়াদের দলে গিয়া ভিড়িয়াছেন তাহা স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান।"*

৬০। পৃঃ ১৩৮ ॥ কাউট্স্কির এই পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে লেনিন তাঁহার 'মজুর-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি'-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :

"বিজয়ী মজুর-শ্রেণীর পক্ষে কী ধরনের রাষ্ট্র আবশ্যক, তাহা বর্ণনা করিয়া মার্ক্স ইতিপূর্বেই 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ লিখিয়াছেন : 'রাষ্ট্র, অর্থাৎ, শাসক-শ্রেণী রূপে সংগঠিত মজুর-শ্রেণী।' আর এখন আমরা দেখিতেছি যে, নিজেকে মার্ক্সবাদী বলিয়া দাবি করেন এইরূপ একজন লোক পুরোভাগে আসিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'চূড়ান্ত সংগ্রামে' লিপ্ত সংগঠিত মজুর-শ্রেণী তাহার শ্রেণী-সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে অবশ্যই রূপান্তরিত করিবে না!···

"আমাদের পণ্ডিতমূর্খেরা একথা বলিতে রাজি আছে : মজুরেরা, লড়াই কর (প্রত্যেক বুর্জোয়াই ইহাতে 'রাজি', কারণ মজুরেরা তো লড়াই করিয়াই চলিয়াছে, একমাত্র কর্তব্য হইতেছে এমন কোনও উপায় নির্ধারণ করা যাহাতে তাহাদের হাতিয়ারের ধার ভোঁতা করিয়া দেওয়া যায়)—লড়াই কর, কিন্তু জয়লাভের সাহস করিয়ো না! বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করিয়ো না; বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজস্ব 'রাষ্ট্রীয় সংগঠনে'র স্থানে মজুর-শ্রেণীর নিজস্ব 'রাষ্ট্রীয় সংগঠন' কায়েম করিয়ো না!"†

৬১। পৃঃ ১৩৯ ॥ কেয়ার হার্ডি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ব্রিটেনের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টি' ছিল মধ্যপন্থী-ঝোঁক-বিশিষ্ট এক সোশালিস্ট সংগঠন। যুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) এই পার্টি শান্তিকামী নীতি অবলম্বন করে। প্রথমে এই পার্টি 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র সহিত যুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯২০ সালে 'আন্তর্জাতিক' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ১৯২৩ সালে আবার যোগদান করে। নামে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টি' হইলেও বস্তুত এই পার্টি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট'ও (স্বাধীন) নয়, 'লেবর'ও নয়—আসলে এই পার্টি উদারনীতিকদেরই 'অধীন'।

---

* দ্রষ্টব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত লেনিনের 'নির্বাচিত রচনাবলী,' ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৮৩-৮৪।

† ঐ, পৃঃ ৩৮৪।

২

ব্যক্তি-পরিচিতি

ভূ মি কা

প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) ॥ রুশিয়াতে মার্ক্‌স্‌বাদের অন্যতম প্রবর্তক ও এককালীন মুখ্য তত্ত্বকার রূপে প্লেখানভ ইতিহাসে স্মরণীয়। কর্মজীবনের শুরুতে প্লেখানভ 'জমি ও স্বাধীনতা'-নামক দলে অংশ গ্রহণ করেন। ভরোনেশ-সম্মেলনে এই দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। প্লেখানভ এই দলের নেতৃত্ব করেন। দেশ ছাড়িয়া প্রবাসে থাকিবার সময়ে প্লেখানভ 'নারদনিক'দের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আক্সেলরদ, জাস্থলিচ প্রভৃতির সহিত একযোগে ১৮৮৩ সালে 'শ্রমিকমুক্তি-সঙ্ঘ' নামে প্রথম রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্লেখানভ 'নারদনিক' মতবাদ, বের্নষ্টাইনের মতবাদ ও 'অর্থনীতিবাদ'-এর বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম পরিচালন করিয়া রুশিয়াতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ রচনার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে প্লেখানভকে দেখা যায় 'ইস্‌ক্রা' ('স্ফুলিঙ্গ') ও 'জারিয়া' ('ঊষা') পত্রিকা দুইটির অন্যতম সম্পাদক রূপে। ১৯০৩ সালে পার্টির মধ্যে ভাঙন দেখা দিবার পর প্লেখানভ প্রথমে বল্‌শেভিকদের সহিত ও পরে মেন্‌শেভিকদের সহিত যোগ দেন, কিন্তু শীঘ্রই মেন্‌শেভিকদের দলও ছাড়িয়া দেন, যদিও ভাবাদর্শের দিক হইতে মেন্‌শেভিকদের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা থাকিয়া যায়। পরে যখন পার্টির মধ্যে 'লিকুইডেটর'দের (ৎসারের দমননীতির ভয়ে যাহারা পার্টিকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল) মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখা যায়, তখন প্লেখানভ তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আবার বল্‌শেভিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে প্লেখানভ সোশাল-শভিনিস্ট নীতির কবলে আত্মসমর্পণ করেন এবং 'দেশরক্ষাবাদী'দের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্ব করেন। মার্চ-বিপ্লবের পরেও তিনি এই এক-ই নীতি অনুসরণ

করিতে থাকেন এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। জুলাই মাসে মজুর-শ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকারের চণ্ডনীতি প্রয়োগের পর প্লেখানভ খোলাখুলি বিপ্লব-বিরোধিতার পথে নামিয়া আসেন এবং নভেম্বর-বিপ্লবের সময়ে বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রতিকূলে দাঁড়ান। সোভিয়েত রূপ মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের বিরোধিতা করিলেও প্লেখানভ স্বীকার করেন যে, 'এমন কি মজুর-শ্রেণী যদি ভুলও করে তবুও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা সমীচীন নয়'। শেষ জীবনে প্লেখানভের অধঃপতন ঘটিলেও, প্রথম জীবনে মার্ক্‌সবাদের অন্যতম প্রবর্তক ও মুখ্য তাত্ত্বিক রূপে তাঁহার অবদান এমন কি স্বয়ং লেনিনও অসংকোচে স্বীকার করিয়াছেন। লেনিন বলিয়াছেন : "দর্শন বিষয়ে প্লেখানভের লেখা প্রত্যেকটি রচনা না পড়িয়া, যথাযথই না পড়িয়া কেহ-ই মার্ক্‌সবাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না।"

পোত্রেসভ (১৮৬৯-১৯৩৪)॥ মেন্‌শেভিকদের অন্যতম নেতা। উনিশ শতকের শেষ দশকে পোত্রেসভ মার্ক্‌সীয় মতবাদ গ্রহণ করেন, এবং পিতার্সবুর্গের (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) 'মজুর-শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের লীগ'-এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি ভিয়াৎকায় নির্বাসিত হন। নির্বাসন-শেষে ১৯০০ সালে তিনি বিদেশে চলিয়া যান, এবং সেখানে 'ইস্‌ক্রা' ও 'জারিয়া' পত্রিকা দুইটির সংগঠনের কাজে লেনিনের সহিত সহযোগিতা করেন। ১৯০৩ সালে 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে পোত্রেসভ মেন্‌শেভিকদের পক্ষে যোগ দেন। প্রথম বিপ্লবের পরে (১৯০৫) যাহারা পার্টিকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল, পোত্রেসভ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম নেতা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য মেন্‌শেভিকদের ন্যায় তিনিও সোশাল-শভিনিস্ট নীতি অবলম্বন করেন। ১৯১৭ সালে একখানি বুর্জোয়া পত্রিকার প্রধান সহযোগী হিসাবে পোত্রেসভ বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান।

ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়া (১৮৪৪-১৯৩৪)॥ এই মহিলাটি ছিলেন সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টির মধ্যে চরম দক্ষিণ-পন্থীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লবের পরে, জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার স্বপক্ষে তিনি প্রচার চালাইতে থাকেন। নভেম্বর-বিপ্লবের পরে তিনি দারুণ ভাবে সোভিয়েত শক্তির বিরোধিতা করিতে

থাকেন। ১৯০৯ সালে তিনি বলশেভিক ও মজুর-বিপ্লবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি কর্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হন; সেখানে থাকিয়া তিনি সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের কার্যকলাপের সমর্থনে প্রচার চালাইতে থাকেন। পরে তিনি প্যারিসে চলিয়া আসেন এবং সেখানে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের 'দ্নি' নামক মুখপত্রে নিয়মিত লিখিতে থাকেন।

রুবানোভিচ (১৮৬০-১৯২০) ॥ সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম জীবনে 'নারদ্নায়া ভলিয়া' দলের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। নবম দশকে এই দল উঠিয়া যাইবার পর রুবানোভিচ দেশত্যাগী হন। সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি গঠিত হইবার পর রুবানোভিচ সেই দলে যোগদান করেন এবং তাহার বৈদেশিক দূত হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। ১৯০৪ হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত প্যারিসে একখানি পত্র সম্পাদনা করেন। আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট ব্যুরোর সভ্য, যুদ্ধের সময় সোশাল-শভিনিস্ট।

ৎসেরেতেলি (১৮৮২-১৯৫৯)॥ মেনশেভিক নেতা। যুদ্ধের সময়ে মেন্শেভিক পার্টির অন্যান্য মুখপাত্রের মতো ৎসেরেতেলিও বুর্জোয়াদের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯শে মে তারিখে (১৯১৭) প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে গঠিত দ্বিতীয় অস্থায়ী মন্ত্রিসভায় (অর্থাৎ তথাকথিত 'সোশালিস্ট'দের লইয়া গঠিত প্রথম 'সম্মিলিত' মন্ত্রিসভায়) ৎসেরেতেলি ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। নভেম্বর-বিপ্লবের পরে দেশত্যাগী হইয়া বিদেশে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন।

চের্নভ (১৮৭৬-১৯৫২)॥ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেন, এবং ১৮৯৯ সালে প্রবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্ক্সবাদের 'সমালোচনা' করিয়া এবং বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের প্রয়োগে 'অসংগতি' দেখাইবার প্রয়াসে চের্নভ তাঁহার দলীয় মুখপত্রে বহু প্রবন্ধাদি লেখেন এবং বহু বক্তৃতাও করেন। লেনিন চের্নভের ঐ সব রচনা বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডন করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে চের্নভ

আন্তর্জাতিকতাবাদী ও 'দেশরক্ষাবাদী'দের মাঝামাঝি এক দোলায়মান ভূমিকা অবলম্বন করেন। মার্চ-বিপ্লবের পরে রুশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া চের্নভ গোঁড়া জাতীয়তাবাদী রূপে আসরে অবতীর্ণ হন। ১৯এ মে তারিখে (১৯১৭) প্রিন্স লভভের নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের সহযোগে গঠিত প্রথম সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় কৃষি-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রিসভা গ্রামের গরিব কৃষকদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের বড়ো-বড়ো ভূস্বামীদের জমি দখলের চেষ্টায় প্রচণ্ড বাধা দিতে থাকে। জুলাই মাসের ঘটনার (পেত্রোগ্রাদে মজুরদের উপর নির্যাতন) পর চের্নভকে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে হয়। নভেম্বর-বিপ্লবের পরে সোভিয়েত শক্তিকে উচ্ছেদ করার ষড়্‌যন্ত্রই চের্নভের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়ায়।

শাইদেমান (১৮৬৫-১৯৩৯)॥ জর্মানির দক্ষিণপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাট নেতা। ১৯১২ সালে জর্মানির আইন-পরিষদের সভাপতি হন। যুদ্ধ শুরু হইবাব পর শাইদেমান সোশাল-ডেমোক্রাটদের জাতীযতাবাদের নীতির মুখ্য কর্ণধার রূপে দেখা দেন। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে তিনি প্রিন্স মাক্‌সের মন্ত্রিসভায় 'চ্যান্সেলার' হন। জর্মানিতে নভেম্বর-বিপ্লবের (১৯১৮) সময়ে শাইদেমান বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়া রাজতন্ত্রকে রক্ষা কবিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এবার্টের সহিত মিলিযা শাইদেমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অভিযান সংগঠন করেন। রজনী পাম দত্তের 'ফাশিজ্‌ম্ অ্যাণ্ড সোশাল রেভোলিউশ'ন-নামক ইংরেজি গ্রন্থে বিশেষ ভাবে জর্মানি সম্পর্কে অধ্যাযে শাইদেমানের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

লেগীন (১৮৬১-১৯২০)॥ জর্মানির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংস্কার-পন্থী নেতা। যুদ্ধ শুরু হইতেই লেগীন স্বদেশের সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টের অনুকূলে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধের পক্ষে প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধের মধ্যে জর্মানিতে সর্বপ্রকারের মজুর-বিক্ষোভকে দমন করার কাজে লেগীন ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর দক্ষিণ হস্ত।

ডেভিড (১৮৬৩-১৯৩০)॥ জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাট, সংস্কারপন্থী নেতা। যুদ্ধের সময়ে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র অন্যান্য সুবিধাবাদী নেতাদের ন্যায় এডুয়ার্ড ডেভিডও চরম সোশাল-শভিনিষ্ট বনিয়া যান।

রেনোদেল (১৮৭১-১৯৩৫)॥ ফ্রান্সের সোশালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী সদস্যদের অন্যতম নেতা। যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে জনশক্তিকে যুদ্ধের বলি হিসাবে উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হন, পল রেনোদেল তাঁহাদের মধ্যে একজন। 'সমাজতন্ত্রী'দের মধ্যেও ইনি আবার দক্ষিণপন্থী।

গেদ (১৮৪৫-১৯২২)॥ ফ্রান্সের সোশালিস্ট নেতা এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র অন্যতম প্রভাবশালী মুখপাত্র। একসময়ে ফ্রান্সের 'গোঁড়া মার্কস্‌বাদে'র তত্ত্বকার। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত গেদ সুবিধাবাদী 'সোশালিস্ট'দের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। এনার্কিস্ট-সিণ্ডিকালিস্টদের বিরুদ্ধেও তিনি এক সময় লড়াই করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার পর গেদ সরাসরি সোশাল-শভিনিস্ট নীতির কবলে ঢলিয়া পড়েন, এবং বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় দফ্‌তরহীন মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন।

ভান্দের্‌ভেল্‌দে (১৮৬৬-১৯৩৮)॥ বেলজিয়মের সোশালিস্ট পার্টির নেতা, এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র সভাপতি। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের শুরুতেই ভান্দের্‌ভেল্‌দে যুদ্ধ জয়লাভের খাতিরে রুশিয়ার মজুরদের ৎসারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আবেদন করিয়া এক পত্র প্রকাশ করেন। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র যে-সব সোশালিস্ট নেতা যুদ্ধের সময়ে নিজ-নিজ দেশের বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিপোষকতা করেন, এমিল ভান্দের্‌ভেল্‌দে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ১৯১৭ সালে তিনি রুশিয়ার মজুর শ্রেণীকে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে রুশিয়ায় আসেন। অবশ্য তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হইতে পারে নাই। যুদ্ধোত্তর কালেও ভান্দের্‌ভেল্‌দের ভূমিকা অনুরূপ।

হাইণ্ডমান (১৮৪২-১৯২১)॥ উনিশ শতকের নবম দশকে হাইণ্ডমান ছিলেন ব্রিটিশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের একজন সংগঠক ও নেতা। ১৯১১ সালে যাঁহারা ব্রিটিশ সোশালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন, হাইণ্ডমান ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। যুদ্ধের সময়ে ইনি সোশাল-শভিনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, এবং এই কারণে পার্টি হইতে বিতাড়িত হন।

কার্ল কাউট্‌স্কি (১৮৫৪-১৯৩৯)॥ জর্মানির বিখ্যাত সোশাল-ডেমোক্রাট

নেতা, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ্। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র যুগে মার্ক্‌সবাদের নামকরা পণ্ডিত। ১৮৭৪ সালে কাউট্‌স্কি সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগদান করেন। মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের সাক্ষাৎ প্রভাবে মার্ক্‌সবাদী হন। ১৮৮৩ সাল হইতে তিনি বিখ্যাত মার্ক্‌সপন্থী পত্রিকা 'নয়্‌এ ৎসাইট্' ('নবযুগ') সম্পাদন করেন। বের্নষ্টাইন প্রভৃতির মার্ক্‌সবাদের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কাউট্‌স্কি সংগ্রাম করেন। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি ও মজুর-শ্রেণীর একাধিপত্যের প্রশ্নে মার্ক্‌সবাদ হইতে কাউট্‌স্কির বিচ্যুতির নিদর্শন এই সময় হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবকে কাউট্‌স্কি যেভাবে বিচার করেন, তাহাতে মেন্‌শেভিক অপেক্ষা বল্‌শেভিকদের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'ক্ষমতা-লাভের পথ' গ্রন্থেও কাউট্‌স্কির মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই সময় হইতে কাউট্‌স্কির চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী মার্ক্‌সবাদের বিরুদ্ধে 'মধ্যপন্থী' খাতে বহিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে কাউট্‌স্কি মার্ক্‌সবাদ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া সোশাল-শভিনিষ্ট মত ও নীতির কবলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নভেম্বর-বিপ্লবের পরে তিনি খোলাখুলি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতা সমর্থন করিয়া প্রচার চালাইতে থাকেন। ১৯১৮ সালে জর্মানিতে নভেম্বর-বিপ্লবের পরে কাউট্‌স্কি শাইদেমানের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। 'তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র বিরুদ্ধে তথাকথিত 'আড়াই (ভিয়েনা) আন্তর্জাতিকে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই কাউট্‌স্কি।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)॥ জর্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক। ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি হেগেল-ই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। সমগ্র ইওরোপের চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শের উপর হেগেলের দর্শন এককালে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সও হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু হেগেল ছিলেন মূলত ভাববাদী, তাই তাহার ডায়ালেক্‌টিক্স ছিল ভাবলোকে বন্দী। হেগেল চিন্তা বা ভাবের রাজ্যে ডায়ালেক্‌টিক্স প্রয়োগ করেন। মার্ক্‌স্-ই সর্বপ্রথম

হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্সকে ভাবলোক হইতে মুক্ত করিয়া ইতিহাসের বস্তুলোকে প্রয়োগ করেন, এবং এঙ্গেলসের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মার্ক্‌সবাদীদের পক্ষে হেগেলের দর্শন অবশ্যপাঠ্য। সাধারণ-ভাবে ভাববাদী বলিয়া হেগেলের রাষ্ট্রমতও ছিল ভাববাদমূলক। তাঁহার মতে—সমগ্র বিশ্বের মূলে আছে এক পরম আত্মা', 'পরম প্রজ্ঞা'; নৈতিক বিধি হইতেছে এই পরম আত্মা বা প্রজ্ঞারই অভিব্যক্তি; এই বিধি মানুষ হইতে স্বতন্ত্র এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু-ই এই বিধির বশবর্তী; মানুষ হইতে স্বতন্ত্র এই যে নৈতিক বিধি, রাষ্ট্রের মধ্যে তাহা-ই মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং হেগেলের মতে, রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থের হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করা চলে না। রুসোর মতবাদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র হইতেছে মানুষের সৃষ্টি আর তাই মানুষ ইহার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। কিন্তু হেগেলের মতে ইহা অসম্ভব, কারণ, হেগেলের মতবাদ এই শিক্ষা-ই দেয় যে, রাষ্ট্র হইতেছে 'পরম আত্মা' বা 'পরম প্রজ্ঞা'র অভিব্যক্তি, এবং এই আত্মা বা প্রজ্ঞা হইতেছে পরম অর্থাৎ মানুষের প্রভাবের বহির্ভূত।

স্পেন্সার (১৮২৫-১৯০৩)॥ ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী। 'সমন্বয়ী দর্শনের প্রণালী' ও 'সমাজ-বিজ্ঞানের বনিযাদ' শীর্ষক গ্রন্থাবলীতে হার্বার্ট স্পেন্সার অভিব্যক্তি-বাদের এক দার্শনিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক বনিয়াদ রচনা করেন। সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে তিনি জীববিজ্ঞানেব নিয়ম প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দিবার ফলে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, এই মত তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে 'সমাজ-জীবনের জটিলতা'র ফলেই সমাজে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

মিখাইলোভ্‌স্কি (১৮৪২-১৯০৪)॥ রুশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মার্ক্‌সবাদের বিরোধী 'পপুলিস্ট' মতবাদের তত্ত্বকার রূপে মিখাই-লোভ্‌স্কি উনিশ শতকের নবম ও শেষ দশকে রুশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। 'সমাজ-বিজ্ঞানে' তথাকথিত 'আত্মমুখী পদ্ধতি'র প্রবর্তক হিসাবে মিখাইলোভ্‌স্কি ইতিহাসে পরিচিত। 'রুশ ধনসম্পদ' কাগজের সম্পাদক রূপে মিখাইলোভ্‌স্কি ১৮৯৪ সাল হইতে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মার্ক্‌সবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র বাদানুবাদ চালাইয়া যান।

সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা মিখাইলোভ্স্কিকে তাঁহাদের পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কেরেন্স্কি (? ১৮৮১-১৯৭০) ॥ সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শুরু হইতেই যুদ্ধের পক্ষপাতী। ১৯১৭ সালে মার্চ মাসের বিপ্লবে ৎসারের পতনের পর (১৪ই মার্চ তারিখে গঠিত) প্রথম অস্থায়ী গভর্নমেণ্টে প্রিন্স লভভের মন্ত্রিসভায় কেরেন্স্কি বিচার-বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৮ই তারিখে পুনর্গঠিত গভর্নমেণ্টে (দ্বিতীয় অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট বা প্রথম কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট) কেরেন্স্কি সমর ও নৌ দফ্তরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধে ৎসারের মিত্রশক্তিদের প্ররোচনায় কেরেন্স্কি সমরক্লান্ত অবসন্ন রুশ সৈন্যবাহিনীকে জুন মাসে জর্মানির বিরুদ্ধে এক নূতন আক্রমণে নিয়োজিত করেন। আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জুলাই মাসে পেত্রোগ্রাদের মজুরদের বিক্ষোভ কেরেন্স্কি সামরিক শক্তি প্রয়োগে দমন করেন। তারপর তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় প্রধান মন্ত্রী হন। মন্ত্রিসভায় বারবার অদল-বদল হয়। নীতিগত কোনও মতানৈক্যের কারণে নয়, সরকারী চাকুরি রূপ লুটের-মাল ভাগাভাগি লইয়া পারস্পরিক বিবাদের ফলেই এই অদল-বদল হয়। কেরেন্স্কি সব কোয়ালিশনেই প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। নভেম্বর-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার চেষ্টায় কেরেন্স্কি পরাহত হন, এবং বিপ্লবের পরে বিদেশে গিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাইতে থাকেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে নিউইয়র্কে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাল্চিন্স্কি ॥ রুশিয়ার একজন বড়ো শিল্পপতি এবং কয়লা ব্যবসায়-সঙ্ঘের সংগঠক। এই সঙ্ঘটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কেরেন্স্কির অস্থায়ী বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় পাল্চিন্স্কি ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সহকারী মন্ত্রী। শিল্পপতিদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে পাল্চিন্স্কির প্রেরণা সমধিক। নভেম্বর-বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধের সময়ে পাল্চিন্স্কি তাঁহার বিপ্লববিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য গ্রেফ্তার হন।

আভ্ক্সেন্ত্যেভ (১৮৭৮-১৯৪৩) ॥ সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি দলের একজন প্রবীণ নেতা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। কেরেন্স্কির এক সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় আভ্ক্সেন্ত্যেভ মন্ত্রিত্বের চাকুরি করেন।

নভেম্বর-বিপ্লবের পরে চেকোস্লোভাকিয়া ফ্রন্টে বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে যাঁহারা লড়াই পরিচালনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন। পরে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, এবং সেখান হইতে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কাজ করিতে থাকেন।

স্কোবেলেভ (১৮৮৫-১৯৩৯)॥ একজন মেন্‌শেভিক। ১৯১৭ সালের ১৭ই মে তারিখে প্রথম সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় শ্রমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে স্কোবেলেভ যোগদান করেন। যুদ্ধের সময় 'দেশরক্ষাবাদী' স্কোবেলেভ ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত মৈত্রী স্থাপনের পক্ষপাতী।

ড্যুরিং (১৮৩৩-১৯২১)॥ জর্মান দার্শনিক ও অর্থবিজ্ঞানী, মার্ক্‌স্ ও তাঁহার মতবাদের ঘোর বিরোধী। নিজের এক দার্শনিক মতবাদ খাঁড়া করিতে চেষ্টা করেন। এক সময়ে জর্মানিতে ড্যুরিং খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এই জনপ্রিয়তা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার 'আন্টি-ড্যুরিং' ('ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে') নামক মার্ক্‌স্‌বাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে ড্যুরিং-এর মতামত অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে খণ্ডন করেন।

দ্বি তী য অ ধ্যা য়

মেহ্‌রিং (১৮৪৬-১৯১৯)॥ খ্যাতনামা মার্ক্‌স্‌বাদী, ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের সময়ে যে-সব সোশালিস্ট নেতা সুইৎসারলাণ্ডের ৎসিমারওয়াল্ড শহরে মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, মেহ্‌রিং ছিলেন তাঁহাদের একজন। জর্মানির অভ্যন্তরে সুপরিচিত 'স্পারট্যাকাস্' দলের অন্যতম নেতা, জর্মানির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্ক্‌সের জীবনীকার হিসাবে মেহ্‌রিং স্মরণীয়।

ভাইডেমেয়ার (১৮১৮-৬৬)॥ ১৮৪৮ সালে জর্মানিতে যে-বিপ্লব ঘটে, ভাইডেমেয়ার তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন, এবং বিপ্লবের পরাজয়ের পর জর্মানি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। মার্ক্‌সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাইডেমেয়ার 'কমিউনিস্টদের ইউনিয়ন'-এর সভ্য ছিলেন। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং আমেরিকার মজুর-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভাইডেমেয়ার কর্তৃক নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত (১৮৫২ সালের বসন্তকালে)

'বিপ্লব' নামক মাসিক পত্রিকায় মার্ক্‌সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' প্রকাশিত হয়। ভাইডেমেয়ার আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মার্ক্‌সের নিজের কথায় : ভাইডেমেয়ার "আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সেণ্ট লুই জেলার সামরিক সেনাধ্যক্ষ ছিলেন"।

তৃতীয় অধ্যায়

কুগেলমান (১৮২৮-১৯০২)॥ জর্মানির হানোভার শহরের চিকিৎসক কুগেলমান ছিলেন 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র একজন সভ্য এবং মার্ক্‌সের অনুরাগী বন্ধু। ১৮৬৪-৭২ সালে কুগেলমান মার্ক্‌সের সংবাদদাতার কাজ করেন। মার্ক্‌সের বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' বণ্টনের ভার গ্রহণ করেন এই কুগেলমান। হেগ কংগ্রেসে কুগেলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন; কিন্তু এই কংগ্রেসের পর মার্ক্‌সের সঙ্গে কুগেলমানের ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়; এই বিচ্ছেদের কারণ হইল কুগেলমানের এই বিশ্বাস যে রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হইয়া মার্ক্‌স্ বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিজেকে বিপন্ন করিয়াছেন।

স্ত্রুভ (১৮৭০-১৯৪৪)॥ রুশ অর্থনীতিবিদ্ ও সাংবাদিক। তথাকথিত 'বৈধ মার্ক্‌সবাদ'-এর একজন মুখপাত্র। পরে স্ত্রুভ উদারনীতিক বনিয়া যান এবং বিদেশে একখানি বে-আইনী উদারনীতিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর তিনি নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রীদের মধ্যে (ক্যাডেট) দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লবের পরে স্ত্রুভ বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। পরে দেশ ছাড়িয়া পালান এবং বিদেশে থাকিয়া রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিতে থাকেন।

বের্নষ্টাইন (১৮৫৭-১৯৩২)॥ জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাট। বিস্‌মার্ক-প্রবর্তিত 'সোশালিস্ট-বিরোধী আইনে'র আমলে বের্নষ্টাইন ছিলেন সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বে-আইনী কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোশাল-ডেমোক্রাট'-এর সম্পাদক। 'নয়্‌এ ৎসাইট্' ('নবযুগ') পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং 'ক্রমবিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র'-নামক বইতে বের্নষ্টাইন বৈপ্লবিক মার্ক্‌সবাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল নীতি 'সংশোধন' করিয়া তাহার জায়গায় শ্রেণী-সংগ্রামের আপস-মীমাংসার এক মতবাদ খাড়া করিতে প্রয়াসী

হন, এবং সোশালিস্ট বিপ্লবকে অস্বীকার করিয়া ধীরে-ধীরে সংস্কারের মারফত সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের নীতি বলবৎ করিতে প্রবৃত্ত হন। বের্নষ্টাইনের এই-সব মতামতের বিরুদ্ধে প্লেখানভ ও কাউট্স্কি তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করেন। বের্নষ্টাইনের 'সংস্কারবাদ' ও তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা দেখা দিবার ফলে আন্তর্জাতিক সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে গোঁড়া সংস্কারবাদীদের দুইটি বিভিন্ন শিবিরের উদ্ভব হয়। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' বের্নষ্টাইনের সুবিধাবাদি-সুলভ সংস্কারপন্থী নীতির প্রভাবে আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে-সঙ্গে অধঃপাতে যায়।

সাঁবা (১৮৬২-১৯২২)॥ ফরাসী সোশালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা। পার্টি হইতে প্রকাশিত অনেক পত্র-পুস্তিকার লেখক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় সোশাল-শভিনিস্ট রূপে সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতিকুলতা করেন, এবং তথাকথিত 'জাতীয় আত্মরক্ষা'র বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

হেণ্ডারসন (১৮৬৩-১৯৩৫)॥ ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বৃটিশ লেবর পার্টির একজন নেতা এবং পার্লামেণ্টের এককালীন সদস্য আর্থার হেণ্ডারসন ছিলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র একজন সক্রিয় কর্মী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে উদার-নীতিক ও রক্ষণশীলদের লইয়া গঠিত লয়েড জর্জের সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় হেণ্ডারসন যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করিবার উদ্দেশ্যে হেণ্ডারসন স্টকহমে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র এক সোশালিস্ট সম্মেলন আহ্বানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন; এবং ইহাতে বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী হেণ্ডারসনের প্রতি রুষ্ট হন, ফলে তাঁহাকে মন্ত্রিসভার সদস্য-পদে ইস্তফা দিতে হয়। ১৯২৪ সালে হেণ্ডারসন ম্যাক্‌ডোনাল্ডের শ্রমিকদলীয় মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রসচিবের পদ গ্রহণ করেন।

স্টাউনিং (১৮৭৩-১৯৪২)॥ ডেন্‌মার্কের নেতৃস্থানীয় সংস্কারপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাট। যুদ্ধ (১৯১৪) বাধিবার পর স্টাউনিং বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় যোগ দেন, এবং তার পরে বহুবার প্রধান মন্ত্রী হন।

ব্রান্‌টিং (১৮৬০-১৯২৫)॥ সুইডেনের সোশালিস্ট পার্টির পুরোধা এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র অন্যতম নেতা, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী। যুদ্ধের

পরে (১৯১৪-১৮) রাজকীয় সুইডিস গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী, 'লীগ অফ নেশনস্'-এর কাউন্সিলের সভ্য।

বিস্‌সলাতি (১৮৫৭-১৯১৯)॥ ইতালির সোশালিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'অবন্তি'র সম্পাদক। ১৯১১ সালে আফ্রিকায় (ত্রিপোলি) উপনিবেশ দখলের উদ্দেশ্যে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইনি সমর্থন করেন, এবং এই কারণে পার্টি হইতে বিতাড়িত হন, এবং আলাদা এক সংস্কারপন্থী দল গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে-সঙ্গে বিস্‌সলাতি মিত্রশক্তিপুঞ্জের শিবিরে ইতালির যোগদানের পক্ষে ওকালতি করিতে থাকেন, এবং যুদ্ধ ঘোষণার পর স্বেচ্ছায় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন ও যুদ্ধে আহত হন। ১৯১৬ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিস্‌সলাতি মন্ত্রিসভার (দফ্‌তরহীন) সদস্য ছিলেন।

রুসানভ ॥ তারাসভ কুদ্রিন ছদ্মনামে অনেক বই ও পুস্তিকার লেখক। রুসানভ যৌবনে ছিলেন 'জনগণের ইচ্ছা' দলের সভ্য। ১৮৯৩ সালে প্যারিসে 'জনগণের ইচ্ছার পুরানো সভ্যদের দল' গঠন করেন, এই দল পরে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সহিত ভিড়িয়া যায়। ১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লবের পরে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'জনগণের ইচ্ছা'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন এই রুসানভ। পরে ইনি দেশত্যাগী হন।

জেন্‌জিনভ ॥ সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি দলের মস্কো কমিটির একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য। জেন্‌জিনভ ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে সামরিক সন্ত্রাসপন্থী সংগঠনের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হন। ১৯১০ সালে জেন্‌জিনভ গেরেফ্‌তার হন। ১৯১৭ সালে জেন্‌জিনভকে দেখা যায় তাঁহার দলের কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'জনগণের লক্ষ্য-'এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য রূপে। বিপ্লবের পরে জেন্‌জিনভ দেশ ছাড়িয়া পালান, এবং বিদেশে থাকিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইতে থাকেন।

প্রুদঁ (১৮০৯-১৮৬৫)॥ ফরাসী নৈরাজ্যবাদী। প্রুদঁ বিশ্বাস করিতেন যে, বর্তমান পণ্যগত বিনিময়-রূপই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত অন্যায়-অবিচারের মূল কারণ, এবং এই বিশ্বাসের বশে তিনি সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের

পদ্ধতি হিসাবে এক কল্পনামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই ব্যবস্থা, বলা যাইতে পারে, ছোটো-ছোটো পণ্য-উৎপাদকদের শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী শ্রমজাত পণ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা, প্রুদঁর পরিকল্পিত 'জনগণের ব্যাঙ্ক'-এর মারফত এই বিনিময় পরিচালিত হইবে, এই ব্যাঙ্ক হইতে উৎপাদন-কারীদিগকে বিনিময়ের প্রতীক হিসাবে বিশেষ 'বণ্ড' দেওয়া হইবে। খুদে মালিকদের মুখপাত্র প্রুদঁর এই পরিকল্পনা আদবেই সমাজতান্ত্রিক নয়। খুদে-বুর্জোয়াদেব প্রিয় ভাবাদর্শ নৈরাজ্যবাদের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়াই প্রুদঁ তাঁহার উক্ত খুদে-বুর্জোয়াসুলভ সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। 'দৈন্যেব দর্শন' নামক সুপরিচিত গ্রন্থে প্রুদঁর মতামত ব্যক্ত হইযাছে। এই গ্রন্থের সমালোচনা করিযাই মার্ক্স্ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দর্শনের দৈন্য' রচনা করেন।

মঁতেসকিয্য (১৬৮৪-১৭৬৫)॥ ফবাসী দার্শনিক ও উদারনীতিক রাজনৈতিক লেখক। 'আইনের মর্ম' নামক স্বরচিত গ্রন্থে মঁতেসকিয্য সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা করেন। আইনের উপর ভিত্তি করিযা গঠিত এমন এক রাষ্ট্রীয সংগঠন তিনি দাবি করেন যেখানে আইন-প্রণযন, শাসন ও বিচার বিভাগ আলাদা হইবে এবং ব্যষ্টির অধিকার যাহাতে বক্ষা পায় তাহার জন্য রক্ষাকবচ থাকিবে। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং বিশেষ-ভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মঁতেসকিয়্যর নীতিব উপর ভিত্তি করিযাই রচিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্লাঁকি (১৮০৫-৮১)॥ খ্যাতনামা ফরাসী বিপ্লবী। লেনিনের ভাষায: ব্লাঁকিপন্থীরা 'আশা করিতেন যে মানব-সমাজ মজুরির গোলামি হইতে মুক্তি পাইবে মজুর-শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামেব মধ্য দিয়া নয, বাছাই-করা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের ষড়্যন্ত্রের মধ্য দিয়া'। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনে ব্লাঁকিপন্থীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অভিনয় করেন। ১৯০১ সালে তাঁহারা গেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

বেবেল (১৮৪০-১৯১৩)॥ জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা। ১৮৬৫ সালে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ লিব্‌কনেখ্‌টের সহিত বেবেলের সাক্ষাৎ ঘটে, এবং বেবেল 'প্রথম আন্তর্জাতিকে' যোগদান করেন। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের পর প্রথম নির্বাচনে (১৮৬৭-সালে) বেবেল জর্মান আইন-পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৮৬৯ সালে আইসেনাখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে লিব্‌কনেখ্‌টের সহিত একযোগে বেবেল 'জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময়ে লিব্‌কনেখ্‌টের সহিত বেবেলও জর্মান গভর্নমেণ্টের সামরিক ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবে ভোট দেন না, এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সে গণ-অভ্যুত্থান ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইবার পর জর্মান গভর্নমেণ্টের ঋণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং আলসেস ও লোরেন গ্রাস করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে সংস্কারপন্থী পার্টিতে পরিণত করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বেবেল লড়াই করেন। সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে দক্ষিণমুখী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া বেবেল পার্টির আনুষ্ঠানিক ঐক্যকে অন্যান্য সব কিছুর উপরে স্থান দেন, এবং তাহার ফলে অনেক সময়ে তিনি দক্ষিণপন্থীদের সহিত আপস করিতে বাধ্য হন, এবং যুদ্ধের আগের বছরে রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গের নেতৃত্বে যে-বামপন্থী আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে, বেবেল তাহা হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পান। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেবেল ছিলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র নেতা।

ব্রাকে (১৮৪২-৮০)॥ প্রখ্যাত জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাট ও পুস্তক-প্রকাশক। প্রথমে ইনি ছিলেন লাসালেপন্থী, কিন্তু ১৮৬৯ সালে আইসেনাখে 'জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রাকেও ছিলেন একজন। ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় ব্রাকে প্রথমটায় কিছু ইতস্তত করিবার পর শেষে যুদ্ধবিরোধী পন্থা অবলম্বন করেন। সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে মজুরদের উদ্দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য এক আবেদন প্রচার করা হয়, ব্রাকে এই আবেদনপত্র প্রকাশের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, ফলে তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া এক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ব্রাকে ছিলেন জর্মান আইন-পরিষদের সভ্য। গোথা-কংগ্রেসে

কর্মসূচীর যে-খসড়া পেশ করা হয়, ব্রাক্কে তাহার সমালোচনা করেন। "সোশাল ডেমোক্রাটরা নিপাত যাক!" নামে যে-পুস্তিকা ব্রাক্কে রচনা করেন, তাহা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে ও বহু ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮৭৮ সালে অসুস্থতা নিবন্ধন ব্রাক্কে পার্টির কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বাকুনিন (১৮১৪-৭৬)॥ রুশ বিপ্লবী ও নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবর্তক। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে বাকুনিন ছিলেন হেগেলের দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী। ১৮৪৮ সালে বাকুনিন জর্মান বিপ্লবে (ড্রেস্‌ডেনে অভ্যুত্থান) অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ সালে তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া রুশ গভর্নমেণ্টের হাতে সমর্পণ করা হয়, তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রুশ সম্রাট্‌ প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর বাকুনিন (১৮৫৭ সালে) সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৮৬১ সালে তিনি সাইবেরিয়া হইতে পালাইয়া লণ্ডনে চলিয়া আসেন। বাকুনিন প্রথমেই 'প্রথম আন্তর্জাতিকে' যোগদান করেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন 'শান্তি ও স্বাধীনতার লীগ' নামে এক বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের সভ্য। ১৮৬৮ সালে বের্ন শহরে এই লীগের সম্মেলনে বাকুনিন ও তাঁহার সমর্থকেরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হওয়ায় লীগের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং 'সোশালিস্ট গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মৈত্রী' নামে নিজেদের এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করেন। ১৮৬৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র সহিত যুক্ত হয়। 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র মধ্যে বাকুনিন ছিলেন মার্ক্‌সের বিরোধী। খুদে-বুর্জোয়াসুলভ নৈরাজ্যবাদ ও সিণ্ডিকালিস্ট মতবাদের এক জগাখিচুড়ি মতবাদ খাড়া করিয়া বাকুনিন মার্ক্‌সের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। ১৮৭২ সালে বাকুনিন তাঁহার বিভেদসূচক কার্যকলাপের অপরাধে মার্ক্‌সের নির্দেশে 'আন্তর্জাতিক' হইতে বিতাড়িত হন। 'লুড্‌ভিগ ফয়ারবাখ্‌' পুস্তকে এঙ্গেলস্‌ মন্তব্য করেন যে, বাকুনিন স্টার্নার ও প্রুদঁর মতবাদকে একসঙ্গে মিলাইয়া এই খিচুড়ির নামকরণ করেন 'নৈরাজ্যবাদ'।

লিব্‌কনেখ্‌ট্‌ (১৮২৬-১৯০০)॥ জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ লিব্‌কনেখ্‌ট্‌ অংশ গ্রহণ করেন, এবং জর্মানি ছাড়িয়া লণ্ডনে চলিয়া যাইতে

বাধ্য হন। এখানে তিনি মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৮৬০ সালে লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ জর্মানিতে ফিরিয়া আসেন এবং লাসালের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকেন। ১৮৬৭ সালের নির্বাচনে তিনি আইন-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময়ে ও তৃতীয় নপোলেয়ঁর পতনের পর লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ বেবেলের সহিত এক-ই কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলেন। ১৮৭২ সালে বড়ো রকমের এক রাজদ্রোহের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন, এবং তাঁহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়াও লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ আইনসভায় এবং মজুরদের মধ্যে তাঁহার কার্যকলাপ অক্লান্তভাবে চালাইয়া যাইতে থাকেন। 'সোশালিস্ট-বিরোধী আইনে'র বেড়াজালের মধ্যে থাকিয়াও লিব্‌ক্‌নেখ্‌ট্ সর্বপ্রকার বিপথগামী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সোশাল ডেমোক্রাসির মূল নীতি রক্ষা করিবার জন্য জোর লড়াই করেন।

কাভেইঞাক (১৮০২-১৮৫৭)॥ ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পরে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী গভর্নমেণ্টে সমর-দফ্‌তরের মন্ত্রী। একনায়কের ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া কাভেইঞাক জুন মাসে (১৮৪৮) প্যারিসের মজুরদের অভ্যুত্থান বলপ্রয়োগে চূর্ণ করেন। ১৮৪৯ সালে কাভেইঞাক মন্ত্রিসভার সভাপতি হন। প্রজাতন্ত্রী হিসাবে কাভেইঞাক দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতির নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন, কিন্তু লুই বোনাপার্তের (তৃতীয় নাপোলেয়) কাছে পরাজিত হন।

পঞ্চম অধ্যায়

লাসালে (১৮২৫-১৮৬৪)॥ জর্মানির মজুর-আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য নেতা, বাগ্মী ও সংবাদ-সাহিত্যিক। 'মজুরির লৌহ-আইন' নামে এক ভ্রান্ত মতবাদের বশবর্তী হইয়া লাসালে মজুর-শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতি কোনোই গুরুত্ব আরোপ করিতেন না, এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করার সংগ্রামেই প্রধানত মনোযোগ দেন। তাঁহার মতে, এই সর্বজনীন ভোটাধিকারের জোরে মজুর শ্রেণী গভর্নমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মজুরদের স্বাধীন উৎপাদক-সমিতির জন্য রাষ্ট্রের

নিকট হইতে ঋণ আদায় করিতে পারিবে, এবং ক্রমে-ক্রমে সোশালিস্ট ব্যবস্থায় পৌঁছিবার সংক্রমণকালীন পর্যায় হিসাবে এই সমিতিগুলি কাজে আসিবে। এই উদ্দেশ্যে লাসালে বিস্‌মার্কের সহিত আপস-আলোচনায় অবতীর্ণ হন, এবং মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৬৩ সালে লাসালে 'সাধারণ জর্মান মজুরদের ইউনিয়ন'-নামে এক দল গঠন করেন, এই দল বহুদিন যাবৎ বেবেল ও লিব্‌কনেখ্‌ট্‌ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির' বিরোধিতা করিতে থাকে, এবং শেষে (১৮৭৫ সালে) সোশাল-ডেমোক্রাটদের সহিত একসঙ্গে মিলিত হইয়া 'জর্মানির ঐক্যবদ্ধ সোশালিস্ট লেবর পার্টি' গঠন করে।

তুগান-বারানভ্‌স্কি (১৮৬৫-১৯১৯)॥ রুশিয়ার একজন অর্থনীতিবিদ্‌ এবং 'বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদ'-এর অন্যতম মুখপাত্র। পরে ইনি 'মার্ক্‌সের সমালোচক'দের দলে ভিড়িয়া উদারনীতিকদের শিবিরে ঢুকিয়া পড়েন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে ও পরে তুগান-বারানভ্‌স্কি 'ক্যাডেট' দলের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ক্রুপৎকিন (১৮৪২-১৯২১)॥ নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদকে তালগোল পাকাইয়া এক খিচুড়ি মতবাদ ক্রুপৎকিন উদ্ভাবন করেন। এই অদ্ভুৎ মতবাদের প্রধান তত্ত্বকার রূপে ক্রুপৎকিন পরিচিত। আন্তর্জাতিক মজুর প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার অপরাধে ক্রুপৎকিন ১৮৮৩ সালে পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু ১৮৮৬ সালে মুক্তি পান। তারপর তিনি লণ্ডনে বসবাস শুরু করেন, এবং বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রচনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময়ে ক্রুপৎকিন শভিনিস্ট রূপে মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে যোগদান করেন, এবং ক্যাডেটদের মুখপত্রে এবং বন্ধুবান্ধবদের নিকট চিঠিপত্রে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লবের পরে ক্রুপৎকিন রুশিয়ায় ফিরিয়া আসেন, এবং চার বছর পরে ১৯২১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রেভ্‌ (১৮৫৪-১৯৩৯)॥ ক্রুপৎকিনের অনুবর্তী ফরাসী নৈরাজ্যবাদী। পার্লামেণ্টীয় কার্যকলাপের বিরোধী এবং সাধারণ ধর্মঘট ও সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়ার পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে ইনি হঠাৎ 'দেশপ্রেমিক'

বনিয়া যান এবং তদানীন্তন ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিতে তৎপর হইয়া উঠেন।

কর্নেলিসেন ।। ক্রপৎকিনের অনুবর্তী হলাণ্ডের এক নৈরাজ্যবাদী। ইনি বিশ্বাস করিতেন যে, শুধু সাধারণ ধর্মঘটের সাহায্যেই বিপ্লব সংসাধন করা সম্ভব। ইনি মনে করিতেন, সংক্রমণের যুগে বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব অনুমোদন করা যাইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা 'পিতৃভূমি' রক্ষার নামে যুদ্ধ সমর্থন করেন, কর্নেলিসেন ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

গে ।। রুশিয়ার এক ক্রপৎকিনপন্থী নৈরাজ্যবাদী। ইনি সোভিয়েত শক্তির পক্ষপাতী ছিলেন, এবং নিখিল-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদেরও একজন সভ্য ছিলেন। ১৯১৮ সালে ককেশাসে শ্বেত রুশদের হাতে ইনি নিহত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্টার্নার (১৮০৬-৫৬)।। নৈরাজ্যবাদী-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, এবং হেগেল-পন্থীদের মধ্যে বামপন্থী। স্টার্নার বিশ্বাস করিতেন যে, ব্যক্তিত্বের উপরে কোনও কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; ধর্ম, ঈশ্বর, গভর্নমেণ্ট, রাষ্ট্র, স্বদেশ, নীতি, মান-সম্মান ইত্যাদির কর্তৃত্বকে ইনি আদবেই স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিবেচনায় ভবিষ্যতের নৈরাজ্যতন্ত্রী সমাজ হইবে অহংসর্বস্বদের এক সঙ্ঘ।

মিলেরাঁ (১৮৫৯-১৯৩১)।। ফরাসী সোশালিস্ট। সোশালিস্টদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় যোগ দেন (৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৯০৪ সালে মিলেরাঁ পার্টি হইতে বিতাড়িত হন, এবং ভূতপূর্ব অন্যান্য সোশালিস্টদের লইয়া 'স্বতন্ত্র সোশালিস্ট'দের এক দল গঠন করেন। মিলেরাঁ প্রধান মন্ত্রীও হন, কিছুকাল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতিও ছিলেন।

জোরে (১৮৫৯-১৯১৪)।। ফ্রান্সের সোশালিস্ট আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা, ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা, পার্লামেণ্ট-বিশারদ রাজনীতিক। জোরে আগে ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, দার্শনিক মতবাদ তাঁহার ছিল ভাববাদী। ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পরে ইনি সোশালিস্ট হন, এবং

ভাববাদী দর্শনের সহিত মার্ক্সবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সোশালিস্ট আন্দোলনে জোরে ছিলেন দক্ষিণপন্থী। ১৮৯৯ সালে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় যোগদানের প্রশ্নে মিলের াঁকে জোরে সমর্থন করেন (৫৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৮৮৫ সালে বামপন্থী চরমতন্ত্রী হিসাবে এবং ১৮৯২ সালে 'স্বতন্ত্র সোশালিস্ট' হিসাবে জোরে ফ্রান্সের পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯০২ সাল হইতে জোরে ফ্রান্সের সোশালিস্ট পার্টির মুখপাত্র ও পার্লামেণ্টের সোশালিস্ট সভ্যদের নেতা ছিলেন। জনবাহিনী দাবি করিয়া জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জোরে জোর লড়াই করেন। ১৯১৪ সালের ১লা আগস্ট তারিখে যুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে শভিনিস্ট ভিইয়ঁ্যার হাতে জোরে নিহত হন। জোরের হত্যাকারীকে আদালত হইতে খালাস দেওয়া হয়।

পান্নেকুক (১৮৭৩-১৯৬০)॥ হলাণ্ডের বামপন্থী সোশালিস্ট। ১৯০৭ সালে ইনি পার্টি হইতে বিতাড়িত হন এবং ১৯০৯ সালে একখানি বামপন্থী সোশালিস্ট পত্রিকার পত্তন করেন। ১৯১৯ সালে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠার পর পান্নেকুক ইহাতে যোগদান করেন, কিন্তু পরে 'আন্তর্জাতিক' ত্যাগ করেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়িয়া দেন।

লুক্সেম্বুর্গ (১৮৭১-১৯১৯)॥ এই বীরাঙ্গনার জন্ম হয় পোলাণ্ডে ১৮৭১ সালে। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি সুইৎসারলাণ্ডের ৎসুরিখ শহরে প্রবাসী হন। ১৮৮৯ সালে রোজা লুক্সেম্বুর্গ পোলাণ্ডের সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সাল হইতে রোজা জর্মানির সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে' গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। পার্টির মধ্যে তিনি বরাবর-ই বামপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৯০৪ সালে রোজা সাংগঠনিক প্রশ্নে মেন্‌শেভিকদের মতামতের পক্ষপাতী হইলেও ১৯০৭ সালে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির লণ্ডন কংগ্রেসে মেন্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বল্‌শেভিকদের সহিত যোগদান করেন। যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই তিনি জর্মানির সুবিধাবাদী 'সোশালিস্ট' কার্ল কাউট্‌স্কি ও অন্যান্য 'মধ্যপন্থী'দের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছেন। রুশিয়ায় স্তলিপিনের আমলে যাহারা পার্টি ভাঙিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিকদের সংগ্রামের কালে রোজা আপসসূচক পথ অনুসরণ করেন এবং নীতিগত অনেক প্রশ্নে

মেন্‌শেভিকদের সমর্থন করেন। ১৯১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শুরু হইতেই রোজা আন্তর্জাতিকতার পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, অবশ্য সোশাল-ডেমোক্রাটদের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে তিনি তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে, কার্যত যুদ্ধের সমগ্র পর্বেই, তিনি ছিলেন কারাগারে। 'স্পার্টাকাসের পত্রাবলী' নামে এই সময়ে গোপনে যে-সব যুদ্ধবিরোধী রচনা বাহির হইত, তাহাতে রোজার অবদান ছিল অসামান্য। ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে জর্মান আন্তর্জাতিকতাবাদীদের (লিব্‌কনেখট্‌ ও মেহ্‌রিং প্রভৃতি) সম্মেলনে যে 'নির্দেশক নীতি' গৃহীত হয়, রোজা ছিলেন তাহার রচয়িতা। ঐ বছরেরই বসন্তকালে 'জুনিয়াস' ছদ্মনামে রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গ 'সোশাল-ডেমোক্রাসির সংকট' নামে এক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেন। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলে বসিয়া লেখা 'রুশ বিপ্লব'-শীর্ষক পুস্তিকায় রোজা নভেম্বর-বিপ্লবের বিশ্লেষণে কিছু ভুল করেন, এই ভুল তিনি পরে সংশোধন করেন। জর্মানিতে নভেম্বর-বিপ্লবের পরে তিনি সোশাল-ডেমোক্রাটদের সংশ্রব বর্জন করেন, এবং জর্মানির কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসের বিদ্রোহ্‌ দমনের পর শাইদেমানের নেতৃত্বে জর্মানির সোশালিস্ট গভর্নমেণ্ট রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গকে গেরেফ্‌তার করে, এবং তিনি নিহত হন।

রাদেক্‌ (১৮৮৫-১৯৩৯)॥ ১৯০৪-০৮ সালে পোলাণ্ডের সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কাজ করেন, এবং তারপর জর্মানি যাইয়া জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে বামপন্থীদের সহিত যোগদান করেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে তিনি পেত্রোগ্রাদে আসেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম জর্মান সোভিয়েত-কংগ্রেসে সোভিয়েত প্রতিনিধি হিসাবে রাদেক গোপনে জর্মানিতে যান, এবং জর্মানির কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন ও শাইদেমান গভর্নমেণ্টের হাতে গেরেফ্‌তার হন। ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাইয়া তিনি রুশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। ১৯২৪ সালে রাদেক ট্রট্‌স্কির সহিত যোগ দেন। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট

(বল্‌শেভিক) পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে রাদেক পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। ১৯২৯ সালে নিজের ভুল স্বীকার করার পর তিনি আবার পার্টির সভ্যপদ ফিরিয়া পান। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রাদেক 'ইজভেস্তিয়া' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৩৭ সালে ইতিহাসখ্যাত মস্কো-বিচারে রাদেক ট্রট্‌স্কির সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্তের একজন সহযোগী প্রমাণিত হন, বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড হয়।

কোল্‌ব্‌ (১৮৭০-১৯১৮)॥ জর্মান সোশাল-ডেমোক্রাট। যুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৮) সোশাল-শভিনিস্ট।

তুরাতি (১৮৫৭- ১৯৩২)॥ ইতালির সংস্কারপন্থী সোশালিস্ট, আইনজ্ঞ ও লেখক। ১৮৯৬ সালে ইনি প্রথম পার্লামেণ্টে সভ্য নির্বাচিত হন। তথাকথিত 'ভুখ-বিদ্রোহে' অংশ গ্রহণের অভিযোগে তুরাতি ১৮৯৮ সালে বারো বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং ১৯০৯ সালে মুক্তি পান। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর তুরাতি যুদ্ধে ইতালির যোগদানের বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধের পর সোশালিস্ট পার্টির সম্মেলনে তুরাতি দক্ষিণপন্থীদের নেতা রূপে মজুর শ্রেণীর একাধিপত্য অস্বীকার করেন এবং 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে' যোগদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ত্রেভেস ॥ ইতালির সোশালিস্ট পার্টির প্রবীণতম নেতৃবৃন্দের অন্যতম, পার্লামেণ্টের একজন ডেপুটি, এবং তুরাতির অনুবর্তী। ১৯১২ সাল পর্যন্ত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'অবন্তি' সম্পাদনা করেন। ইতালীয় সংস্কারবাদের একজন তত্ত্বকার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে জাতীয়তাবাদী।